পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 78 Tuesday, 17 February, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৭৮ সংখ্যা ✱ ৪ ফাল্গুন ১৪৩২, মঙ্গলবার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

বাংলার বাড়ি প্রকল্পের নথি এসআইআর-এ বৈধ নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ এসআইআর প্রক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনা, ইন্দিরা আবাস যোজনা বা বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) প্রকল্পের আর্থিক সহায়তার অনুমোদনপত্র গ্রাহ্য নয়। শুনানি শেষের দু'দিন পর চিঠি দিয়ে জানাল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ১৪ ফেব্রুয়ারি শুনানি শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যে বিষয়ে ২১ জানুয়ারি জানতে চাওয়া হয়েছিল, তার উত্তর এল প্রায় এক মাস পরে। ফলে সময় নির্বাচন নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। শুনানি মিটে যাওয়ার পর এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য কী- তা নিয়েও ধন্দে অনেক আবেদনকারী। এক তৃণমূল নেতার কথায়, বিজেপি-কমিশন এক হয়ে কাজ করেছে এটাই তার প্রমাণ। এত দিনে কমিশনের ঘুম ভেঙেছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে পাঠানো ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, ২১ জানুয়ারি ২০২৬-এ পাঠানো একটি রেফারেন্সের প্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করা হয়েছে। সেখানে জানতে চাওয়া হয়েছিল, উল্লিখিত আবাস প্রকল্পগুলির আর্থিক অনুমোদনপত্র এসআইআর প্রক্রিয়ায় গ্রহণযোগ্য কি না। চিঠিতে ৯ ফেব্রুয়ারি, সুপ্রিম

কোর্টের নির্দেশের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, আদালত জানিয়েছে, যাঁদের নোটিস দেওয়া হয়েছে, তাঁরা এসআইআর নোটিসে উল্লিখিত নথি বা আদালতের ১৯ জানুয়ারির নির্দেশে উল্লিখিত নথির উপর নির্ভর করতে পারবেন, এবং আপত্তি নিষ্পত্তির সময় ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসাররা সেই নথিগুলি বিবেচনা করবেন। এ প্রসঙ্গে কমিশন জানিয়েছে, ২৭ অক্টোবর ২০২৫-এ জারি হওয়া এসআইআর নির্দেশিকায় সরকারি জমি বা বাড়ি বরাদ্দের শংসাপত্র একটি নির্দেশক নথি হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু পিএমএওয়াই-জি, আইএওয়াই বা বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) প্রকল্পে আর্থিক সহায়তার অনুমোদনপত্র সেই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ বা এসআইআর নির্দেশিকায় নির্দিষ্ট নথির তালিকায় পড়ে না। চিঠির শেষে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সমস্ত আধিকারিকের নজরে এনে কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে। এখানেই তৈরি হয়েছে বিতর্কের জায়গা। ২১ জানুয়ারি যখন এই দুই প্রকল্পের নথি গ্রহণযোগ্য কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, তখনই কি কমিশন স্পষ্ট অবস্থান জানাতে পারত না? প্রায় এক মাস ধরে অনিশ্চয়তা কেন চলল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। কারণ, ১৪ ফেব্রুয়ারি শুনানি শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত বহু আবেদনকারী প্রধানমন্ত্রী আবাস, ইন্দিরা আবাস কিংবা বাংলার বাড়ি প্রকল্পের উপভোক্তা হিসেবে পাওয়া কার্ড বা অনুমোদনপত্র জমা দিয়েছেন। এখন তাঁদের ভবিষ্য কী? সেই নথিগুলি কি সরাসরি অগ্রাহ্য হবে? যদি তা-ই হয়, তবে শুনানির সময়েই কেন তা জানানো হল না? নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সময়নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতার উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা কমিশন বরাবরই বলে থাকে। কিন্তু শুনানি শেষের পর এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যাখ্যা আসায় বিভ্রান্তি বেড়েছে বলেই মত পর্যবেক্ষকদের।

'লাগামছাড়া ক্ষমতা কাউকে দেওয়া হয়নি'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যের এসআইআর প্রক্রিয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে। তবে ৭ জন এইআরও-র সাসপেনশন ইস্যু ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে উত্তাপ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের সিইও দফতর স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে - সব কাজই নিয়ম মেনেই হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও নিয়ম মেনেই হবে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক তথা সিইও মনোজ আগরওয়াল বলেন, ''লাগামছাড়া ক্ষমতা কাউকেই দেওয়া হয়নি। এইআরও-দের সাসপেন্ড করা হয়েছে আইন মেনেই। ২০০০ সালের সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী এটা করা হয়েছে। এতে সব রাজ্য ও নির্বাচন কমিশন চুক্তিবদ্ধ। যা হয়েছে, আইন মেনেই হয়েছে।'' তিনি জানান, যে ৭ জন এইআরও-কে সাসপেন্ড করা হয়েছে, তাঁরা এসআইআর গাইডলাইন লঙ্ঘন করেছেন। এছাড়া স্পষ্ট করা হয়েছে, নির্বাচন কমিশন-এর সঙ্গে পরামর্শ করেই একমাত্র রাজ্য সরকার এই ৭ জনের সাসপেনশন প্রত্যাহার করতে পারে। অন্য কোনও পদ্ধতি নেই। সিইও আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য, যেখানে সরাসরি নির্বাচন কমিশন সাসপেনশনের নির্দেশ দিয়েছে। বিএলও থেকে শুরু করে ইআরও - সব স্তরেই নিয়ম মেনে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাঁরা আবাস যোজনা বা বাংলার বাড়ির সঙ্গে অন্য নথিও জমা দিয়েছেন, কিন্তু সংশ্লিষ্ট ইআরও তা আপলোড করেননি এবং যদি তা প্রমাণিত হয়, তবে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সিইও। পাশাপাশি এও স্পষ্ট করা হয়েছে, বাংলার বাড়ি বা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বা ইন্দিরা আবাস যোজনার শংসাপত্র কেউ যদি 'সোল' ডকুমেন্ট হিসেবে জমা দিয়ে থাকেন এবং সেখানকার ইআরও বা এইআরও সেই শংসাপত্রকেই মান্যতা দিয়ে থাকেন, তাহলে সেই আবেদন বাতিল তো হবেই সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইআরও বা এইআরও-র বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে, শুনানির সময় প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার পরেও যদি কারও নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে, তবে প্রথমে ডিইও-র কাছে আপিল করতে হবে। সেখানে নিষ্পত্তি না হলে রাজ্যের সিইও-র কাছে আপিলের সুযোগ থাকবে। প্রসঙ্গত, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট ২ লক্ষ ৮ হাজার ৮৭০ জন অযোগ্য ভোটার চিহ্নিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। সব মিলিয়ে, এসআইআর প্রক্রিয়া শেষের মুখে দাঁড়িয়ে প্রশাসনের বার্তা স্পষ্ট - নিয়মভঙ্গ করলে কোনও রেয়াত নেই, এবং ভোটার তালিকা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখাই প্রধান লক্ষ্য।

তৃণমূলে নতুন মুখ নিয়ে জোর জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ মেয়াদ ফুরোচ্ছে রাজ্যসভার সাংসদদের। কারা হবে নতুন মুখ? নাকি পুরনো সাংসদরাই আবার পদে ফিরবেন? শুরু হয়েছে জল্পনা। তৃণমূলের অন্দরে ঘোরাফেরা করছে বেশ কয়েকটি নাম। চার সাংসদের চারজনই বদলে যেতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, তৃণমূলের নতুন তালিকায় থাকতে পারে কোনও এক সাংবাদিকের নাম। বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে, মার্চ মাসে শেষ হচ্ছে রাজ্যসভার সাংসদদের মেয়াদ। বর্তমানে তৃণমূলের তিন রাজ্যসভার সাংসদ হলেন সাকেত গোখলে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সী। এছাড়া ছিলেন মৌসম বেনজির নূর, যিনি ইতিমধ্যেই সাংসদ পদে ইস্তফা দিয়ে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে ফিরেছেন। সেই ফাঁকা জায়গায় কাকে পাঠানো হবে, সেই প্রশ্নও রয়ে যাচ্ছে। সূত্রের খবর, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবার বিধানসভায় টিকিট দিতে পারে তৃণমূল। সে ক্ষেত্রে এক সাংবাদিককে ওই জায়গায় পাঠানো হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে, তবে নামটা এখনও স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে, মৌসম নূরের জায়গায় আবার কোনও সংখ্যালঘু মহিলা মুখ বেছে নিতে পারে তৃণমূল, এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। সাকেত গোখলে এবার আর সাংসদ হচ্ছে না বলেই ঘাসফুল শিবিরের অন্দরের খবর। সুব্রত বক্সী টিকিট পাবেন কি না, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে শীর্ষ নেতৃত্ব। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নাম নিয়েও কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল। সে ক্ষেত্রে সাংসদ হলে আর বিধানসভা ভোটে লড়া হবে না ফিরহাদের। এদিকে, সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যেরও সাংসদ হিসেবে মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে।

সাপুরজিতে অসুস্থ হচ্ছেন একের পর এক!

নিজস্ব প্রতিনিধি, নিউটাউন, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ দ্রুত ছড়াচ্ছে নিউটাউনে রোগ। ইতিমধ্যেই আক্রান্ত পঞ্চাশের বেশি। জানা যাচ্ছে, সাপুরজিতে ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছেন অনেকে। দূষিত পানীয় জলে অসুস্থ একাধিক। কর্তৃপক্ষকে ঘিরে উত্তাল বিক্ষোভ। জানা যাচ্ছে, সাপুরজি আবাসনের ই-ব্লকে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে ডায়রিয়ার প্রকোপ। ব্লকের প্রায় প্রতিটি ঘরেই কেউ না কেউ অসুস্থ। আক্রান্ত হওয়ায় গোটা আবাসন চত্বরে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং স্বচ্ছ পানীয় জলের দাবিতে সোমবার সকালে আবাসন কর্তৃপক্ষের ফেসিলিটি ম্যানেজারকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। গত কয়েকদিন ধরেই সাপুরজি ই-ব্লকের বাসিন্দারা পেটের সমস্যায় ভুগছিলেন। বাসিন্দাদের অভিযোগ, আবাসন থেকে যে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে, তা অত্যন্ত দূষিত। সেই জল পান করেই ছোট-বড় নির্বিশেষে ব্লকের প্রায় সমস্ত মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অসুস্থের সংখ্যা শতাধিক ছাড়িয়ে যাওয়ায় উদ্বেগের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। আবাসিকদের দাবি, পানীয় জলের মান নিয়ে তাঁরা বারবার আবাসন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। কিন্তু বারংবার বলা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

মুম্বই ধারাবাহিক বিস্ফোরণের অন্যতম চক্রী আবু সালেমকে মুক্তি দিল না সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নায়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ সুপ্রিম কোর্ট ১৯৯৩ সালের মুম্বই ধারাবাহিক বিস্ফোরণ মামলার দণ্ডিত আসামি আবু সালেম-এর মুক্তির আবেদন খারিজ করে দিল সোমবার। আবেদনকারীর দাবি ছিল, সে ইতিমধ্যেই ২৫ বছর কারাবাস সম্পূর্ণ করেছে, যা ভারত-পর্তুগাল বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী সর্বোচ্চ মেয়াদ। কিন্তু, বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি

সন্দীপ মেহতা-র বেঞ্চ এই যুক্তিতে তাৎক্ষণিক কোনও স্বস্তি দিতে অস্বীকার করে। সালেমের আইনজীবীর বক্তব্য ছিল, ২০০৫ সালের ১১ নভেম্বর থেকে সে ধারাবাহিকভাবে হেফাজতে রয়েছে এবং পর্তুগাল সরকারকে দেওয়া আশ্বাস-এর ভিত্তিতেই সালেম মুক্তিযোগ্য। শুনানিতে বেঞ্চ প্রশ্ন তোলে, সালেমের সাজা গণনায় কীভাবে ২৫ বছরের হিসাব করা হচ্ছে। তাঁর আইনজীবী দাবি করেন, ২০০৫ সাল থেকে তাঁর আটক থাকার সময়কালই মূল গণনার ভিত্তি হওয়া উচিত। তবে আদালত জানতে চায়, এই হিসাবের মধ্যে কি মকুব বা প্যারোল ধরা হচ্ছে কি না। আদালতের মতে, প্রত্যর্পণ চুক্তির সময়সীমা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কঠোর আইনি মানদণ্ড মানতেই হবে এবং বর্তমান আবেদন সেই মানদণ্ড পূরণ করছে না। ফলে আপাতত মুক্তির প্রশ্নে কোনও হস্তক্ষেপ করা হয়নি। আবু সালেমকে পর্তুগাল থেকে ২০০৫ সালের ১১ নভেম্বর ভারতে প্রত্যর্পণ করা হয়। এই প্রত্যর্পণ হয়েছিল একটি নির্দিষ্ট চুক্তি এবং ভারত সরকারের দেওয়া আশ্বাসের ভিত্তিতে। ওই আশ্বাসে বলা হয়েছিল, সালেমকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না এবং তার কারাদণ্ডের সর্বোচ্চ মেয়াদ ২৫ বছরের বেশি হবে না। পর্তুগালে মৃত্যুদণ্ড নেই এবং আজীবন কারাদণ্ডের ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত থাকায় এই শর্ত বাধ্যতামূলক ছিল। মূল বিতর্ক এখন এই ২৫ বছরের সময়সীমা ঠিক কবে থেকে কার্যকর ধরা হবে, তা নিয়েই। সালেমের পক্ষের আইনজীবীরা দাবি করছেন, ২০০২ সাল থেকে পর্তুগালে আটক থাকার সময়ও গণনায় ধরতে হবে। তবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, গণনা শুরু হবে কেবল ২০০৫ সালের ১১ নভেম্বর থেকে, যেদিন তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি সাজা মকুব বা ভাল আচরণের জন্য সাজা হ্রাসের নিয়ম এই ২৫ বছরের সীমার মধ্যে প্রযোজ্য কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, প্রত্যর্পণ চুক্তির শর্ত একটি বিশেষ আইনি প্রতিশ্রুতি এবং তা স্বাভাবিক রেমিশন নীতির সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্ত নাও হতে পারে। ১৯৯৩ সালের ১২ মার্চ মুম্বইয়ে একের পর এক ১২টি শক্তিশালী গাড়িবোমা বিস্ফোরণ হয়। বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ, এয়ার ইন্ডিয়া বিল্ডিং-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এই হামলায় ২৫৭ জন নিহত এবং ৭০০-র বেশি মানুষ আহত হন। এটি ভারতের ইতিহাসে অন্যতম ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা হিসেবে বিবেচিত। এই মামলায় অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ এবং ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার দায়ে আবু সালেমকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। একটি বিশেষ টাডা আদালত তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়, যদিও তা প্রত্যর্পণ চুক্তির শর্তাধীন। আবু সালেম ২০০২ সালে ভুয়ো পাসপোর্টে ভ্রমণের অভিযোগে লিসবনে গ্রেফতার হয়। এরপর ভারত সরকার তার প্রত্যর্পণের জন্য আইনি প্রক্রিয়া শুরু করে। দীর্ঘ মামলা চলার পর ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে পর্তুগালের আদালত প্রত্যর্পণের অনুমতি দেয়। অবশেষে ২০০৫ সালে তাকে ভারতে আনা হয়। এরপর থেকে সে একাধিক মামলায় বিচারাধীন ছিল, যার মধ্যে প্রদীপ জৈন হত্যা মামলা এবং ১৯৯৩ সালের বিস্ফোরণ মামলা অন্যতম।

দিল্লির বুকে আন্তর্জাতিক স্তরে এআই-আলোচনা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ মোদির হাত উদ্বোধন হবে ভারতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নয়া অধ্যায়। সোমবার নয়াদিল্লির ভারত মন্ডপমে 'এআই ইমপ্যাক্ট এক্সপো'র সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'এআই ইমপ্যাক্ট সামিট'। ১৬ ফেব্রুয়ারি, সোমবার উদ্বোধন, চলবে টানা চারদিন। যাতে অংশগ্রহণ করবেন দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বরা। গতি পাবে ভারতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যাত্রা। এদিন উদ্বোধনের পূর্বে 'এআই ইমপ্যাক্ট সামিট' নিয়ে নিজের প্রত্যাশা জনগণের কাছে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'এই সামিটের জন্য আমি বিশ্বের সকল রাষ্ট্রনেতা, শিল্পপতি, নীতিনির্ধারক, গবেষক এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রযুক্তিপ্রেমীদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। এই সামিট সকলের কল্যাণে, সকলের সুখের, যা মানবসমাজের অগ্রগতির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগানোর কথা বলবে।' নয়াদিল্লি সূত্রে খবর, শুধুই শিল্পপতি বা মন্ত্রী-আমলারা নয়, এই সম্মেলনে যোগ দিতে চলেছেন বিশ্বের ১৩টি দেশের প্রতিনিধিরাও। সুতরাং বলা যেতে পারে, নয়াদিল্লির বুকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কেন্দ্র করে এ যেন এক আস্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন। যাতে যোগ দিতে প্রস্তুত অস্ট্রেলিয়া, জাপান, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যান্ড, সার্বিয়া, এস্তোনিয়া, তাজাকিস্তান এবং আফ্রিকার রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা। অনুমান করা হয়েছে, এই সম্মেলনে প্রতিদিন প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ দর্শক হিসাবে অংশগ্রহণ করবেন। বক্তৃতা করবেন ৩ হাজারের অধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। সম্প্রতি ভারতের এআই বিপ্লবকে সাদরে স্বাগত জানিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও। একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি বলেছিলেন, ''কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রতি মুহূর্তে আমাদের অর্থনীতি এবং সমাজনীতিতে প্রভাব তৈরি করছে। সেই কথা মাথায় রেখেই কেন্দ্রীয় সরকার ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিটের মতো কর্মসূচি শুরু করেছে। আমার বিশ্বাস এই কর্মসূচির মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে চলা এআই-বিপ্লবে ভারতও সামিল হয়ে যাবে।''

আর মাত্র ৩ দিন! প্রবল গরমে পুড়তে পারে বাংলা

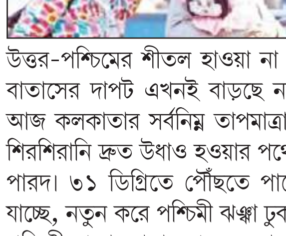

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ পারদের নামা-ওঠা চলছেই। সামান্য কমল রাতের তাপমাত্রা। আবহাওয়া অফিস বলছে, দিনের বেলায় শীতের অনুভূতি মিলবে না। আগামী সপ্তাহেই আর ২ থেকে ৩ ডিগ্রি বাড়বে তাপমাত্রা। উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়া না থাকলে ও শুষ্ক হাওয়া থাকবে। দক্ষিণা বাতাসের দাপট এখনই বাড়ছে না। আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলছে, আজ কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে রাতের শিরশিরানি দ্রুত উধাও হওয়ার পথে। ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে অনেকটাই চাবে পারদ। ৩১ ডিগ্রিতে পৌঁছতে পারে কলকাতার দিনের তাপমাত্রা। জানা যাচ্ছে, নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে। মঙ্গলবার দুটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসার প্রবল সম্ভাবনা থাকছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। শীতের আমেজ ধীরে ধীরে কমবে। দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকছে। রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় এক থেকে দুই ডিগ্রির মতো নিচে রয়েছে বিভিন্ন জেলাতে। তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কিছুটা বাড়বে। পরবর্তী সপ্তাহে দু- তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের। দক্ষিণবঙ্গে পশ্চিমের জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪ থেকে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় তাপমাত্রা ১৬ থেকে ১৯ ডিগ্রি। উত্তরবঙ্গে সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি মানের কুয়াশার সম্ভাবনা। আগামী তিন চার দিন হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই। দার্জিলিং জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর এবং কোচবিহার জেলাতে কুয়াশার সম্ভাবনা একটু বেশি থাকবে আগামী দু-তিন দিন। উইকেন্ডে সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দুটোই বাড়তে পারে। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় ৫ থেকে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকে কালিম্পং সহ সমতলের জেলাতে ১১ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিযাসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে। মালদা সহ নিচের দিকের জেলাতে ১৪ থেকে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এই উইকেন্ডে। আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬.২ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.২ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩৭ থেকে ৮২ শতাংশ।

'আমার এ দেহখানি', ১০ মাসের আলিনের অঙ্গদানে নবজীবন লাভ ৫ শিশুর, শেষবিদায়ে হাজারো চোখের জল

সংবাদ সংস্থা, তিরুবনন্তপুরম, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ জীবনের কাছে মৃত্যু চিরকালই হেরে যায়। কিন্তু, এমনও মৃত্যু থাকে, যার দিকে চোখে চোখ রাখতে লজ্জা পায় জীবনও। সেই মৃত্যুর একটি স্পন্দন থাকে। যা শুধু সেই দেহের ভিতরে থেমে গিয়ে যাওয়ার আগে স্পন্দিত করে দেয় আরও বেশ কয়েকটি জীবনকে। একইসঙ্গে সেই স্পন্দনে জেগে ওঠে এক নতুনের জীবনরেখা। উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্তের মহতী উদ্ভাস। ঠিক সেরকই একটি মৃত্যুর মুখোমুখি হল কেরল রাজ্য একা নয়, গোটা দেশ, বলা ভাল তামাম দুনিয়া। কেরলে রবিবার হৃদয়বিদারক এক বিদায় জানানো হল ১০ মাসের শিশু আলিন শেরিন আব্রাহামকে। কেরলের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ অঙ্গদাতা। তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয় পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়। মৃত্যুর কয়েক দিনের মধ্যেই তার অঙ্গদানে নতুন জীবন পেয়েছে পাঁচজন গুরুতর অসুস্থ শিশু। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন এই সিদ্ধান্তকে অভিহিত করেন মানবিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে। অভিনেতা কমল হাসান পরিবারকে লেখা এক আবেগঘন বার্তায় বলেছেন, আলিন এখন পাঁচটি জীবনের মধ্যে বেঁচে থাকবে। পাঠানামথিট্টার একটি গির্জার সামনে পুলিশের তরফে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীণা জর্জ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুরেশ গোপী। কান্না চাপতে না পেরে চোখ ভেজান শত শত শোকাহত মানুষ। সরকার এই সম্মান জানিয়েছে শিশুটির প্রতি শ্রদ্ধা এবং তার বাবা-মায়ের সাহসী সিদ্ধান্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে। আলিন এই মাসের শুরুতে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, অকল্পনীয় যন্ত্রণার মধ্যেও

বাবা-মা অরুণ আব্রাহাম ও শেরিন অ্যান জন সন্তানের অঙ্গদান করার সিদ্ধান্ত নেন। এর মধ্য দিয়ে আলিন পাঁচটি জীবনকে নতুন আশার আলো উপহার দিয়েছে। ফেব্রুয়ারি ৫ তারিখে মা ও দাদা-দিদার সঙ্গে গাড়িতে যাচ্ছিল আলিন। উল্টো দিক থেকে আসা একটি গাড়ি জোরে ধাক্কা মারে। গুরুতর আহত হয় শিশুটি, আশঙ্কাজনক অবস্থায় কোচি নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। ১২ ফেব্রুয়ারি চিকিৎসকরা তার ব্রেন ডেথ ঘোষণা করেন। শোকের মাঝেই শুরু হয় এক মানবিক প্রয়াস। অঙ্গ পরিবহনের জন্য তৈরি করা হয় বিশেষ গ্রিন করিডর। রাতের বেলা হেলিকপ্টার চলাচলের অনুমতি না থাকায় অ্যাম্বুলেন্সে করে কোচি থেকে তিরুবনন্তপুরম পর্যন্ত প্রায় ২৩০ কিলোমিটার পথ মাত্র ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিটে অতিক্রম করা হয়। পথে কড়া ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও হাতে হাতে সিগনাল দিয়ে চলাচল স্বাভাবিক রাখা হয়। আলিনের যকৃত, দুটি কিডনি ও হৃদযন্ত্রের ভালভ দান করা হয়। যকৃত প্রতিস্থাপন করা হয় এক ছয় মাসের শিশুর শরীরে, কিডনি দেওয়া হয় ১০ বছরের এক শিশুকে। সরকারি মেডিক্যাল কলেজে এই অস্ত্রোপচার হলেও হৃদযন্ত্রের ভালভ ও কর্নিয়া পাঠানো হয় আলাদা হাসপাতালে। ঘটনাটি কেবল কেরল নয়, গোটা দেশে আবেগের সাড়া ফেলে। রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আর্লেকর বলেন, তিনি বাবা-মায়ের সিদ্ধান্তে গভীরভাবে মর্মাহত ও অনুপ্রাণিত। এই আত্মত্যাগের মাধ্যমে তাঁরা অন্যদের জীবনে আশার আলো জ্বালিয়েছেন। অভিনেতা মোহনলাল আলিনকে এক ছোট দেবদূত বলে আখ্যা দেন, যে অন্য শিশুদের জীবনে পুনর্জন্মের আশা এনে দিয়েছে। সুরেশ গোপী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশে তিনি জাতির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন। শিশুটির দেহ কবরস্থ হলেও, তার স্পন্দন, দৃষ্টি এখন অন্যদের মধ্যে বহমান থাকবে।

কঠোর অবস্থান নির্বাচন কমিশনের, পশ্চিমবঙ্গের ৭ আধিকারিক সাসপেন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কর্তব্যে গাফিলতি বরদাস্ত নয়, ফের তা বুঝিয়ে দিয়ে কঠোর অবস্থান নিল নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের আরও ৭ আধিকারিককে সাসপেন্ডের নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের। ৭ জনই এসআইআর-এর কাজে এইআরও। গত রবিবার রাজ্যের আরও সাত আধিকারিককে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।রাজ্যের মুখ্য সচিবকে এই ৭ আধিকারিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গুরুতর অসদাচরণ, কর্তব্যে অবহেলা ও এসআইআর-এর সঙ্গে সম্পর্কিত বিধিবদ্ধ ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বরখাস্ত আধিকারিকরা হলেন ঃ (১)এইআরও, ডঃ সেফাউর রহমান, কৃষি বিভাগের সহকারী পরিচালক, ৫৬-সমশেরগঞ্জ বিধানসভা নির্বাচনী এলাকা, মুর্শিদাবাদ(ii) নীতিশ দাস, রাজস্ব আধিকারিক, ফারাক্কা এবং ৫৫-ফারাক্কা বিধানসভা নির্বাচনী এলাকার এইআরও(৩) এইআরও, ডালিয়া রায় চৌধুরী, মহিলা উন্নয়ন আধিকারিক, ময়নাগুড়ি উন্নয়ন ব্লক এবং এইআরও, ১৬-ময়নাগুড়ি বিধানসভা নির্বাচনী এলাকা। এস কে মুর্শিদ আলম, এডিএ, সুতি ব্লক এবং এইআরও ৫৭-সুতি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য। সত্যজি দাস, জয়েন্ট বিডিও এবং জয়দ্বীপ কুন্ডু, এফইও, উভয়ই ১৩৯-ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের এইআরও। দেবাশিস বিশ্বাস, জয়েন্ট বিডিও এবং এইআরও ২২৯-ডেব্রা বিধানসভা কেন্দ্র।

দিল্লি পুলিশের প্রতিষ্ঠা দিবসে এক্সবার্তা অমিত শাহর

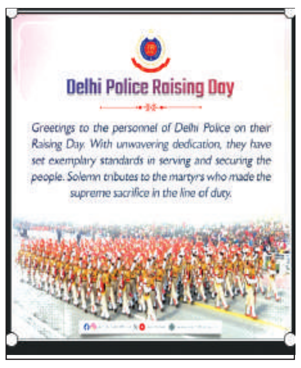

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কর্তব্য পালনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারকারী শহীদদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। সোমবার এক্সবার্তায় এ কথা লিখলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।তিনি লিখেছেন, দিল্লি পুলিশের প্রতিষ্ঠা দিবসে তাঁদের সকলকে শুভেচ্ছা। অটল নিষ্ঠার সাথে, তাঁরা জনগণের সেবা এবং সুরক্ষার ক্ষেত্রে অনুকরণীয় মান স্থাপন করেছেন। সোমবার দিল্লি পুলিশ তাদের ৭৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করে। সেখানে অমিত শাহ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন তিনি।

নির্বাচন কমিশনের বার্ষিক ক্রীড়া সপ্তাহ

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নির্বাচন কমিশন মানে কেবলই কি ভোট? একেবারেই নয়! নির্বাচন কমিশন মানে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) থেকে খেলাধুলা, আমজনতার মনে গণতন্ত্রের সচেতনতার প্রসার- সবকিছুই! সোমবার সপ্তাহের শুরু হল ‘ গণতন্ত্রের জন্য দৌড়’ থিমের উপর ভিত্তি করে ১০০ মিটার মহিলাদের দৌড় দিয়ে।নয়াদিল্লির কমনওয়েলথ গেমস কমপ্লেক্সে ভারতের নির্বাচন কমিশনের বার্ষিক ক্রীড়া সপ্তাহ ২০২৬ শুরু হচ্ছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। ৩৮৩ জন অংশগ্রহণকারী। ৭টি রকমের খেলা। ৪৩টি বিভাগ। মূল সুর ‘ মাঠে সম্প্রীতি, গণতন্ত্রে শক্তি’।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

‘ইএলএফ’জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত, ‘ চা-সিঙারার খরচ’ নয় কংগ্রেস নেতা গৌরবকে জবাব মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ডিব্রুগড় জেলার অন্তর্গত মরান বাইপাসে নবনির্মিত ‘ ইমাজেন্সি ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি’ (ইএলএফ)-কে ‘চা সিঙারার খরচ’ বলে সমালোচনা করেছিলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি তথা সাংসদ গৌরব গগৈ। গৌরবের সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেছেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রকল্প ‘ ইমাজেন্সি ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি’ (ইএলএফ) সহ রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি ‘ চা সিঙারার খরচ’ নিয়ে বিতর্কের বিষয় নয়, এগুলি জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। দিশপুরে অসম সচিবালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে নানা বিষয়ের তথ্য প্রদানকালে এক জিজ্ঞাসার জবাবে কথাগুলি বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা। তিনি বলেন, গতকাল খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মরানে কার্যকরী এয়ারস্ট্রিপে রূপান্তরিত সাধারণ জাতীয় সড়কে নির্মিত ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি-তে যুদ্ধবিমান এবং সামরিক হেলিকপ্টার সফলভাবে অবতরণ ও উড্ডয়ন প্রদর্শনী অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী দেখেছেন, আপকালীন পরিস্থিতিতে কীভাবে অসামরিক পরিকাঠামোকেও দ্রুত সামরিক ঘাঁটিতে রূপান্তর করা সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী দেখেছেন, ভারতীয় বায়ুসেনার দ্রুত মোতায়েন ক্ষমতা, লজিস্টিক প্রস্তুতি এবং সামরিক-অসামরিক সমন্বয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শন। বায়ুসেনার সি-১৩০ হারকিউলিস বিমানে চড়ে সরাসরি মরান বাইপাসে নবনির্মিত হাইওয়ে এয়ারস্ট্রিপ অ্যাডভান্সড ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডে পৌঁছেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেনযে, উত্তরপূর্ব ভারতে এই প্রথম এমন একটি ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি তৈরি হয়েছে, যা ভারতীয় বায়ুসেনার সঙ্গে সমন্বয় করে নির্মিত। এটি সামরিক ও অসামরিক উভয় ধরনের বিমানের জরুরি অবতরণ ও উড্ডয়নের জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে।দ্বৈত-ব্যবহারযোগ্য পরিকাঠামো হিসেবে পরিকল্পিত এই ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটিতে সর্বোচ্চ ৪০ টন ওজনের যুদ্ধবিমান এবং ৭৪ টন সর্বোচ্চ টেক-অফ ওজনের পরিবহণ বিমান পরিচালনা করা যাবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এটি অঞ্চলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সম্পদ হিসেবে কাজ করবে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পকে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ব্যয়ের সঙ্গে তুলনা করা প্রশাসন ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত অগ্রাধিকারের বিষয়ে অজ্ঞতার পরিচয় দেয়। কংগ্রেস সাংসদ গগৈ প্রশ্ন তুলেছিলেন, ডিব্রুগড় থেকে দিল্লির বিমানভাড়া ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা হলে কতজন গরিব মানুষ তা বহন করতে পারবেন এবং বিমানবন্দরে এক কাপ চায়ের দাম ১৫০-২০০ টাকা হলে তা সাধারণ মানুষের কী উপকারে আসে?এর জবাবে হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, ‘ চালাতে হলে এবং রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে গভীরতা দরকার। যদি কোনও শত্রু দেশ আমাদের আক্রমণ করে, আমরা কীভাবে নিজেদের রক্ষা করব? উত্তর-পূর্বাঞ্চল চারদিক থেকে বাংলাদেশ, মায়ানমার এবং চীন দ্বারা পরিবেষ্টিত। আমাদের বিশেষ ধরনের নিরাপত্তা-ঝুঁকি রয়েছে।’তিনি জোর দিয়ে বলেন, মরানের ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি এবং অন্যান্য কৌশলগত পরিকাঠামো প্রকল্প প্রতিরক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলি অনেক আগেই বাস্তবায়িত হওয়া উচিত ছিল।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মরানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রথম ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং স্ট্রিপ উদ্বোধনের একদিন পর মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রকে রাজ্যে আরও অতিরিক্ত ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি স্থাপনের অনুরোধ জানিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, মরানের ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি অসম ও সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য অত্যন্ত কৌশলগত গুরুত্ব বহন করে। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি এবং বায়ুসেনা প্রধানের উপস্থিতি এক শক্ত বার্তা দিয়েছে যে এই ফ্রন্টে ভারত প্রস্তুত।মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা আরও জানান, অরুণাচল প্রদেশ চীনের সীমান্তঘেঁষা। পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে অসমকে একটি ‘ স্টেট’ হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। ‘ পরিস্থিতিতে অসমকে বিকল্প ঘাঁটি হিসেবে প্রস্তুত করা হচ্ছে’, বলেন তিনি।ড. শর্মা বলেন, কেবল প্রতিরক্ষা নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রেও ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, ‘ কেন্দ্রকে আরও ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি চেয়ে চিঠি দিয়েছি। বন্যার মতো দুর্যোগের সময় সি-১৩০ পরিবহণ বিমানে ত্রাণসামগ্রী এনে এই স্ট্রিপে নামানো যাবে।’ ইতিমধ্যে রাজ্যে আরও একটি ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি চালু হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও চার থেকে পাঁচটি স্থাপনার পরিকল্পনা রয়েছে, জানান মুখ্যমন্ত্রী।অসমে প্রস্তাবিত টুইন-টিউব আন্ডারওয়াটার টানেল ভারতের প্রথম রেল-কাম-রোড টানেল সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, দুদিন আগে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটি গহপুর থেকে নুমলিগড় পর্যন্ত ৩৪ কিলোমিটার দীর্ঘ টুইন-টিউব বিশিষ্ট রোড-কাম-রেলওয়ে আন্ডারওয়াটার টানেল নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে, যার মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১৮,৬৬২ কোটি টাকা। এই প্রকল্প ব্রহ্মপুত্রের ওপর সংযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি কৌশলগত গতিশীলতা জোরদার করবে।এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা শিলিগুড়ি করিডর বা ‘ নেক’-এর তলা দিয়ে দ্বৈত-লাইন রেল নেটওয়ার্ক নির্মাণের পরিকল্পনার কথাও আজ জানিয়েছেন। বলেন, ‘ ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি, টুইন-টিউব আন্ডারওয়াটার টানেল এবং আন্ডারগ্রাউন্ড রেল নেটওয়ার্ক অসমকে কৌশলগত দিক থেকে শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যাবে। আমরা অসমের মাটি থেকেই শত্রুকে পরাজিত করব।’ড. শর্মা আরও জানান, রাজ্য সরকার আগামী মাসে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রকের সঙ্গে মাজুলি, ডিফু, উমরাংসো এবং মানসে প্রস্তাবিত চারটি নতুন বিমানবন্দরের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চালানোর জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করবে। এর মাধ্যমে কৌশলগত পরিকাঠামোর পাশাপাশি রাজ্যের অসামরিক বিমান পরিষেবাও সম্প্রসারিত হবে।

প্রথম দিনেই সুপারহিট ‘ যুবসাথী প্রকল্প, জমা পড়ল আবেদনের পাহাড়

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়া ঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে শুরু হওয়া ‘ যুবসাথী প্রকল্প রাজনৈতিক মহলে মুখ্যমন্ত্রীর মাস্টারস্ট্রোক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। রাজ্যের যুবসমাজের মধ্যে এই প্রকল্পকে ঘিরে ব্যাপক উসাহ দেখা যাচ্ছে, যার প্রমাণ মিলল এর সূচনার প্রথম দিনেই।রবিবার থেকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ‘ স্বনির্ভর বাংলা’ শিবিরের মাধ্যমে যুবসাথী প্রকল্পে নাম নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে এই প্রক্রিয়া। যুবসাথী ছাড়াও এই শিবিরগুলি থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ভূমিহীন খেতমজুরদের আর্থিক সহায়তা এবং কৃষি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিল মকুবের মতো প্রকল্পগুলির জন্য আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে প্রথম দিনে সর্বাধিক আবেদন জমা পড়েছে যুবসাথী প্রকল্পের জন্যই। রবিবার সন্ধ্যায় নবান্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, শিবিরের প্রথম দিনে চারটি প্রকল্প মিলিয়ে মোট ৬ লক্ষের বেশি আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে ৯০ শতাংশের বেশি আবেদনই ছিল যুবসাথী প্রকল্পের। অর্থাৎ, প্রথম দিনেই এই প্রকল্পে প্রায় ৫ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে।যুবসাথী প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই স্পষ্ট করেছেন যে, আগামী এপ্রিল মাস থেকে সরাসরি উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এই অর্থ জমা হতে শুরু করবে। প্রথম দিনের এই বিপুল সাড়া বুঝিয়ে দিয়েছে যে যুবসাথী প্রকল্প রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের কাছে কতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আগামী দিনগুলিতে আবেদনের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

দূষণের ধোঁয়াশা কাটল রাজধানীতে, ২০০-র নীচে নেমে স্বস্তির নিঃশ্বাস দিল্লিবাসীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৬ ফেব্রুয়ারিঃবহুদিনের উদ্বেগ, অস্বস্তি আর সতর্কবার্তার পর অবশেষে কিছুটা স্বস্তির খবর দিল রাজধানী দিল্লির আকাশ। ধোঁয়াশার চাদর সরে গিয়ে অনেকটাই পরিস্কার হয়েছে পরিবেশ। সোমবার সকালে রাজধানীর বাতাসের গুণগতমানের সূচক বা একিউআই ২০০-র নীচে নেমে এসেছে, যা সাম্প্রতিক সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। দীর্ঘ শীতকাল জু।ে যে দূষণ পরিস্থিতি নাগরিকদের নাজেহাল করে তুলেছিল, তার মধ্যেই এই পরিবর্তন যেন খানিকটা স্বস্তির পরশ এনে দিল।এদিন সকালে দিল্লির ইন্ডিয়া গেট ও কর্তব্যপথ এলাকায় একিউআই রেকর্ড করা হয়েছে ১৫৬। এই সূচক ‘ বা মাঝারি স্তরের দূষণের মধ্যে পড়ে, যা আগের কয়েক সপ্তাহের তুলনায় যথেষ্ট উন্নত। একইভাবে, রাজধানীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র এইমস সংলগ্ন এলাকায় একিউআই ছিল ১৪৮। এই পরিসংখ্যানই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে বাতাসে ভাসমান ক্ষতিকর কণার ঘনত্ব কমেছে এবং ধীরে ধীরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দিকে এগোচ্ছে।গত কয়েক মাস ধরে দিল্লির আকাশ যেন ধোঁয়াশার আবরণে ঢাকা ছিল। শীতের শুরু থেকেই পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে খড় পোড়ানো, যানবাহনের নির্গমন, নির্মাণকাজের ধুলো এবং আবহাওয়ার স্থিতিশীল স্তরবিন্যাস-সব মিলিয়ে দূষণের মাত্রা ভয়াবহ আকার নেয়। একাধিক দিন একিউআই ৩০০ থেকে ৪০০-র গণ্ডিও অতিক্রম করে ‘ বা মারাত্মক স্তরে পৌঁছেছিল। স্কুল বন্ধ, নির্মাণকাজে নিয়ন্ত্রণ, গাড়ি চলাচলে বিধিনিষেধ-এমন নানা পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল প্রশাসনকে। সেই প্রেক্ষাপটে সোমবার সকালের এই উন্নতি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। সকালে দিল্লির আকাশ ছিল তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার। সূর্যের আলো স্পষ্টভাবে মাটিতে পৌঁছেছে, দূরের স্থাপত্যও পরিষ্কার চোখে প।ছেে। কয়েক সপ্তাহ আগেও যেখানে কয়েকশো মিটার দূরের দৃশ্য আবছা হয়ে যেত, সেখানে এখন দৃশ্যমানতা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবেশবিদদের মতে, হালকা বাতাস বইতে শুরু করা এবং তাপমাত্রার সামান্য বৃদ্ধি-এই দুই কারণ দূষণ কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। শীতের তীব্রতা কমে আসায় বাতাসের স্তরবিন্যাসে পরিবর্তন ঘটেছে, ফলে দূষিত কণাগুলি আর মাটির কাছাকাছি আটকে থাকছে না।শীতের প্রকোপ কমায় নাগরিক জীবনেও এসেছে স্বস্তি। সকালে কুয়াশার দাপট কম থাকায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। বিমান ও রেল পরিষেবাতেও আর আগের মতো বিঘ্ন ঘটছে না। দীর্ঘদিন ধরে ঠান্ডা ও দূষণের যুগপ চাপে শ্বাসকষ্ট, অ্যালার্জি ও চোখ জ্বালার মতো সমস্যায় ভুগছিলেন বহু মানুষ। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ছিল উদ্বেগজনক। হাসপাতালগুলিতে শ্বাসকষ্টজনিত রোগীর সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। এখন একিউআই কমায় চিকিৎসকরা মনে করছেন, অন্তত সাময়িকভাবে হলেও শ্বাসযন্ত্রের উপর চাপ কিছুটা লাঘব হবে।দিল্লির পরিবেশ পরিস্থিতি বরাবরই আলোচনার কেন্দ্রে। প্রতি বছর শীতের মরশুমে দূষণের মাত্রা চরমে ওঠে। পার্শ্ববর্তী হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে কৃষিজমিতে খড় পোড়ানো তার অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত। পাশাপাশি শিল্পাঞ্চল ও নির্মাণস্থলের ধুলোবালি এবং বিপুল সংখ্যক যানবাহনের ধোঁয়াও পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও, আবহাওয়াজনিত কারণ বড় ভূমিকা নেয়। যখন বাতাসের গতি কম থাকে এবং তাপমাত্রা নিম্নমুখী হয়, তখন দূষিত কণাগুলি সহজে ছড়িয়ে যেতে পারে না। ফলে দূষণের স্তর হঠাৎ করেই বৃদ্ধি পায়।এবার শীতের শেষ লগ্নে এসে সেই পরিস্থিতির খানিকটা বদল দেখা যাচ্ছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে পারে এবং হালকা বাতাসও বইতে পারে। যদি এই প্রবণতা বজায় থাকে, তবে একিউআই আরও উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তাঁরা সতর্কও করছেন-দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কেবল আবহাওয়ার উপর নির্ভর করা যথেষ্ট নয়। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও কঠোর প্রয়োগ ছাড়া স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।নাগরিকদের একাংশ বলছেন, সোমবার সকালের পরিষ্কার আকাশ যেন মানসিকভাবেও এক ধরনের প্রশান্তি এনে দিয়েছে। সকালের হাঁটা বা ব্যায়ামে বেরিয়ে অনেকেই অনুভব করেছেন, বাতাসে সেই তীব্র জ্বালাভাব আর নেই। শিশুদের স্কুলে যাওয়া নিয়েও অভিভাবকদের উদ্বেগ কিছুটা কমেছে। তবে অনেকেই মনে করিয়ে দিচ্ছেন, একদিনের উন্নতি মানেই সমস্যার সমাধান নয়। দূষণ নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত নজরদারি এবং পরিবেশবান্ধব নীতি গ্রহণই হতে পারে দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের পথ।রাজধানীর বিভিন্ন মনিটরিং স্টেশনে এদিন যে পরিসংখ্যান ধরা পড়েছে, তা আপাতত আশার আলো দেখালেও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ‘বায়ুদূষণ স্তরের দূষণও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। সংবেদনশীল ব্যক্তিদের জন্য এই স্তরেও স্বাস্থ্যঝুঁকি থাকতে পারে। তাই মাস্ক ব্যবহার, অপ্রয়োজনীয় বাইরে যাওয়া এড়ানো এবং যানবাহনের ব্যবহার কমানো-এই সতর্কতাগুলি এখনও প্রাসঙ্গিক।তবে সব মিলিয়ে বলা যায়, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি এসে দিল্লির আকাশে যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, তা দীর্ঘদিনের দমবন্ধ পরিস্থিতির মধ্যে এক টুকরো স্বস্তির হাওয়া। ধোঁয়াশা কেটে গিয়ে পরিস্কার আকাশের দেখা মিলেছে, শীতের তীব্রতাও কমেছে, আর একিউআই নেমেছে ২০০-র নীচে। রাজধানীর মানুষ আপাতত সেই স্বস্তিকেই সাদরে গ্রহণ করেছেন, আশায় আছেন-এই উন্নতি যেন সাময়িক না হয়ে স্থায়ী হয়।

পিএমএওয়াই-জি, বাংলার বাড়ি প্রকল্পের নথি এসআইআর-এ গ্রহণযোগ্য নয়, জানাল নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ পিএমএওয়াই-জি, বাংলার বাড়ি প্রকল্পের নথি এসআইআর-এ গ্রহণযোগ্য নয়, জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। এসআইআর নির্দেশিকায় সরকার কর্তৃক যে কোনও জমি ও বাড়ি বরাদ্দের শংসাপত্রকে নথি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু, পিএমএওয়াই-জি, আইএওয়াই, বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) ইত্যাদি প্রকল্পের অধীনে জারি করা আর্থিক সহায়তা অনুমোদন পত্রগুলি এসআইআর নির্দেশিকা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নথি নয়। এ বার সেই বিষয়টি উল্লেখ করে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালকে চিঠি দিল নির্বাচন কমিশন। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, ইন্দিরা আবাস যোজনা, বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আর্থিক সাহায্য সংক্রান্ত নথির এসআইআরে মান্যতা নেই, স্পষ্ট করে দিল নির্বাচন কমিশন। সিইও কার্যালয় এই নিয়ে ব্যাখ্যা চাওয়ায় নিজেদের অবস্থান জানিয়ে দিল দেশের নির্বাচন কমিশন।

মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিচ্ছেন তারেক, বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে আসছেন ভারতের লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা

রাজীব দে,ঢাকা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃমঙ্গলবার বিকেল চারটায় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় এক ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শপথ নিতে যাচ্ছেন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের নবনির্বাচিত সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সদস্যগণ। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর চেয়ারম্যান তারেক রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এদিন শপথ গ্রহণ করবেন।রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার নতুন সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন। নবনিযুক্ত মন্ত্রিপরিষদের সচিব এম সিরাজ মিয়াঁ গোটা অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন।বিএনপি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে সার্কভুক্ত দেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ১,২০০ জন বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত থাকবেন। আমন্ত্রিত বিদেশি অতিথিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা যথাক্রমে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু, ভারতের লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, পাকিস্তানের পরিকল্পনামন্ত্রী আহসান ইকবাল, যুক্তরাজ্যের আন্ডার সেক্রেটারি (ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল) সীমা মালহোত্রা প্রমুখ। এছাড়া নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বালা নন্দ শর্মা এবং শ্রীলঙ্কার স্বাস্থ্যমন্ত্রী নলিন্দা জয়তিসার উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সার্কভুক্ত সকল দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদেরও এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।দীর্ঘদিনের প্রথা ভেঙে এবার বঙ্গভবনের পরিবর্তে জনগণের ক্ষমতার প্রতীক জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় বর্ণাঢ্য এই আয়োজনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে সংসদ সচিবালয়। এদিন নির্বাচিত সাংসদগণ কেবল সংসদীয় শপথই নয়, ’সংবিধান সংস্কার পরিষদ’-এর সদস্য হিসেবেও পৃথকভাবে শপথ গ্রহণ করবেন।নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিরাজ করছে।

বিশ্ব ভারতে আসছে, এআই-ইন্ডিয়া ইমপ্যাক্ট সামিটে আগতদের স্বাগত প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই) নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হচ্ছে নতুন দিল্লিতে। সোমবার থেকে পাঁচ দিনের এই সম্মেলন চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। যোগ দেবেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং উদ্যোগপতিরা। এই সম্মেলনের পোশাকি নাম ‘ এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬’। এই সম্মেলনে যোগ দেবেন গুগলের সুন্দর পিচাই, ওপেনএআই-এর স্যাম অল্টম্যান-সহ কমবেশি ৪০টি সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা। যোগ দেবেন ২০টি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা শীর্ষস্থানীয় নেতারা। আগামী বৃহস্পতিবার এই সম্মেলনে বক্তৃতা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।এই সম্মেলনে আগতদের সোমবার স্বাগত জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, বিশ্বকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে.আলোচনার জন্য একত্রিত করা! আজ থেকে, দিল্লির ভারত মণ্ডপমে আই-ইন্ডিয়া ইমপ্যাক্ট সামিটের আয়োজন করছে ভারত। এই শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্ব নেতা, শিল্পপতি, উদ্ভাবক, নীতিনির্ধারক, গবেষক এবং বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তিপ্রেমীদের আমি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। শীর্ষ সম্মেলনের প্রতিপাদ্য হলো সর্বজন হিতায়, সর্বজন সুখায় অর্থাৎ সকলের জন্য কল্যাণ, সকলের জন্য সুখ, যা মানব-কেন্দ্রিক অগ্রগতির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগানোর আমাদের যৌথ প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

বাপি লাহিড়ির প্রয়াণ দিবসে মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন

অরূপ নস্কর,কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ ডিস্কো কিং হিসেবে পরিচিতি বাপি লাহিড়ির প্রয়াণ দিবসে তাঁকে এদিন স্মরণ করেছেন তাঁর গুণমুগ্ধরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে গত রবিবার এক বার্তায় লিখেছেন যে, - ভারতীয় সংগীত জগতের অন্যতম নক্ষত্র বাপি লাহিড়ির প্রয়াণ দিবসে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। তাঁকে ‘ বঙ্গবিভূষণ’সম্মানে ভূষিত করতে পেরে আমরা গর্বিত।

দেশীয় বাজারে সামান্য কমেছে সোনার দর

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা) ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দেশীয় বাজারে সোমবার সামান্য কমেছে সোনার দর। সোনার পাশাপাশি রুপোর দামে উল্লেখযোগ্য প্রতি কেজি ৭,০০০ টাকা পর্যন্ত কমেছে।সোমবার দেশীয় সোনার বাজারে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রাম ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭৪০ টাকা থেকে ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৮৯০ টাকায.লেনদেন হচ্ছে। একইভাবে, ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রাম ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫৯০ টাকা থেকে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।একই সঙ্গে রুপোর দামে কেজি প্রতি প্রায় ৭,০০০ টাকার কমে গিয়েছে। সোমবার দিল্লির বাজারে রুপোর দাম প্রতি প্রায় ২ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে।এদিকে, সোমবার দিল্লিতে প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৮৯০ টাকা ও ২২ ক্যারেট সোনার প্রতি ১০ গ্রাম দাম ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭৪০ টাকা। মুম্বইতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭৪০ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫৯০ টাকা। আহমেদাবাদে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭৯০ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৪ হাজার, ৬৪০ টাকা। চেন্নাইতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭৪০ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫৯০

রাজ্য জুড়ে জনসংযোগ, নতুন উদ্যমে এগোনোর চেষ্টা বিজেপি-র

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ শক্তি কেন্দ্র স্ট্রিট কর্নার মিটিংয়ের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ আরও মজবুত হয়েছে।এক বিবৃতিতে দলের তরফে জানানো হয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগে রাজ্যের প্রতিটি শক্তি কেন্দ্র এলাকায় ধারাবাহিকভাবে স্ট্রিট কর্নার মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার মাধ্যমে এই কর্মসূচির মাধ্যমে বিজেপির উন্নয়নের ভাবনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।দলের শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে এই কর্মসূচি পরিকল্পিত হয় এবং প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা-র নেতৃত্বে ও রাজ্য সহ-সভাপতি অমিতাভ রায়ের সহ-সমন্বয়ে গোটা রাজ্যে একটি সুসংগঠিত দল তৈরি করা হয়। রাজ্যের প্রতিটি জেলা ও বিভাগে দায়িত্ব ভাগ করে দিয়ে বুথ স্তর পর্যন্ত সংগঠনকে সক্রিয় করা হয়েছে।এই উদ্যোগের ফলে বহু নতুন কর্মী ও যুব নেতৃত্ব সামনে এসেছে। স্থানীয় স্তরে নতুন বক্তা তৈরি হয়েছে, যারা মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে বিজেপির বার্তা তুলে ধরছেন। আগে যারা সক্রিয় ছিলেন না, তারাও এই কর্মসূচির মাধ্যমে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত মোট ১০,০০০ স্ট্রিট কর্নার মিটিংয়ের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে ইতিমধ্যেই ৮,৩১৫টি মিটিং সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যা দলের সংগঠন শক্তির একটি বড় প্রমাণ। আরও কিছু মিটিং প্রযুক্তিগত কারণে নথিভুক্ত না হলেও বাস্তবে তার সংখ্যা আরও বেশি।জনবহুল এলাকা যেমন রেল স্টেশন, মেট্রো, বাজার ও বাসস্ট্যান্ডে এই কর্মসূচি বিশেষভাবে আয়োজন করা হয়েছে, যাতে বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। এইভাবে বিজেপির বার্তা এখন রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে।ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ বিশ্বাস করে, এই ধারাবাহিক জনসংযোগ ও সংগঠন গড়ে তোলার কাজ আগামী দিনে বাংলার পরিবর্তনের ভিত্তি তৈরি করবে।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি নতুন সম্ভাবনা এবং সুযোগে পূর্ণ হবে। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, যা আপনাকে সমস্যার মুখোমুখি হয়ে আপনার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম করবে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটালে সম্পর্ক দৃঢ় হবে।
বৃষঃদুর্দশায় থাকা কারোকে সাহায্য করতে আপনার শক্তি ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন এই অবিনশ্বর শরীরের থেকেই বা কি লাভ যদি এটা অন্যদের উপকারে লাগানোই না যায়। যে সমস্ত লোকেরা ঋণ নিয়েছিল তারা আজ এই অর্থ ফেরত দিতে সমস্যায় পড়তে পারে।।
মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ হবে। ব্যক্তিগত এবং পেশাগত উভয়.স্তরেই নতুন সম্ভাবনা অন্বেষণ করার জন্য এই সময়টি অনুকূল। নতুন ধারণা এবং পরিকল্পনার জন্য প্রস্তুত থাকুন, কারণ এই দিন আপনার মানসিক ক্ষমতা শীর্ষে থাকবে।
কর্কট রাশি ঃ শারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করুন।
সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি শক্তি এবং উৎসাহে পূর্ণ হবে। আপনি আপনার কর্মক্ষেত্রে সামনে আসার জন্য সঠিক সময় অনুভব করবেন। আপনার পরামর্শ শেয়ার করার জন্য প্রস্তুত থাকুন, কারণ আপনার চারপাশের লোকেরা আপনার কথার প্রতি মনোযোগ দেবে এবং আপনাকে সমর্থন করবে। আপনার বন্ধুত্ব এবং সামাজিক জীবনে ইতিবাচকতা সন্ধান করুন।
কন্যা ঃ আজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থায়নে আপনাকে সহায়তা করতে পারে বলেই আজ আপনাকে নিজের অর্থ ব্যয় করতে হবে না। বিবাহের যোগ হতে পারে
তুলাঃ রাশির জাতক জাতিকাদের এই দিনটি সম্প্রীতি এবং ভারসাম্যের দিকে নিয়ে যাবে। আপনি আপনার উদ্যোগকে আরও ভাল ভাবে বুঝতে পারবেন, যা আপনার লক্ষ্য সম্পর্কে আপনার চিন্তাভাবনাকে ইতিবাচকতা দেবে। সংসারে শান্তি।
বৃশ্চিকঃমেজাজের গোলমাল একটি বিতর্ক এবং বোঝাপড়ার দিকে এগোতে পারে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন। পরিবারের সদস্যদের সাথে কিছু হালকা মূহূর্ত কাটান। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন।
ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি অনেক ইতিবাচক পরিবর্তনের দিন। আপনার চিন্তাভাবনা এই দিন ইতিবাচক হবে, যা আপনাকে আপনার কাজে নতুন শক্তি এবং উসাহ অনুভব করাবে। আপনার প্রিয় লক্ষ্যগুলিতে মনোনিবেশ করার সময় এটি।
মকরঃ কাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে- যা আপনাকে কাজে মনোনিবেশ করতে উপদ্রব করবে। সন্তান হতে পারে আজ।
কুম্ভঃ জাতক জাতিকাদের মানসিক অবস্থা ভাল হবে এবং আপনারা জীবনে নতুন শক্তি বয়ে আনতে পারেন। আপনার সামাজিক সম্পর্ক এই দিন গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। নাভাব উপেক্ষা করা উচিত কারণ এটি শুধু যে আপনার সম্ভাবনা হ্রাস করবে তাই নয়, তার পাশাপাশি শারীরিক সমন্বয়কেও নষ্ট করবে।
মীন ঃহতাশ এবং অবসাদগ্রস্ত হবেন না। আজ আপনার বাড়ির বাইরে যাওয়ার আগে আপনার প্রবীণদের আশীর্বাদ লাভ করুন, এটি আপনার উপকারে আসবে। মেজাজ না সামলাতে পারলে পরিবারের সদস্যদের অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে ফেলতে পারেন। প্রেমে ভোগান্তি হবে এবং এমনকি আপনার মূল্যবান দান উপহারও আজকে কোন জাদু করবে

আবহাওয়া

দিনের বেলায় শীতের অনুভূতি আগেই গায়েব হয়েছে। চলতি সপ্তাহে রাতেও শীতের আমেজ ক্রমশ গায়েব হবে বলে পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। রাজ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে এবার আগমন হচ্ছে বসন্তের। রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বুধবারের মধ্যে আরও ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে।তবে, সোমবারও কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের নীচেই। এদিন মহানগরীর নূন্যতম তাপমাত্রা ছিল ১৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ২.৪ ডিগ্রি কম। এদিনও ভোরের দিকে মৃদু ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে, গ্রাম বাংলায় শীত একটু বেশি ছিল। তবে, বেলা গড়াতেই ঠান্ডা উধাও হয়ে যায়।আপেক্ষিক আর্দ্রতা৮৭ শতকরা এবং ৩৭শতকরা হবে। বৃষ্টিপাত হয়নি

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫০মিনিট এবং ১১মিনিট ৫২টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫০মনিট এবং রাত ১০টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১০মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে ৫টা ৩০মিনিটে

কলকাতা

মহানগরের খবর

ভোটের মুখে লাল শিবিরে 'সদস্যপদ ছাড়লেন প্রতীক উর রহমান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ সামনেই বিধানসভা নির্বাচন, তার আগেই অস্বস্তিতে সিপিএম। সংগঠন গোছানোর সময়ে দলীয় অন্দরে ক্ষোভ, মতবিরোধ এবং বিতর্ক নতুন কিছু নয়, কিন্তু এবার সেই অসন্তোষ প্রকাশ্যে চলে এল এক তরুণ নেতার চিঠিকে ঘিরে। সিপিএমের প্রাথমিক সদস্যপদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে রাজ্য সম্পাদকের উদ্দেশ্যে চিঠি দিয়েছেন দলের পরিচিত তরুণ মুখ প্রতীক উর রহমান। চিঠি প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের অন্দর থেকে জেলা নেতৃত্ব পর্যন্ত প্রশ্ন উঠছে, ভোটের মুখে এই ঘটনায় দলের বার্তা কী?

কিছুদিন ধরেই সিপিএমের জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের একাংশের কাজকর্ম নিয়ে ক্ষোভ দানা বাঁধছিল বলে দলীয় সূত্রের খবর। বিশেষ করে মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে হুমায়য়ুন কবীরের বৈঠক ঘিরে বিতর্কের পর সেই অসন্তোষ আরও প্রকট হয়। কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে ওই বৈঠকের খবর সামনে আসতেই তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি নেতৃত্ব কটাক্ষে সরব হয়। সিপিএমের নীতি-নৈতিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয় বিভিন্ন মহলে। ঠিক এই আবহেই দলের তরুণ নেতা শতরূপ ঘোষ প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছিলেন, ' ঠেকা' কি একা সিপিএম নিয়ে রেখেছে? সেই মন্তব্য ঘিরেও বিতর্কের ঝড় ওঠে। এরপরই সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট করেছিলেন প্রতীক উর রহমান। তিনি লেখেন, নীতি-

নৈতিকতা ছাড়া, আর যাই হোক, কমিউনিস্ট পার্টি হয় না। যদিও পোস্টে কারও নাম উল্লেখ করেননি তিনি, তবুও রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়, এই মন্তব্য কি শতরূপ ঘোষের বক্তব্যেরই পরোক্ষ জবাব? নাকি বৃহত্তর নেতৃত্বের দিকেই ইঙ্গিত? প্রশ্নের উত্তর মেলেনি, কিন্তু ক্ষোভের সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। প্রতীক উর রহমান সিপিএমের লড়াকু মুখ হিসেবেই পরিচিত। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীতে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বাম প্রার্থী হিসেবে লড়াই করেন। জয় না পেলেও তাঁর প্রচার ও লড়াকু মনোভাব নজর কেড়েছিল রাজনৈতিক মহলে। সেই কারণেই আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী করা হতে পারে- এমন জল্পনাও চলছিল। কিন্তু তার আগেই সদস্যপদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত ঘিরে নতুন সমীকরণ তৈরি হল। রাজ্য সম্পাদকের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে প্রতীক উর রহমান জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক সময়ে পার্টির জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের কিছু ভাবনা ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছেন না। মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যেই দিন কাটাতে হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। এই অবস্থায় পার্টির জেলা ও রাজ্য কমিটির প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি নেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন চিঠিতে। যদিও সরাসরি কারও নাম নেননি, তবুও রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে, এটি কি মহম্মদ সেলিমের নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ? চিঠি প্রকাশ্যে আসার পর তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি সিপিএম নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ করে লেখেন, সিপিএমের বায়োলজিকাল ফেরেব্বাজ নেতৃত্বের অংশ ও ফেসবুকের সভ্যতাহীন ফুটেজ বিপ্লবীদের দাপটে সিপিএমেরই প্রথম সারির যুবনেতাদের অবস্থা ও সিদ্ধান্ত এরকম। SFI শীর্ষনেতা, জেলা নেতা, রাজ্য কমিটির কিছু দায়িত্বে থাকা ও গত লোকসভায় ডায়মন্ডহারবারে সিপিএম প্রার্থী প্রতীক উর। সিপিএমকে সর্বস্তরে ০ তে নামানো সম্পাদক ও তাঁর কিছু অযোগ্য বাতেলাবাজের কাঠিবাজিতে এই সিদ্ধান্ত বলে খবর। চিঠির সত্যতা যাচাই করতে পারিনি। ভুল হলে ডিলিট করে দেব।

ডানকুনিতে ঝালমুড়ি বিক্রেতার মৃত্যু ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রাত পর্যন্ত দোকান সামলে পরিচিতদের সঙ্গে গল্প করে বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। চায়ের দোকানে বসে চা খেয়েছেন, নাতিদের জন্য চিপ্সের প্যাকেট কিনেছিলেন। সবকিছুই ছিল স্বাভাবিক দিনের মতো। কিন্তু পরের দিন সকালেই মিলল দু ঃসংবাদ। হুগলির ডানকুনিতে বছর ষাটের ঝালমুড়ি বিক্রেতা শেখ আনোয়ারের আকস্মিক মৃত্যু ঘিরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে। একই সঙ্গে উঠেছে বিতর্কের ঝড়। পরিবার ও প্রতিবেশীদের একাংশের অভিযোগ, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআর প্রক্রিয়ার চাপেই ভেঙে পড়েছিলেন আনোয়ার। ডানকুনি পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আনোয়ার দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ঝালমুড়ির ছোট্ট দোকান চালাতেন। সেই দোকানই ছিল তাঁর সংসারের একমাত্র ভরসা। স্থানীয়দের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত শুনানির জন্য তাঁকে চার বার ডাকা হয়েছিল। প্রতিবারই নির্দিষ্ট নথিপত্র জমা দিয়েছেন বলে পরিবারের বক্তব্য। তবুও সমস্যার সমাধান হচ্ছিল না। কী ভুল হচ্ছে তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না তিনি। এই অনিশ্চয়তা এবং বারবার শুনানিতে হাজিরার চাপ তাঁকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল বলে দাবি ঘনিষ্ঠদের। আনোয়ারের দোকানের পাশেই চায়ের দোকান চালান শেখ সামসুদ্দিন। তিনি জানান, মৃত্যুর আগের রাতেও আনোয়ার স্বাভাবিকভাবেই দোকান গুটিয়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন। চা খেয়েছেন, গল্প করেছেন, নাতিদের জন্য চিপ্স কিনেছেন। কথাবার্তার ফাঁকে তিনি জানতে চেয়েছিলেন, এসআইআর সংক্রান্ত শুনানিতে সব নথি জমা দেওয়া হয়েছে কি না। আনোয়ার নাকি বলেছিলেন, সব জমা দিয়েছেন। কিন্তু এক জন সাধারণ মানুষকে চার বার শুনানিতে ডাকা হলে তাঁর দুশ্চিন্তা হওয়াই স্বাভাবিক- এমনটাই মত সামসুদ্দিনের। সকালে ঘুম থেকে উঠে আনোয়ারের মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান। স্থানীয় আর এক বাসিন্দা শেখ সইফুদ্দিন জানান, রবিবার সন্ধ্যায় তিনি আনোয়ারের কাছ থেকে ঝালমুড়ি কিনেছিলেন। তখনও তাঁকে স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর চায়ের দোকানে বসে থাকতে দেখেন।

এসআইআর নথি ৫ বছর সংরক্ষণে কড়া নির্দেশ, গাফিলতিতে শাস্তির হুঁশিয়ারি নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃএসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে কড়া অবস্থান নিল নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার নির্দেশ দিয়েছেন, এসআইআর সংক্রান্ত সমস্ত নথি আগামী পাঁচ বছর কমিশনের তথ্যভাণ্ডারে সংরক্ষিত রাখতে হবে। ভবিষ্যতে ভোটার তালিকায় কোনও বিদেশি নাম ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে সরাসরি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে কমিশনের তরফে জানানো হয়, এসআইআর প্রক্রিয়ায় নেওয়া প্রতিটি সিদ্ধান্ত দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষিত থাকবে। এক বা দু'বছর নয়, বহু বছর পরেও সেই নথি খতিয়ে দেখা হতে পারে। ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিএম, ইআরও ও এইআরওদের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে আরও অভিযোগ ওঠে, একাধিক জায়গায় সংবাদপত্রের কাটিং, ফাঁকা পাতা কিংবা অস্পষ্ট ছবি নথি হিসেবে আপলোড করা হয়েছে। পাওয়ার পয়েঃট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সেই উদাহরণগুলি দেখিয়ে কমিশন প্রশ্ন তোলে-এই ধরনের নথি কীভাবে গ্রহণ করা হল? কারা তা যাচাই করলেন? সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের ভূমিকা নিয়েও কড়া সমালোচনা করা হয়। ডিএমদের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কেবলমাত্র নির্বাচন কমিশন এবং সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া অনুমোদিত নথিই যেন গ্রহণ করা হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫টার মধ্যে সমস্ত নথি ব্যক্তিগতভাবে যাচাই করে রিপোর্ট জমা দিতে হবে ডিইওদের। সময়সীমা পেরোনোর পরও যদি কোনও অগ্রহণযোগ্য নথি সিস্টেমে থেকে যায়, তার দায় সংশ্লিষ্ট ডিএমকেই নিতে হবে- এমনই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। আইটি টিমকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের পর সিস্টেমে কোনও ত্রুটিপূর্ণ নথি রয়ে গিয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে।

পাশাপাশি পর্যবেক্ষকদের বলা হয়েছে, ইআরও, এইআরও বা ডিইওদের যে কোনও বেনিয়ম সরাসরি কমিশনের নজরে আনতে। কমিশন সূত্রে খবর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের ডিএমদের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসককে রাজনৈতিক মন্তব্য থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। এই কড়া অবস্থানের জেরে রাজনৈতিক মহলেও প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে কমিশন। তবে কমিশনের দাবি, ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করতেই এই কঠোর পদক্ষেপ।

সিঙ্গাপুরগামী জাহাজ থেকে ঝাঁপ, ১৭ ঘণ্টা পর গঙ্গা থেকে উদ্ধার শ্রীলঙ্কান ক্রু সদস্যের দেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রায় সতেরো ঘণ্টা তল্লাশির পর অবশেষে গঙ্গা থেকে উদ্ধার হল সিঙ্গাপুরগামী একটি কন্টেনার জাহাজের ক্রু সদস্যের দেহ। শুক্রবার বিকেলে কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী দেহটি উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছা।য়িছে বঃদর এলাকায়। বন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে রওনা দেওয়া একটি কন্টেনার ভেসেল থেকে এক ক্রু সদস্য গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। ঘটনাটি ঘটে ওয়েস্ট পোর্টের ৭ নম্বর এন এস ডকে। জাহাজটির নাম ' দুনিয়া'। ঝাঁপ দেওয়া ওই ক্রু সদস্যের নাম প্রভাশ্বরা থারিদু বন্দারাওয়াট্টে। তিনি শ্রীলঙ্কার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

জাহাজের অন্য সদস্যরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেনকে বিষয়টি জানান। ক্যাপ্টেন দ্রুত পোর্ট ট্রাফিক বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। রাত প্রায় ১১টা নাগাদ ওয়েস্ট পোর্ট থানায় খবর পৌঁছয় যে, সিঙ্গাপুরগামী একটি ভেসেল থেকে এক ব্যক্তি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছেন। খবর পেয়েই সক্রিয় হয় বন্দর কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসন। প্রথমে পোর্ট মেরিন বিভাগের দু'টি নৌকা নামানো হয় নদীতে। অন্ধকার রাতেই শুরু হয় তল্লাশি। একই সঙ্গে কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা দলকেও খবর দেওয়া হয়। জোয়ার-ভাটার স্রোত ও নদীর গভীরতা তল্লাশিতে বাধা সৃষ্টি করছিল বলে জানা গিয়েছে। তবু রাতভর চলতে থাকে অনুসন্ধান। তবে বৃহস্পতিবার রাতে কোনও সাফল্য মেলেনি। শুক্রবার সকাল থেকে ফের শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। নদীর বিভিন্ন অংশে নজরদারি চালানো হয়। অবশেষে শুক্রবার বিকেলে গঙ্গায় ভেসে ওঠে ওই ক্রু সদস্যের দেহ। দ্রুত তা উদ্ধার করে তীরে আনা হয়। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। যদিও মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। কেন তিনি জাহাজ থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। মানসিক অবসাদ, দুর্ঘটনা না অন্য কোনও কারণ-সব দিকই খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও বঃদর কর্তৃপক্ষ। জাহাজের অন্যান্য ক্রু সদস্যদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর।এদিকে একই দিনে আহিরীটোলা এলাকায় গঙ্গায় এক ব্যক্তি তলিয়ে যাওয়ার খবরও পাওয়া গিয়েছে। তাঁর খোঁজে পৃথকভাবে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। ফলে একদিনে গঙ্গায় দুই পৃথক ঘটনার জেরে প্রশাসনের তপরতা ছিল চোখে প।ার মতো। বঃদর ও নদীপথে নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে এই ঘটনার পর। বিশেষত আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলকারী জাহাজে কর্মরত ক্রু সদস্যদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা নিয়ে নজরদারি কতটা জোরদার, তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে সংশ্লিষ্ট মহলে। আপাতত ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে পুলিশ। তার পরই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

'ভুল' চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ 'ভুল' চিকিসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ, হাওড়ার বালিটিকুরিতে নার্সিংহোমে ব্যাপক ভাঙচুর। উত্তেজন থাকায় নার্সিংহোমে পুলিশ মোতায়েন। নার্সিংহোমে 'ভুল' চিকিসার অভিযোগে রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল হাওড়ার বালিটিকুরিতে। এর জেরে নার্সিংহোমে ভাঙচুর করা হয়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দাসনগর থানার পুলিশ। ঘটনায় প্রকাশ, প্রচন্ড পেটের যন্ত্রণা নিয়ে রবিবার হাওড়ার ডোমজুড়ের বাসিন্দা ৬৭ বছরের বৃদ্ধা আরতি পণ্ডিতকে ওই নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, সোমবার সকালেও রোগী ভালো ছিলেন। কিন্তু ইঞ্জেকশন দেবার পরই শরীর ফুলে যেতে শুরু করে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হ। 'ভুল' চিকিৎসার কারণেই মৃত্যু হয়েছে রোগীর এমনই অভিযোগ রোগীর পরিবারের। মৃতের ছেলে সনাতন পন্ডিতের অভিযোগ, সোমবার সকালে তাঁর মা'কে ভুল ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরেই পেট ফুলে যায়. এবং নাক-মুখ থেকে রক্ত বেরতে শুরু করে। এরপরেই তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। এই ঘটনাকে কেঃদ্র করে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃত আরতি পন্ডিতের পরিবার পরিজনেরা। তাঁরা নার্সিংহোমে ভাঙচুর চালায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে দাসনগর থানার পুলিশ আসে। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

জোকা মেট্রোর কাছে মর্মান্তিক বাইক দুর্ঘটনা, যুবক-যুবতীর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ ঠাকুরপুকুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের রক্তাক্ত শহর কলকাতা। রবিবার রাতে জোকা মেট্রোর কাছাকাছি ডায়মন্ড হারবার রোডে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবক ও এক যুবতীর। ঠাকুরপুকুর ইএসআই হাসপাতালের টিপিজি এলাকার কাছে ঘটে যায় এই মর্মান্তিক ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম অঞ্জন সাধুখা (৩০) এবং পিয়া দাস (৩৫)। প্রিয়া বিবাহিত বলে জানা গেছে। দু'জনেই ঠাকুরপুকুর এলাকার বাসিন্দা। রবিবার রাত প্রায় ১১টা ১০ মিনিট নাগাদ ইএসআই হাসপাতালের মূল ফটকের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রাথমিক অনুমান, বাইকটি আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। সেই সময় পিছন দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি পণ্যবাহী ট্রাক তাঁদের উপর দিয়ে চলে যায়। ঘাতক পণ্যবাহী ট্রাক সহ চালক পলাতক। বিকট

শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে রয়েছেন দু'জন। তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসকরা দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, বাইকটি কেন নিয়ন্ত্রণ হারাল এবং পলাতক ট্রাকটিকে কীভাবে শনাক্ত করা যাবে, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় থানার পুলিশ। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ডায়মন্ড হারবার রোড দিন দিন বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। অতিরিক্ত গতি, ভারী যান চলাচল এবং পর্যাপ্ত নজরদারির অভাবের কারণেই বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে বলে তাঁদের দাবি। এই ঘটনার পর ফের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের দাবি উঠেছে এলাকাবাসীর তরফ থেকে।--

২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা, নতুন নির্দেশিকায় আবাস প্রকল্পের নথি অগ্রাহ্য কমিশনকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ এসআইআরের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি। তার আগে জোরকদমে চলছে স্ক্রুটিনি পর্ব। এই প্রক্রিয়ায় ভোটারদের জমা দেওয়া নথিপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অনুমোদিত ১৩টি নথির বাইরে কোনও নথিই গ্রহণযোগ্য হবে না। নতুন করে জারি করা নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ইন্দিরা আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বা বাংলার বাড়ি প্রকল্পের শংসাপত্র গ্রহণ করা হবে না। এই সিদ্ধান্ত সামনে আসতেই রাজনৈতিক বিতর্ক দানা বেঁধেছে। তৃণমূল কংগ্রেস সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে একযোগে তোপ দেগেছে। তাদের দাবি, বিজেপি-নির্বাচন কমিশন যে এক হয়ে কাজ করেছে, তার আরও একটা প্রমাণ সামনে এল! SIR প্রক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনা, ইন্দিরা আবাস যোজনা কিংবা বাংলার বাড়ি প্রকল্পের আর্থিক সহায়তার অনুমোদনপত্র গ্রাহ্য হবে না বলে জানিয়ে দিল কমিশন। গত ২১ জানুয়ারি, ২০২৬ যখন এসব প্রকল্পের নথি গ্রহণযোগ্য কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, তখনই কি কমিশন স্পষ্ট অবস্থান জানাতে পারত না? প্রায় এক মাস ধরে কি নাটক করছিল তারা? এরা কি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশও মানবে না?' উল্লেখযোগ্য, বহু আবেদনকারী এই প্রকল্পগুলির উপভোক্তা হিসেবে প্রাপ্ত কার্ড বা অনুমোদনপত্র জমা দিয়েছেন। এখন তাঁদের ভবিষ্য কী হবে, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তৃণমূলের বক্তব্য, দেশের অন্য রাজ্যে এক নিয়ম আর বাংলায় অন্য নিয়ম কেন হবে, তার জবাব দিতে হবে কমিশনকে। কমিশন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, জেলা শাসকরা বিধানসভা ভিত্তিক শুনানির তথ্য আপলোড করেছেন এবং তা খতিয়ে দেখছে রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী দপ্তর। স্ক্রুটিনিতে উঠে এসেছে, অনুমোদিত তালিকার বাইরে থাকা বিভিন্ন নথি যেমন পেপার কাটিং, প্যান কার্ড সহ অন্যান্য নথি আপলোড করা হয়েছে। এমনকি ডোমিসাইল সার্টিফিকেট নিয়েও কা। শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কমিশনের বক্তব্য, ১৯৯৯ সালের রাজ্য নির্দেশিকা অনুযায়ী যে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট জেলাশাসক বা মহকুমা শাসকের সইসহ দেওয়া হয়েছে, শুধুমাত্র সেগুলিই গ্রহণযোগ্য হবে। ওই নির্দেশিকায় বলা ছিল, অন্তত ১৫ বছর বাংলায় বসবাসকারী অবাঙালি সেনা বা আধা-সেনায় কর্মরতদের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। এখন ব। প্রশ্ন, স্ক্রুটিনির পর যাঁদের নাম ফেরতের তালিকায় উঠবে, তাঁদের কি নতুন করে শুনানিতে ডাকা হবে? কমিশন সূত্রের ইঙ্গিত, সেই সম্ভাবনা কম, কারণ শুনানি প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী নতুন করে শুনানি করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভোটারের নাম চূ।ান্ত তালিকা থেকে বাদ যেতে পারে। নাম বাদ গেলে চূ।ান্ত তালিকা প্রকাশের পাঁচ দিনের মধ্যে জেলা শাসকের কাছে আবেদন জানাতে হবে। সেখানে সমাধান না হলে পরবর্তী পাঁচ দিনের মধ্যে সিইও দপ্তরে আবেদন করা যাবে। প্রয়োজনে নতুন করে ফর্ম ৬ পূরণ করে আবেদন করতে হবে। বৈধ প্রমাণপত্র থাকলে তবেই ভোটার তালিকায় নাম যুক্ত হবে বলে কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে।

এবার দুমাস অন্তর কুমির গননা করবে বন দফতর সুন্দরবনে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ এবার থেকে সু ন্দরবনে ২ মাস অন্তর কুমির গুনবে বনদপ্তর। সুন্দরবনে বাঘের মতো কুমিরের সঠিক সংখ্যা বলা কঠিন। চোখে যতগুলি কুমির দেখা যায়সেগুলি গণনা করা হয়। সাধারণত শীতকালে খাঁড়ির পাড়ে রোদ পোহাতে পাড়ে থাকা কুমিরদের মাথা গুনে সুন্দরবনে ঠিক কত কুমির রয়েছে তার সঠিক সংখ্যা সংগ্রহ করতে দু'মাস অন্তর এবার গননা করবে বনদপ্তর। সুন্দরবনে বাঘের মতো কুমিরের গননা করা হয়। ডিসেম্বর মাসে বাঘ গণনার সঙ্গে শুরু হয় কুমির গণনার কাজ। সঠিক বাঘ গণনার মতো কুমির গননার কাজ সহজ নয়। এই কাজ বেশঝুঁকিপূর্ণ। বাঘ গণনার কাজে জঙ্গলে ট্রাপ ক্যামেরা বসানো হয়। কিন্তু কুমির গননায় ছোট ছোট নৌকায় চেপে বনকর্মীদের খাঁড়িতে ঢুকে কুমিরের মাথা গুনতে হয়। বছরের একবারে এই কাজ সম্ভবপর নয় বলে মনে করছে বনদপ্তর।রাজ্য বনদপ্তর সূত্রে জানা গেল, এতদিন বছরে একটা সময় কুমির গননার কাজ করা হত। মূলত শীতকালেই এই কাজ হত। এতে কুমিরের সঠিক সংখ্যা উঠে আসছে না।তাই এবার থেকে দু'মাস অন্তর করে গণনার কাজ করা হবে।সর্বশেষ সর্বভারতীয় বাঘ গননায় সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ছিল ১০১। বাঘের মতো কুমিরের সংখ্যাও বেড়েছে। গত বছর ২০২৪-২০২৫ সালে গননায় আনুমানিক ২৪২টি কুমির পাওয়া গিয়েছে। সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভের জঙ্গলে বাঘের বাস।আর সেখানকার নোনাজলে কুমিরের বাসস্থান। বাঘের মতো কুমিরের সংখ্যাও বেড়েছে। সুন্দদরবন বাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রের এক অধিকর্তা জানান, সুন্দরবনে বাঘের মতো কুমিরের সঠিক সংখ্যা বলা কঠিন।

জয়নগরে ওভারহেড সাব মাশার্লের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য জুড়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের জোয়ার বইছে। আর দঃ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর খানের তত্বাবধানে জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখের উদ্যোগে এলাকার মানুষের চাহিদা মেনে জয়নগর বিধানসভার জয়নগর দু নং ব্লকের বেলে দূর্গানগর পঞ্চায়েত এলাকায় সোমবার একটি ওভারহেড সাব মাশার্লের উদ্বোধন করা হয়।এদিনের এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর দু নং ব্লকের তৃনমুল কংগ্রেসের লড়াকু নেতৃত্ব মতিউর সেখ, গড়দেওয়ানি অঞ্চলের উপপ্রধানের সহায়ক প্রাক্তন সেনা কর্মী সালাউদ্দিন সেখ,বেলে দূর্গানগর অঞ্চল সংখ্যা লঘু সেলের সভাপতি আবু সালাম গাজী, সদস্য শাফি মোল্লা, শচীন মন্ডল,সাদ্দাম খান।

এসআইআর ঘিরে অনিয়মের অভিযোগ, সাত এইআরও-কে সাসপেন্ডের নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ এসআইআর এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতেই কড়া অবস্থান নিল নির্বাচন কমিশন। শুনানি পর্ব শেষ হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গুরুতর অনিয়মের অভিযোগে একযোগে সাতজন সহকারী নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক বা এইআরও-র বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। শুধু সাসপেন্ড করাই নয়, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ ও বিভাগীয় তদন্ত শুরুর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে।এই মর্মে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিবের উদ্দেশ্যে নবান্নে একটি চিঠি পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সেখানে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সাসপেন্ড করার পাশাপাশি তদন্ত প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে কমিশনকে নিয়মিতভাবে অবহিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পাঁচটি বিধানসভা এলাকার মোট সাতজন এইআরও-র বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে দু'জনের বিরুদ্ধে আগেই ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, এবার সেই তালিকায় আরও কয়েকজনের নাম যুক্ত হল।যাঁদের বিরুদ্ধে নতুন করে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ এসেছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকার সত্যজি দাস ও জয়দীপ কুণ্ডু, মুর্শিদাবাদের সুতি কেঃদ্রের শেখ মুর্শিদ খান, ময়নাগুড়ির ডালিয়া রায়চৌধুরী, সামশেরগঞ্জের সেফাদুর রহমান এবং ফরাক্কার নীতিশ দাস। অভিযোগ, এসআইআর সংক্রান্ত কাজে গুরুতর অসদাচরণ, দায়িত্বে গাফিলতি এবং আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার হয়েছে। সেই কারণেই এই কঠোর সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে কমিশন। চিঠিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করতে হবে এবং প্রক্রিয়াটি যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করার দায়িত্ব নিতে হবে সংশ্লিষ্ট ক্যাডার কন্ট্রোলিং অথরিটিকে। নির্বাচন কমিশনের মতে, ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখা সেখানে অপরিহার্য। এই প্রক্রিয়ায় কোনও রকম অনিয়ম বা গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না।রাজনৈতিক মহলেও এই পদক্ষেপ ঘিরে চর্চা শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের এই কড়া অবস্থানকে একদিকে যেমন নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা রক্ষার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে, তেমনই অন্যদিকে প্রশ্ন উঠছে, এতদিন ধরে চলা শুনানি ও স্ক্রুটিনি পর্বে অনিয়মের বিষয়গুলি আগে ধরা পড়ল না কেন। তবে কমিশন সূত্রে স্পষ্ট বার্তা, ভোটার তালিকা সংক্রান্ত যে কোনও অনিয়মের ক্ষেত্রে শূন্য সহনশীলতার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

স্পেশাল ট্রেন
কলকাতা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি ও ডিব্রুগড়ের জন্য

আসন্ন **হোলি উৎসব উপলক্ষ্যে** যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, **কলকাতা ও নিউ জলপাইগুড়ি** এবং **ডিব্রুগড় ও কলকাতা**-এর মধ্যে স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের দিন এবং গঠন অনুসারে চলবেঃ-

০৩১২৯/০৩১৩০ কলকাতা - নিউ জলপাইগুড়ি - কলকাতা স্পেশাল ট্রেন

কলকাতা - নিউ জলপাইগুড়ি			(০৩১২৯) (০৩১৩০)	নিউ জলপাইগুড়ি - কলকাতা		
দিন	পৌঃ	ছাঃ	স্টেশন	পৌঃ	ছাঃ	দিন
শনিবার	--	২৩.৪০	↓ কলকাতা	০০.৪০	--	সোমবার
রবিবার	০০.৫৫	০০.৫৭	ব্যান্ডেল	২৩.০৮	২৩.১০	রবিবার
	০২.৩৩	০২.৩৫	কাটোয়া	২১.০৩	২১.০৫	
	০৬.২০	০৬.৩০	মালদা টাউন	১৭.১০	১৭.২০	
	১০.৪৫	--	নিউ জলপাইগুড়ি ↑	--	১২.৪৫	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে নৈহাটি, নবদ্বীপধাম, আজিমগঞ্জ, জঙ্গীপুর রোড, বারসোই, কিষানগঞ্জ এবং আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশনেও থামবে। ● **চলাচলের দিন / তারিখ ঃ কলকাতা থেকে ০৩১২৯ ঃ** ২৮.০২.২০২৬ তারিখ (শনিবার) = ১টি ট্রিপ। **নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ০৩১৩০ ঃ** ০১.০৩.২০২৬ তারিখ (রবিবার) = ১টি ট্রিপ। ● **গঠন ঃ** এসি ৩-টিয়ার - ০৪, স্লিপার ক্লাস - ১০, সাধারণ ২য় শ্রেণী (জিএস) - ০৬, এসএলআরডি - ০২ = ২২টি কোচ। ● **ক্যাটাগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৫৯৩২/০৫৯৩১ ডিব্রুগড় - কলকাতা - ডিব্রুগড় স্পেশাল ট্রেন

ডিব্রুগড় - কলকাতা			(০৫৯৩২) (০৫৯৩১)	কলকাতা - ডিব্রুগড়		
দিন	পৌঃ	ছাঃ	স্টেশন	পৌঃ	ছাঃ	দিন
শনিবার	--	১৭.০০	↓ ডিব্রুগড়	০৬.৩০	--	মঙ্গলবার
রবিবার	১১.০৫	১১.১৫	নিউ জলপাইগুড়ি	১৩.৪৫	১৩.৫৫	সোমবার
	১৭.১০	১৭.২০	মালদা টাউন	০৯.১০	০৯.২০	
	১৯.৩৮	১৯.৪৩	আজিমগঞ্জ	০৬.১০	০৬.১৫	
	২৩.০৮	২৩.১০	ব্যান্ডেল	০৩.৪৮	০৩.৫০	
সোমবার	০০.৩০	--	কলকাতা ↑	--	০২.৩০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে ধেমাজি, উত্তর লখিমপুর, হারমতী জং., বিশ্বনাথ চারিয়ালি, রঙ্গাপাড়া নর্থ, ওদালগুড়ি, রঙ্গিয়া, নিউ বঙ্গাইগাঁও, কোকড়াঝাড়, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার, আলুয়াবাড়ি রোড, কিসানগঞ্জ, বারসোই, নিউ ফারাক্কা, জঙ্গীপুর রোড, কাটোয়া, নবদ্বীপধাম ও নৈহাটি জং. স্টেশনেও থামবে। ● **চলাচলের দিন / তারিখ ঃ ডিব্রুগড় থেকে ০৫৯৩২ ঃ** ২১.০২, ২৮.০২ ও ০৭.০৩.২০২৬ তারিখ (শনিবার) = ৩টি ট্রিপ। **কলকাতা থেকে ০৫৯৩১ ঃ** ২৩.০২, ০২.০৩ ও ০৯.০৩.২০২৬ তারিখ (সোমবার) = ৩টি ট্রিপ। ● **গঠন ঃ** এসি ২-টিয়ার - ০২, এসি ৩-টিয়ার - ০৬, স্লিপার ক্লাস - ০৮, সাধারণ ২য় শ্রেণী (এলডব্লুএস) - ০৪, পাওয়ার কার - ০১, এলএসএলআরডি - ০১ = ২২টি কোচ। ● **ক্যাটাগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫৯৯, তারিখ ১৩.০২.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/৪৪/২৫-২৬/এসএফ। স্থান সহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে বয়স তথা অবস্থার ভিত্তিতে (৮৫টি) বৈদ্যুতিক লিফ্টিং বেরিয়ার-এর প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৭৫,২২,৪২৩.০১ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন জমা ঃ** ৪,৩৭,৬০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখ ঃ** ২৭.০২.২০২৬। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ঃ** ১৩.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ১৩.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **বিশদ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in। প্রযুক্তিগত যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, তার আগের মাসের শেষ দিন থেকে বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে টেন্ডারদাতাকে নিম্নলিখিত ধরনের কাজ(সমূহ) সফলভাবে বা অধিকাংশভাবে অবশ্যই সম্পন্ন করে থাকতে হবে। (i) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশ-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত তিনটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (ii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত দুটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (iii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের চেয়ে কম নয়, এরূপ মূল্যের অন্তত একটি সমতুল ধরনের কাজ। **অর্থনৈতিক যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন অথবা 'ভি'-এর মধ্যে যেটি কম তা হওয়া আবশ্যিক; যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য; এন = কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বছর সংখ্যা যার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। অডিট করা ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্বের তিনটি আর্থিক বছরের মোট চুক্তিভিত্তিক প্রদত্ত অর্থের গড় হিসাব করে গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয় করা হবে। যদি, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট প্রস্তুত/অডিট করা না হয়ে থাকে তাহলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের অডিট করা ব্যালান্স শিটে প্রাপ্ত অঙ্ক সংখ্যা গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয়ে ব্যবহার করা হবে। টেন্ডারদাতাগণকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসাপত্র প্রদত্ত হয়েছে এরূপ নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/ব্যালান্স শিটের সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর সমর্থন করা শংসাপত্র সেই সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার- VI বি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম -৬) দাখিল করতে হবে। **অন্যান্য দাখিল যোগ্য নথিপত্রাদি ঃ** টেন্ডার নথিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। **সমতুল ধরনের কাজ ঃ** "এই টেন্ডারের কাজের জন্য আউটডোর সিগন্যালিং-এর যেকোনো কাজ সমতুল ধরনের কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে।" **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতা শর্তাবলি পূরণে তাঁর দাবির স্বপক্ষে টেন্ডার প্রস্তাবের সঙ্গে নথিপত্রাদি দাখিল করবেন। নথির/শংসাপত্রের কপি-র প্রতি পৃষ্ঠায়, যা টেন্ডারদাতা তাঁর যোগ্যতার স্বপক্ষে দাখিল করবেন, টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বপ্রত্যয়িত বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেটি স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্বপ্রত্যয়নে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ থাকতে হবে (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)। SDAH-398/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা-৭৮, মঙ্গলবার, ০৪ ফাল্গুন, ১৪৩২

সাম্রাজ্য থেকে পরিকল্পনা, ভারতীয় ইতিহাসে সাড়ে চার শতকের অর্থনৈতিক রূপান্তরের কাহিনী

অনিকেত নস্কর

ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস কোনও সরলরৈখিক কাহিনি নয় এটি উত্থান-পতন, অভিযোজন, সংকট ও পুনর্গঠনের দীর্ঘ আখ্যান। মুঘল সম্রাট আকবরের সময় থেকে জওহরলাল নেহরুর পরিকল্পিত অর্থনীতির যুগ-এই সাড়ে চার শতক ভারতের আর্থসামাজিক কাঠামোকে গভীরভাবে রূপান্তরিত করেছে। এই সময়ের মধ্যে কৃষিনির্ভর সাম্রাজ্যিক অর্থনীতি, ঔপনিবেশিক শোষণ, জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক চিন্তা এবং স্বাধীনোত্তর রাষ্ট্রনির্ভর উন্নয়ন মডেল-সবকিছুই স্থান পেয়েছে। ইতিহাসের এই দীর্ঘ পরিসর আমাদের শেখায়, অর্থনীতি কেবল সংখ্যার খেলা নয় এটি ক্ষমতার বিন্যাস, সম্পদের বণ্টন এবং মানুষের জীবনের মান নির্ধারণের মৌলিক উৎপাদান। ১৬শ শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের তৃতীয় সম্রাট আকবর ভারতের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুসংহত করার প্রয়াস নেন। তাঁর আমলে প্রশাসনিক সংস্কার, ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করে। টোডরমলের রাজস্ব সংস্কার ভূমির পরিমাপ, উৎপাদনের হিসাব এবং কর নির্ধারণে একটি বৈজ্ঞানিক কাঠামো তৈরি করে। কৃষিই ছিল অর্থনীতির মূল স্তম্ভ, কিন্তু একই সঙ্গে হস্তশিল্প ও বাণিজ্যও প্রসার লাভ করে। ভারতীয় বস্ত্র, মসলিন, রেশম ও মশলা আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা তৈরি করেছিল। এই সময় ভারতের অর্থনীতি বিশ্ব উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অংশীদার ছিল-একটি কৃষিনির্ভর হলেও সমৃদ্ধ ও বহুমুখী অর্থনৈতিক কাঠামো। তবে এই সমৃদ্ধির ভিত ছিল মূলত গ্রামীণ উৎপাদন ও কর আদায়ের ওপর নির্ভরশীল। শিল্পায়নের আধুনিক ধারণা তখনও গড়ে ওঠেনি। মুঘল অর্থনীতি কেন্দ্রীভূত প্রশাসনের মাধ্যমে সম্পদ আহরণ করলেও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে বড়সড় পরিবর্তন আনতে পারেনি। ফলে ১৮শ শতকের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আঞ্চলিক শক্তির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল হতে শুরু করে। এই দুর্বলতার সুযোগ নেয় ইউরোপীয় বাণিজ্যিক শক্তি, বিশেষত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা ভারতের অর্থনীতিকে এক নতুন মোড়ে নিয়ে যায়। প্লাসির যুদ্ধের পর কোম্পানির ক্ষমতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক নীতিও বদলে যায়। ভারতের সম্পদ ক্রমে ব্রিটিশ শিল্প বিপ্লবের জ্বালানি হয়ে ওঠে। কাঁচামাল রপ্তানি এবং প্রস্তুত পণ্য আমদানির অসম বাণিজ্য কাঠামো দেশীয় শিল্পকে বিপর্যস্ত করে। বাংলার বস্ত্রশিল্প, যা একসময় বিশ্ববিখ্যাত ছিল, ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে যায়। কৃষিক্ষেত্রে নগদ ফসলের চাপ বৃদ্ধি পায়, খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যাহত হয়। স্থায়ী বন্দোবস্তের মতো ভূমি নীতির ফলে জমিদার শ্রেণির উত্থান হলেও কৃষকরা চরম শোষণের শিকার হন। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল সম্পদের 'অব ওয়েলথ'-ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ ব্রিটেনে স্থানান্তর। দাদাভাই নওরোজি এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখান, কীভাবে ভারতের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা পরিকল্পিতভাবে ক্ষয় করা হয়েছে। ১৯শ শতকে রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও আধুনিক প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠলেও তার মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা। ভারতীয় শিল্পায়ন সীমিত থেকে যায় দেশ হয়ে ওঠে কাঁচামালের সরবরাহকারী ও ব্রিটিশ পণ্যের বাজার। তবু ঔপনিবেশিক যুগে কিছু নতুন অর্থনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটে। বম্বে ও কলকাতায় পুঁজিবাদী উদ্যোগের সূচনা হয়, টাটা বা বীরলা পরিবারের মতো শিল্পগোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশি শিল্পের আহ্বান জোরদার হয়। অর্থনীতি তখন কেবল জীবিকার প্রশ্ন নয়, স্বাধীনতার আন্দোলনের অংশ। স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করে, যদিও ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে তা পূর্ণ বিকাশ পায়নি। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভারত এক বিধ্বস্ত অর্থনীতি উত্তরাধিকারসূত্রে পায়। দেশভাগের অভিঘাত, শরণার্থী সমস্যা, খাদ্য সংকট, শিল্পের সীমাবদ্ধতা-সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ছিল চ্যালেঞ্জিং। এই প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু পরিকল্পিত উন্নয়ন মডেল গ্রহণ করেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল রাষ্ট্রনির্ভর শিল্পায়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ এবং স্বনির্ভরতা অর্জন। সোভিয়েত পরিকল্পনা পদ্ধতির প্রভাব নিয়ে পাঁচসালা পরিকল্পনা চালু হয়। ভারী

শিল্প, ইস্পাত কারখানা, বৃহৎ বাঁধ ও পাবলিক সেক্টর ইউনিট গড়ে ওঠে। লক্ষ্য ছিল একটি আধুনিক শিল্পরাষ্ট্র নির্মাণ। নেহরুর অর্থনৈতিক দর্শনে কৃষি ও শিল্প উভয়ের উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সবুজ বিপ্লবের পূর্বপর্বে কৃষিক্ষেত্রে সংস্কার ও সেচব্যবস্থা উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। যদিও তাঁর সময়েই কৃষি উৎপাদনে বড় উল্লম্ফন দেখা যায়নি, পরবর্তী দশকে তার ভিত্তি তৈরি হয়। শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও আমদানি নির্ভরতা কমানোর চেষ্টা হয়। তবে এই মডেলের সমালোচনাও কম ছিল না। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও লাইসেন্স রাজ ব্যবস্থার ফলে উদ্যোক্তা স্বাধীনতা সীমিত হয়, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বৃদ্ধি পায়। আকবরের যুগে যে অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর ও সাম্রাজ্যিক, নেহরুর যুগে তা রূপ নেয় রাষ্ট্রনির্ভর আধুনিকীকরণের পথে। মাঝের সাড়ে চার শতক জুড়ে ভারতীয় অর্থনীতি বহুবার রূপান্তরিত হয়েছে-কখনও বৈশ্বিক বাণিজ্যের শীর্ষে, কখনও ঔপনিবেশিক শোষণের শিকার, কখনও স্বাধীনতার পর পুনর্গঠনের প্রয়াসে। এই ইতিহাস আমাদের শেখায়, অর্থনৈতিক নীতি সময় ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বদলায়। কোনও মডেলই চিরস্থায়ী নয় সাফল্য নির্ভর করে অভিযোজন ক্ষমতার ওপর। আজ যখন ভারত বৈশ্বিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, তখন অতীতের এই দীর্ঘ যাত্রাপথ স্মরণ করা জরুরি। আকবরের প্রশাসনিক দক্ষতা, ঔপনিবেশিক যুগের শিক্ষা, নেহরুর পরিকল্পিত উন্নয়ন-সব মিলিয়ে বর্তমানের ভিত্তি গড়ে উঠেছে। ইতিহাসের পাঠ হল, অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হলে প্রয়োজন সুশাসন, অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন। রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জনকল্যাণই হওয়া উচিত মূল লক্ষ্য। সাড়ে চার শতকের এই অর্থনৈতিক অভিযাত্রা আমাদের সামনে এক স্পষ্ট বার্তা রাখে-অর্থনীতি কেবল রাজস্ব বা জিডিপির হিসাব নয়, এটি সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের আয়না। আকবর থেকে নেহরু-দুই ভিন্ন যুগ, ভিন্ন শাসনব্যবস্থা, কিন্তু লক্ষ্য ছিল একটাই শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ভারত। ইতিহাসের সাফল্য ও ব্যর্থতার বিশ্লেষণই ভবিষ্যতের পথনির্দেশ হতে পারে। দ্বিতীয়ত, ঔপনিবেশিক শাসন ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তুলনায় উপাদনের গতি ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি। ফলে মানুষের মাথাপিছু আয় স্থানে স্থানে স্থিতিস্থাপক হলেও ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। তবে একই সময়ে কিছু আধুনিক অবকাঠামো নির্মাণও ঘটে, যেমন রেলপথ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, তামাক ও অন্যান্য কৃষিজ পণ্যের বাণিজ্যিক চাহিদা-যা পরবর্তীতে স্বাধীনতার পর ভারতের অর্থনীতিকে আধুনিক রূপে রূপান্তরিত করতে ভূমিকা রাখে। এই ধরনের অবকাঠামো নির্মাণের পেছনে বৃটিশদের নিজের স্বার্থ থাকলেও তা ভারতের পরবর্তী অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের সামনে নতুন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ আসে। দেশ তখন একটি বিরাট জনগোষ্ঠী, নিম্ন মধ্যম আয়, কম শিল্পায়ন এবং অতিদলিত খাত নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁর নেতৃত্বে একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পিত অর্থনীতি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেন, যেখানে ভারী শিল্প, সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং পাঁচ বছরের পরিকল্পনা নীতিমালা ছিল মূল ভিত্তি। এই নীতি মূলত সমাজতান্ত্রিক আদর্শে ভিত্তি করে তৈরি হলেও তা কিছু সময় পর সীমাবদ্ধতাও প্রদর্শন করে, যেমন স্টেট মালিকানাধীন খাতের ভার, লাইসেন্স রাজ, এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে এক ধরনের প্রতিরক্ষা পতি নীতি। উদ্বোধনী দশকে ভারী শিল্প ও অবকাঠামোতে সরকারি বিনিয়োগ কিছু উন্নতি আনে। স্থল ও জাহাজ নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন-এসব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন ও সরকারি নীতির কিছু সীমাবদ্ধতা ও কার্যকারিতা নিয়েও বিতর্ক আছে। বিশেষ করে একঘেয়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও বাজারের নমনীয়তার অভাব কিছু ক্ষেত্রেই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। তবে স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক নীতি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় সীমাবদ্ধ ছিল না। সমাজের বিভিন্ন স্তর, সংস্থা ও উদ্ভাবনশীল উদ্যোগ কিছু কিছু ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ফলও দেখিয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে 'রেভলিউশন'-এর মতো উদ্যোগগুলো পরবর্তী সময় জাতীয় খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে এর ফল রোজগারে দৃশ্যমান হয়, যদিও তা স্বাধীনতার প্রথম দশকে হয়নি।

আইন আছে, বাস্তব কতটা?

মাতৃত্ব কোনও ব্যক্তিগত ঘটনা নয়, এটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। একটি শিশুর জন্ম শুধু একটি পরিবারের আনন্দের মুহূর্ত নয়, এটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণের সূচনা। সেই কারণেই মাতৃকালীন সুরক্ষা ও সহায়তা কোনও দয়া বা অনুগ্রহ নয়, এটি একটি অধিকার। ভারতের মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন, অর্থাৎ 'মেটারনিটি বেনিফিট অ্যাক্ট', এই অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং কর্মজীবী নারীদের জন্য একটি প্রগতিশীল কাঠামো নির্মাণ করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে-আইন প্রণয়নই কি যথেষ্ট? বাস্তব জীবনে সেই অধিকার কতটা কার্যকরভাবে পৌঁছচ্ছে? ভারতে মাতৃত্বকালীন সুবিধা সংক্রান্ত প্রথম আইন কার্যকর হয় ১৯৬১ সালে। পরবর্তীতে ২০১৭ সালে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনের মাধ্যমে এই আইনে মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ ১২ সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে ২৬ সপ্তাহ করা হয়। এই সংশোধন আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ এবং নারীর স্বাস্থ্য, শিশুর পুষ্টি ও প্রাথমিক লালনপালনের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়। এর পাশাপাশি নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মী থাকা সংস্থাগুলিকে ক্রেশ বা শিশুযত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা করার বাধ্যবাধকতাও আরোপ করা হয়। নিঃসন্দেহে এটি একটি অগ্রসর পদক্ষেপ। এই আইনের দর্শন স্পষ্ট-নারীর মাতৃত্ব তার কর্মজীবনের অন্তরায় হতে পারে না। মাতৃত্বকালীন ছুটি, বেতনসহ ছুটি এবং চাকরির নিরাপত্তা নারীর প্রতি রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। কিন্তু আইন যতই উন্নত হোক, তার বাস্তবায়ন নির্ভর করে কর্মক্ষেত্রের সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক কাঠামো এবং সামাজিক মানসিকতার উপর। ভারতের কর্মসংস্থানের বড় অংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে। গৃহকর্মী, কৃষিশ্রমিক, ছোট কারখানার কর্মী, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী-এই বিপুল জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই মাতৃত্বকালীন সুবিধার আওতার বাইরে। আইন মূলত সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের জন্য কার্যকর, যেখানে স্থায়ী নিয়োগ ও নির্দিষ্ট কর্মচুক্তি রয়েছে। ফলে দেশের বৃহৎ অংশের নারী শ্রমিক এই আইনের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত। আইন প্রগতিশীল হলেও তার পরিধি সীমিত। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মাতৃত্বকালীন ছুটির সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করতে হয় নিয়োগকর্তাকেই। সরকার সরাসরি এই ব্যয়ে অংশগ্রহণ করে না। ফলে অনেক ছোট ও মাঝারি সংস্থা নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি অনিচ্ছুক হয়ে ওঠে। অঘোষিতভাবে অনেক প্রতিষ্ঠান তরুণী বা বিবাহযোগ্য নারীদের নিয়োগে পিছিয়ে যায়, কারণ ভবিষ্যতে মাতৃত্বকালীন ছুটির আর্থিক বোঝা বহন করতে হবে। এতে আইনের উদ্দেশ্য বিপরীত ফল দেয়-নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যেতে পারে। এখানেই প্রশ্ন ওঠে-মাতৃত্ব কি কেবল নারীর দায়িত্ব? একটি শিশুর জন্ম ও লালনপালন কি শুধুই মায়ের ওপর ন্যস্ত থাকবে? উন্নত দেশগুলিতে পিতৃত্বকালীন ছুটি বা প্যারেন্টাল লিভের ধারণা ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছে। সেখানে সন্তানের যত্নের দায়িত্ব ভাগাভাগি করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতে পিতৃত্বকালীন ছুটি এখনও সর্বজনীন নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সীমিত বা অনানুষ্ঠানিক। ফলে মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন যতই প্রগতিশীল হোক, লিঙ্গসমতার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে না। কর্মক্ষেত্রে নারীর অবস্থানও এই আইনের কার্যকারিতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অনেক নারী মাতৃত্বের পর কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসতে গিয়ে অঘোষিত বৈষম্যের মুখোমুখি হন। পদোন্নতি আটকে যায়, দায়িত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা সূক্ষ্মভাবে বোঝানো হয় যে তিনি আর আগের মতো উৎপাদনশীল নন। আইন চাকরি রক্ষার নিশ্চয়তা দিলেও মানসিক ও পেশাগত সমর্থনের নিশ্চয়তা দেয় না। একটি সহানুভূতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসংস্কৃতি না থাকলে আইন কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টির প্রসঙ্গও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। মাতৃত্বকালীন ছুটি শুধু কর্মক্ষেত্রের অধিকার নয়, এটি মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। প্রসূতি মায়ের শারীরিক পুনরুদ্ধার, শিশুর স্তন্যপান, মানসিক বন্ধন-এসবই প্রথম কয়েক মাসে অত্যন্ত জরুরি। কিছু শহরে কর্পোরেট ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা থাকলেও গ্রামীণ বা নিম্নআয়ের নারীদের কাছে এই সুরক্ষা প্রায় অনুপস্থিত। সরকারি প্রকল্প থাকলেও তা প্রায়শই পর্যাপ্ত নয় বা সচেতনতার অভাবে প্রাপকের কাছে পৌঁছয় না। আইন বাস্তবায়নের নজরদারির অভাবও একটি বড় সমস্যা। অনেক প্রতিষ্ঠান নিয়ম মেনে ছুটি দিলেও বেতন প্রদানে গড়িমসি করে বা চুক্তির ফাঁকফোকর খুঁজে কর্মীকে বঞ্চিত করে। অভিযোগ জানাতে গেলে কর্মী প্রায়শই চাকরি হারানোর ভয়ে পিছিয়ে যান। ফলে আইনের শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জরুরি। এই প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের ভূমিকা আরও সক্রিয় হওয়া উচিত। মাতৃত্বকালীন সুবিধার আর্থিক বোঝা সম্পূর্ণভাবে নিয়োগকর্তার ওপর চাপিয়ে না দিয়ে সরকার ও সংস্থার যৌথ অংশীদারিত্বের মডেল বিবেচনা করা যেতে পারে। এতে নারীদের নিয়োগে অনীহা কমবে এবং আইন বাস্তবসম্মত হবে। পাশাপাশি পিতৃকালীন ছুটি বাধ্যতামূলক করলে পারিবারিক দায়িত্ব ভাগাভাগির সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। সচেতনতা বৃদ্ধিও অপরিহার্য। বহু নারীই জানেন না যে তারা আইনের অধীনে কী কী সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও তথ্যপ্রচারের মাধ্যমে এই সচেতনতা বাড়ানো দরকার। একই সঙ্গে সমাজের মানসিকতা পরিবর্তনও জরুরি-মাতৃত্ব কোনও বাধা নয়, এটি মানবজীবনের স্বাভাবিক ও মূল্যবান অধ্যায়। মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল। এটি ভারতের সংবিধানের সমতা ও মর্যাদার আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু আইন একা সমাজ বদলাতে পারে না। আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি, অর্থনৈতিক সহায়তা এবং সর্বোপরি মানসিকতার পরিবর্তন। রাষ্ট্র, নিয়োগকর্তা ও সমাজ-এই তিনের সম্মিলিত উদ্যোগ ছাড়া মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা প্রকৃত অর্থে সর্বজনীন হবে না। একটি সভ্য সমাজের মানদণ্ড নির্ধারিত হয় সে তার নারীদের, বিশেষত মায়েদের, কতটা মর্যাদা ও সহায়তা দেয় তার ওপর। আইন সেই পথের সূচনা করে, কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছতে হলে বাস্তব পদক্ষেপ, সমবেদনা ও দায়িত্ববোধের প্রয়োজন। মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন আমাদের এগিয়ে দিয়েছে, এখন সময় এসেছে সেই অগ্রগতিকে জীবনের প্রতিটি স্তরে বাস্তব রূপ দেওয়ার।

শ্রীশ্রী অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের বাণী

শ্রীশ্রী অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের বাণীসমূহ সহজ, গভীর এবং মানবজীবনের পথপ্রদর্শক হিসেবে বিবেচিত হয়। তাঁর জীবনদর্শন ছিল ঈশ্বরপ্রেম, মানবসেবা, এবং সত্যের উপর স্থিত থাকা।

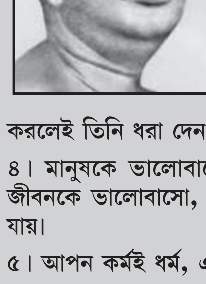

ঠাকুরের বাংলা বাণীসমূহ ঃ

১। সত্যে দাঁড়াও, প্রেমে পাগল হও, জীবনে জাগো, মহত্ত্বে লীন হও।

২। যাঁর জীবনে গতি নেই, লক্ষ্য নেই, তাঁকে মানুষ বলা যায় না।

৩। ঈশ্বরের পথ সহজ, সরল কুটিলতা দূর করলেই তিনি ধরা দেন।

৪। মানুষকে ভালোবাসো, তাহলেই ঈশ্বরপ্রেম আপনিই জাগবে। জীবনকে ভালোবাসো, কারণ জীবনের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

৫। আপন কর্মই ধর্ম, এবং সেই ধর্মই ঈশ্বরের পথে নিয়ে যায়।

৬। যা সত্য, তা কখনও চাপা থাকে না-সে আপন আলোয় জ্বলবেই।

৭। নিজের কর্তব্যে অবিচল থেকো, কারণ কর্তব্যই ঈশ্বরের আদেশ।

৮। মানুষকে আপন করে নাও, তাতেই আত্মিক উন্নতি সম্ভব।

৯। ভক্তি মানে অন্ধ বিশ্বাস নয়, তা হচ্ছে সচেতনভাবে ঈশ্বরের প্রেমে আত্মসমর্পণ।

শ্রীশ্রী অনুকূলচন্দ্র ঠাকুর শুধু একজন আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক মানবপ্রেমিক চিন্তাবিদ, যাঁর দর্শন আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর বাণীগুলি মানুষকে জীবনের সঠিক দিশা খুঁজে পেতে সাহায্য করে। আপনি চাইলে, তাঁর জীবনী বা দর্শনের ওপর একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ বা কোটেশন সংগ্রহও তৈরি করে দিতে পারি। ভাষা, আচরণ, মূল্যবোধ-সবকিছুর প্রাথমিক শিক্ষা সে মায়ের কাছ থেকেই পায়। যদি সেই শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, তবে জীবনের পরবর্তী ধাপেও সে শৃঙ্খলা ও আদর্শ বজায় রাখতে পারে।

সীমান্ত রাজনীতি, না রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা?

বিশ্বদীপ সরকার, নয়াদিল্লি

ভারতের গণতান্ত্রিক পরিসরে সীমান্ত প্রশ্ন নতুন নয়, কিন্তু সাম্প্রতিক কালে তা আবারও তপ্ত হয়ে উঠেছে। সংসদের ভেতরে ও বাইরে রাজনৈতিক দলগুলির বক্তব্য, পাল্টা বক্তব্য, অভিযোগ ও কটাক্ষ-সব মিলিয়ে সীমান্ত এখন কেবল কূটনৈতিক বা সামরিক প্রসঙ্গ নয়, তা পরিণত হয়েছে রাজনৈতিক মঞ্চের অন্যতম হাতিয়ারে। সম্প্রতি কংগ্রেস সাংসদের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, তা সেই বৃহত্তর প্রবণতারই অংশ। বিজেপি সাংসদ কিরেন রিজিজু কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর শিক্ষা ও সীমান্ত বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, সীমান্ত নিয়ে রাহুল কিছুই জানেন না। সেজন্যই এমন মন্তব্য করেছেন। আমি এটুকুই বলব, ওঁর উচিত কিছুটা পড়াশোনা করা। সীমান্ত সম্পর্কে সম্যক ধারণা হওয়া উচিত। পাশাপাশি লোকসভায় রাহুলের সুর চড়ানোকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, সংসদে এসব করার অর্থ স্রেফ সমস্যা তৈরি করা, কোনও কাজের কাজ হয় না। এই মন্তব্য নিছক ব্যক্তিগত কটাক্ষ নয় এর ভিতরে রয়েছে রাজনৈতিক কৌশল, আদর্শগত সংঘর্ষ এবং জাতীয় নিরাপত্তা প্রশ্নে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। প্রশ্ন হল, সীমান্তের মতো সংবেদনশীল ইস্যুতে রাজনৈতিক বিতর্কের রূপ কেমন হওয়া উচিত? ব্যক্তিগত আক্রমণ কি গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে, না দুর্বল? ভারতের সীমান্ত প্রশ্ন বহুমাত্রিক। উত্তরে লাদাখ ও অরুণাচল প্রদেশে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি) ঘিরে উত্তেজনা, পশ্চিমে পাকিস্তান সীমান্তে অনুপ্রবেশ ও সন্ত্রাসবাদ, পূর্বে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সীমান্তে চোরাচালান ও অবৈধ চলাচল-প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাস্তব পরিস্থিতি জটিল। এই বাস্তবতার মধ্যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব হল তথ্যসমৃদ্ধ, সংযত ও দায়িত্বশীল বক্তব্য রাখা। কারণ সীমান্ত সংক্রান্ত যে কোনও মন্তব্য কেবল দেশের অভ্যন্তরে নয়, আন্তর্জাতিক মহলেও প্রতিধ্বনি তোলে। রাহুল গান্ধী প্রায়শই সরকারের সীমান্ত নীতির সমালোচনা করে থাকেন। তাঁর অভিযোগ, সরকার প্রকৃত পরিস্থিতি গোপন করছে বা যথেষ্ট কড়া অবস্থান নিচ্ছে না। এই সমালোচনার জবাবে বিজেপি নেতৃত্ব বারবার বলেছে, জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। রিজিজুর বক্তব্য সেই ধারারই সম্প্রসারণ। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, সীমান্ত সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ছাড়া মন্তব্য করা দায়িত্বজ্ঞানহীন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, বিরোধী দলের ভূমিকা কী? তারা কি সরকারের নীতির সমালোচনা করবে না? সংসদে প্রশ্ন তোলা কি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ নয়? গণতন্ত্রে বিরোধী কণ্ঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিরোধীরা সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করে, নীতির দুর্বলতা তুলে ধরে, বিকল্প প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সেই সমালোচনা তথ্যভিত্তিক ও যুক্তিসম্মত হওয়া উচিত। একইভাবে ক্ষমতাসীন দলেরও দায়িত্ব সমালোচনাকে ব্যক্তিগত আক্রমণে নামিয়ে না আনা। পড়াশোনা করা উচিত ধরনের মন্তব্য রাজনৈতিক তর্ককে ব্যক্তিগত পরিসরে নামিয়ে আনে। এতে মূল ইস্যু আড়ালে পড়ে যায়। লোকসভায় সুর চড়ানো নিয়ে রিজিজুর কটাক্ষও গুরুত্বপূর্ণ। সংসদ কেবল আইন প্রণয়নের জায়গা নয়, তা বিতর্কের মঞ্চ। সেখানে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় নতুন নয়। স্বাধীনতার পর থেকে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে তীব্র বিতর্ক হয়েছে। কখনও তা শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছে, কখনও গঠনমূলক আলোচনায় পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন হল, বর্তমান সময়ে সংসদীয় সংস্কৃতি কোন পথে যাচ্ছে? বিরোধীরা যদি মনে করেন তাঁদের কণ্ঠ রুদ্ধ করা হচ্ছে, তাহলে তারা প্রতিবাদে সরব হবেনই। আবার সরকার যদি মনে করে বিরোধীরা অযথা উত্তেজনা তৈরি করছে, তবে তারাও পাল্টা আক্রমণ করবে। এই চক্র চলতেই থাকবে, যদি না উভয় পক্ষ সংযম দেখায়। সীমান্ত প্রশ্নে আরেকটি দিক বিবেচ্য-জাতীয় ঐক্য। যখন বিদেশি শক্তির সঙ্গে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, তখন দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে একটি ন্যূনতম ঐকমত্য থাকা জরুরি। ইতিহাস সাক্ষী, ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধ বা কারগিল সংঘর্ষের সময় রাজনৈতিক বিভাজন সত্ত্বেও জাতীয় স্বার্থে একতার বার্তা দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতেও সেই মনোভাব প্রয়োজন। বিরোধীরা প্রশ্ন তুলতে পারেন, কিন্তু তা যেন শত্রুপক্ষের প্রোপাগান্ডার খাদ্য না হয়। একইভাবে সরকারও বিরোধীদের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন না তুলে, তথ্য দিয়ে জবাব দিক। রিজিজুর বক্তব্যে শিক্ষা প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাজনীতিতে ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতই শেষ কথা। কোনও নেতা কতটা শিক্ষিত, তা ভোটাররা জানেন এবং বিবেচনা করেন। সীমান্তের মতো জটিল বিষয়ে অবশ্যই গভীর জ্ঞান প্রয়োজন। তবে সেই জ্ঞান অর্জনের একমাত্র পথ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয় প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, তথ্যভিত্তিক গবেষণা-সবই গুরুত্বপূর্ণ। অতএব প।।শোনা করা উচিত মন্তব্যটি রাজনৈতিক কটাক্ষ হিসেবে যতটা কার্যকর, নীতিগত আলোচনায় ততটা নয়। এই বিতর্ক আমাদের সামনে বৃহত্তর প্রশ্ন তোলে-রাজনীতি কি ক্রমশ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে? নীতির বদলে ব্যক্তিকে আক্রমণ করা কি সহজ পথ? সামাজিক মাধ্যমের যুগে সংক্ষিপ্ত, তীক্ষ্ণ মন্তব্য দ্রুত ছ।য়ে পড়ে, সমর্থকদের উজ্জীবিত করে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তা কি গণতন্ত্রের মান উন্নত করে? সংসদ যদি কেবল কটাক্ষের মঞ্চে পরিণত হয়, তবে নীতিগত আলোচনার জায়গা সংকুচিত হবে। সীমান্ত ইস্যুতে সরকারের অবস্থান, সামরিক প্রস্তুতি, কূটনৈতিক কৌশল-এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। বিরোধীরা যদি নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে প্রশ্ন তোলেন, সরকারকে তার উত্তর দিতে হবে। একইভাবে সরকার যদি মনে করে বিরোধীদের বক্তব্য ভুল বা বিভ্রান্তিকর, তবে তথ্যপ্রমাণ দিয়ে তা খণ্ডন করা উচিত। ব্যক্তিগত আক্রমণ সমস্যার সমাধান করে না। অন্যদিকে, বিরোধীদেরও বুঝতে হবে যে জাতীয় নিরাপত্তা প্রশ্নে দায়িত্বশীল ভাষা ব্যবহার অপরিহার্য। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে অসতর্ক মন্তব্যে। সংসদে সুর চড়ানো রাজনৈতিক কৌশল হতে পারে, কিন্তু তাতে যদি বাস্তব সমস্যার সমাধান না হয়, তবে তা জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। ভারতের মতো বহুদলীয় গণতন্ত্রে মতভেদ স্বাভাবিক। কিন্তু সীমান্ত প্রশ্নে রাজনৈতিক পরিণতিবোধের পরিচয় দেওয়া জরুরি। দেশের নিরাপত্তা কেবল সরকারের দায়িত্ব নয় তা সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার দায়। রিজিজুর মন্তব্য হোক বা রাহুলের সমালোচনা-উভয় পক্ষেরই উচিত মূল ইস্যুতে ফোকাস রাখা। সবশেষে বলা যায়, সীমান্ত নিয়ে বিতর্ক অনিবার্য, কিন্তু তা যেন জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়, ব্যক্তিগত কটাক্ষের আঁধারে নয়। সংসদ যদি গঠনমূলক আলোচনার কেন্দ্র হয়ে ওঠে, তবেই গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে। অন্যথায় সীমান্তের প্রশ্ন রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার শিকারই থেকে যাবে।

পরিকাঠামোয় অগ্রগতি, না কি অর্ধসমাপ্ত স্বপ্ন?

তন্ময় জানা

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরে পশ্চিমবঙ্গে কেটে গিয়েছে প্রায় দেড় দশক। ২০১১ সালের সেই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সময় জনতার প্রত্যাশা ছিল বিপুল-শাসনব্যবস্থার বদলের সঙ্গে বদলে যাবে উন্নয়নের গতি, প্রশাসনের মনোভাব, আর সবচেয়ে বড় কথা, পরিকাঠামোর চেহারা। দীর্ঘদিনের স্থবিরতা কাটিয়ে শিল্প, রাস্তা, সেতু, নগরায়ণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অবকাঠামোয় নতুন অধ্যায় রচিত হবে-এমনটাই আশা করেছিলেন মানুষ। পনেরো বছরের কাছাকাছি সময়ে দাঁড়িয়ে তাই প্রশ্ন উঠছে, ঠিক কতটা এগোল এ রাজ্য? প্রথমেই আসা যাক সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কথায়। গত দেড় দশকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন রাস্তা, ফ্লাইওভার ও সেতু নির্মাণ হয়েছে। কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলে একাধিক উড়ালপুল যানজট কমাতে সাহায্য করেছে। বিশেষত শহরের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তকে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে কিছু প্রকল্প কার্যকর হয়েছে। জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ ও গ্রামীণ সড়ক যোজনার আওতায় বহু গ্রাম পাকা রাস্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে কিছুটা গতি এসেছে, কৃষিপণ্য বাজারে পৌঁছনো সহজ হয়েছে। তবে একইসঙ্গে এ কথাও মানতে হবে, রাস্তা নির্মাণের গতি যেমন বেড়েছে, তেমনই রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি বহু জায়গায় চোখে পড়ে। বর্ষাকালে খানাখন্দ, শহরতলিতে অপরিকল্পিত খোঁড়াখুঁড়ি-এসব এখনও নাগরিক ভোগান্তির বড় কারণ। রেল ও মেট্রো পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেও মিশ্র চিত্র। কলকাতায় মেট্রো সম্প্রসারণের কাজ দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো করিডর শহরের যাতায়াতে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। নদীর তলদেশ দিয়ে মেট্রো চলাচল এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নে দেরি, ব্যয়বৃদ্ধি এবং সমন্বয়ের অভাব বহুবার প্রশ্ন তুলেছে প্রশাসনিক দক্ষতা নিয়ে। শহরের বাইরে জেলা শহরগুলিতে রেল পরিষেবা উন্নত হলেও, শিল্পাঞ্চল বা সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক করিডর গড়ে তোলার মতো বৃহৎ পরিকল্পনা এখনও প্রত্যাশিত মাত্রায় এগোয়নি। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে আলোচনা করলে কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথা বলতেই হয়। জেলা ও মহকুমা হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা বেড়েছে, নতুন মেডিক্যাল কলেজ গড়ে উঠেছে বিভিন্ন জেলায়। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কোভিড মহামারির সময় অস্থায়ী হাসপাতাল, অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপন ইত্যাদি পদক্ষেপ প্রশাসনের সক্রিয়তার প্রমাণ দেয়। তবু বাস্তব চিত্র বলছে, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর ঘাটতি, যন্ত্রপাতির অচলাবস্থা, এবং রোগীর চাপ সামলাতে হিমশিম খাওয়ার সমস্যা এখনও রয়ে গিয়েছে। পরিকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি মানবসম্পদে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা এখানে স্পষ্ট। শিক্ষাক্ষেত্রেও একই দ্বৈততা লক্ষণীয়। একদিকে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, পলিটেকনিক ও আইটিআই প্রতিষ্ঠা হয়েছে। স্কুল ভবন সংস্কার, স্মার্ট ক্লাসরুম চালু-এসব উদ্যোগ শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করেছে। কিন্তু শিক্ষার গুণগত মান, শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা ও স্থিতিশীলতা নিয়ে বিতর্ক বারবার সামনে এসেছে। পরিকাঠামো শুধু ইট-পাথরের কাঠামো নয় তার সঙ্গে যুক্ত প্রশাসনিক ন্যায়পরায়ণতা ও মানোন্নয়নও সমান গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প ও বিনিয়োগের প্রশ্নে ছবিটা আরও জটিল। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কিছু অগ্রগতি হয়েছে, নতুন আইটি পার্ক ও স্টার্টআপ উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। তবু ভারী শিল্প, উৎপাদন ও বৃহৎ বিনিয়োগ টানার ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত সাফল্য আসেনি। জমি নীতি নিয়ে রাজনৈতিক সতর্কতা হয়তো সামাজিক শান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করেছে, কিন্তু শিল্পায়নের গতিকে সীমিত করেছে-এমন মতও রয়েছে। কর্মসংস্থানের পরিসংখ্যান সেই সীমাবদ্ধতার ইঙ্গিত দেয়। পরিকাঠামো উন্নয়ন যদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি না আনে, তবে তার প্রভাব আংশিকই থেকে যায়। নগরোন্নয়নের ক্ষেত্রে কলকাতা ও কিছু জেলা শহরে সৌন্দর্যায়ন, আলোকসজ্জা, পার্ক ও নদীতীর সংস্কার হয়েছে। পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে অবকাঠামো উন্নয়নের চেষ্টা হয়েছে। দিঘা, পুরুলিয়া, ডুয়ার্স-বিভিন্ন অঞ্চলে রাস্তা ও পর্যটন সুবিধা বাড়ানো হয়েছে।

২০১৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক দূরদর্শী ও কার্যপযোগী উদ্যোগ হিসাবে উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের শুভ সূচনা করেন, যা আজ রাজ্যের দক্ষতা উন্নয়নের ইতিহাসে এক স্বর্নজ্বল মাইল ফলক। কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর এর অধীনে পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট (PBSSD) দ্বারা পরিচালিত এই উদ্যোগ মূলত ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী প্রান্তীক যুব সমাজ, কর্মমুখী শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে, তাদের স্বাবলম্বী ও আত্মবিশ্বাসী কর্ম শক্তিতে রূপান্তরিত করার এক অঙ্গিকার। এই উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি ভ্রাম্যমাণ Tableu প্রস্তুত করা হয়, যেটা জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন এলাকায় উৎকর্ষ বাংলার কার্যকলাপ এবং সুযোগ সুবিধা জনগণের সামনে তুলে ধরে।

ছাত্রীদের নিয়ে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্বস্থলী ১ ব্লকের অন্তর্গত নাদনঘাট থানা ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে রাজ্যব্যাপী সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচিকে সামনে রেখে এক সচেতনতামূলক র‍্যালি আয়োজন করা হয়। পথনিরাপত্তা ও ট্রাফিক আইন মেনে চলার গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে বার্তা পৌঁছে দিতেই এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন নাদনঘাট থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ এবং ট্রাফিক ডিএসপি সুমন দাস সহ থানার অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা। তাঁদের উপস্থিতি কর্মসূচিতে বিশেষ গুরুত্ব যোগ করে।এদিন চাপাহাটি কেপিসি বালিকা বিদ্যালয়- এর ছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে র‍্যালি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। হাতে প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে ছাত্রীরা সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন স্লোগান দিতে দিতে এলাকায় পরিক্রমা করে। হেলমেট ব্যবহার, সিটবেল্ট বাঁধা, ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে চলা এবং মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি না চালানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ বার্তা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়। পুলিশ আধিকারিকরা জানান, সড়ক দুর্ঘটনা রোধে প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে এই বার্তা সমাজের সর্বস্তরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে বলেই তাঁদের বিশ্বাস। ভবিষ্যতেও এই ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে। এই উদ্যোগকে এলাকার বাসিন্দারাও সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং সড়ক নিরাপত্তা বিধি মেনে চলার অঙ্গীকার।

বিএসএফের হাতে গ্রেপ্তার এক বাংলাদেশি

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ গরু পাচার রুখতে ইতিমধ্যেই সীমান্তবর্তী এলাকায় কড়া অবস্থান নিয়েছে পুলিশ ও বিএসএফ। আর এই কঠোর অবস্থানের জেরে ভারত থেকে বাংলাদেশে গরু পাচার করতে গিয়ে. মুর্শিদাবাদ থেকে গ্রেপ্তার হলো এক বাংলাদেশি নাগরিক। রবিবার মধ্যরাতে লালগোলা থানার অন্তর্গত খান্দুয়া ক্যাম্পের পদ্মা নদীর ধারের একটি লিচুবাগান থেকে বিএসএফের হাতে ধরা পড়ে এক বাংলাদেশি নাগরিক। ধৃত ব্যক্তির নাম মহম্মদ মাইলুল হক। তার বাড়ি বাংলাদেশের চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার তারাপুর গ্রামে। ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে দুটি গরু এবং একটি কিপ্যাড মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। বিএসএফের পক্ষ থেকে ধৃত ব্যক্তিকে ইতিমধ্যেই লালগোলা থানায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলার রুজু করেছে লালগোলা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পদ্মা নদীর ধারে খান্দুয়া ক্যাম্পের লিচু বাগানে টহল দেওয়ার সময় দুটি গরু সমেত ওই ব্যক্তি এক বিএসএফ জওয়ানের নজরে আসে। এরপর ওই ব্যক্তি গরু ফেলে নদীর সাঁতরে বাংলাদেশে পালাবার চেষ্টা করলেও সফল হতে পারেননি। তার আগেই বিএসএফ জওয়ানের হাতে ধরা পড়ে সে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশদের অনুমান, সীমান্তের নজরদারি এড়িয়ে ওই ব্যক্তি অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল। তারপর ভারত থেকে গরু নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার আগেই বিএসএফের হাতে ধরা পড়ে সে। তবে ধৃত ব্যক্তি ছাড়া এই পাচার চক্রের সঙ্গে আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে তা জানতে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

‘চার্জশিট জবাব চায়’ কর্মসূচিতে তিন বিধানসভা নিয়ে বিজেপির প্রকাশ্য চার্জশিটঃ তোপ অগ্নিমিত্রা পলের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পূর্ব বর্ধমানে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। সোমবার বর্ধমান জেলা বিজেপি কার্যালয় থেকে ‘চার্জশিট জবাব চাই’ কর্মসূচিতে শামিল হয়ে ভাতার ও বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র ঘিরে একগুচ্ছ অভিযোগ প্রকাশ্যে আনলেন বিজেপি নেত্রী তথা আসানসোলের বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পল। ভাতার বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে প্রকাশিত চার্জশিটে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একাধিক ইস্যুতে সরব হয় বিজেপি। দলের দাবি, ভাতারের কালুকতক গ্রামে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, বোমা-বারুদের রাজনীতি তৃণমূলের সংস্কৃতি। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধিত ওড় গ্রাম ইকো সার্কিট পর্যটন প্রকল্প এখনও অসম্পূর্ণ বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। বিজেপির দাবি, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যর্থ রাজ্য সরকার। পুলিশের হাতে নিষিদ্ধ কফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত হওয়ার ঘটনাকে সামনে এনে বৃহৎ মাদকচক্র সক্রিয় থাকার অভিযোগও তোলা হয়েছে। সাহেবগঞ্জ ও সংলগ্ন এলাকায় পানীয় জলের সংকটের বিষয়টিও চার্জশিটে স্থান পেয়েছে। ভাতারের তৃণমূল বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারীর বিরুদ্ধে জনজাতি সম্প্রদায়কে অপমানের অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। প্রাক্তন মহিলা সভানেত্রী সুরি মান্ডিকে অপমান ও মারধরের ঘটনায় জনজাতির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলেও দাবি করা হয়। কৃষকদের জন্য বরাদ্দ অনুদানের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শেখ শফিকুল আলমের বিরুদ্ধেও। একটি স্কুলে যৌন নির্যাতনের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলে বিজেপি। দলের দাবি, প্রতিবাদী পড়ুয়াকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে স্কুলছাড়া করা হয়েছে। পাশাপাশি গরিব কৃষকদের জমি জবরদখল ও হুমকির তোলাবাজির অভিযোগ তুলে বৈদ্যবাটি-দিল্লি রোড অবরোধের

অভিযোগ তোলা হয়েছে তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ গোপাল মণ্ডলের বিরুদ্ধে। বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র ঘিরে প্রকাশিত চার্জশিটে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ আনা হয়েছে বিধায়ক খোকন দাস ও পৌরপিতা পরেশ চন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে। অগ্নিমিত্রা পল দাবি করেন, তৃণমূল মানেই লুট। তাঁর অভিযোগ, বর্ধমান শহরের মধ্যে দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায. ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভাব পড়েছে, বিশেষ করে বি সি রোডের ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত। প্রসঙ্গেও সরব হন তিনি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, তোলাবাজির টাকা কে খায়, কোথায় যায়- তার জবাব চাই। বিজেপির দাবি, উত্থাপিত সমস্ত অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত হোক এবং শাসকদল প্রকাশ্যে জবাব দিক। রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের আগে ‘চার্জশিট জবাব চাই’ কর্মসূচি জেলায়. রাজনৈতিক লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলল। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় তৃণমূল কী অবস্থান নেয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলে।

পুলিশি রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নির্বাচন কমিশনের বিধি মেনে জেলাজুড়ে পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই) ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর (এএসআই) পদমর্যাদার আধিকারিকদের বদলি করা হয়েছে। সোমবার জারি হওয়া নির্দেশিকায় একাধিক থানার পুলিশ আধিকারিকদের নতুন কর্মস্থলে নিয়োগ করা হয়। সূত্রের খবর, গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় যে সমস্ত পুলিশ আধিকারিকরা যে যে বিধানসভা এলাকায় কর্মরত ছিলেন, কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের সেই এলাকা থেকে সরিয়ে. অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত রাখতেই এই প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

DAINHAT MUNICIPALITY
For Details of floated e-tender against the Development work under **E-NIT no-65/DM/ENGG/ 2025-2026**
DATE: 16/02/2026
For Details Visit: **http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in**
Office ph no **7478003845**
Sd/- Chairman
Dainhat Municipality

Office of the Executive Officer
e-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: 142 & 143/ EO, Singur dt. 13.02.26 for Construction of 20 nos. Civil works under 15th FC & BEUP within Singur Panchayet Samity, Hooghly, WB. **Last date for the online Bid submission is 23/02/26 & 24/02/ 26**. Detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in (tender ID: 2026_ZPHD_1006037_1 to 4 & 2026_ZPHD_1007203_1 to 16)**
Sd/-
Executive Officer
Singur Panchayet Samity

SEBI भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

পাস হওয়া আদেশের নোটিশ

বিএসইতে ইলিকুইড স্টক অপশনের লেনদেনের ক্ষেত্রে রমেশ কুমার দেওসারিয়ার বিরুদ্ধে **১৯ জানুয়ারী, ২০২৬** তারিখের আদেশ নং **অর্ডার/জেএস/ওয়াইকে২০২৫-২৬/৩১৯৭৫** পাস করা হয়েছে। নিচের সারণীতে উল্লিখিত সত্তার শেষ পরিচিত ঠিকানায় আদেশটি জারি করা সম্ভব হয়নিঃ

সত্তার নাম	সত্তার প্যান নম্বর	সত্তার ঠিকানা
রমেশ কুমার দেওসারিয়া	AIBPD5871D	পরিতোষ কো. পি-১০ নয়া হাওড়া ব্রিজ, অ্যাপ্রোচ রোড শপ নং. ২, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১

উপরে উল্লিখিত সত্তাকে এতদ্বারা অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা তদন্ত ও বিচার বিভাগ - ২, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া, এসইবিআই ভবন II, প্লট সি-৭, ‘জি’ ব্লক, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বাই-৪০০০৫১ থেকে আদেশটি সংগ্রহ করুন। সত্তাকে "Enforcement>> Orders" শিরোনামে এসইবিআই-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (www.sebi.gov.in) থেকে আদেশের একটি অনুলিপি ডাউনলোড করতে হবে অথবা jais@sebi.gov.in/yashk@sebi.gov.in ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে আদেশের একটি অনুলিপি পেতে হবে।

জয় সেবাস্টিয়ান
স্থানঃ মুম্বই — **CBC 15204/11/0242/2526** — চিফ জেনারেল ম্যানেজার

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Civil), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/VI/046/026/2025-2026/D
Name of work : **Restoration of Paver Block Footpath near 7/1/C, Lindsay Street, 5/23, Grant Street etc. and surrounding area in Ward No. 46.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **3,98,847.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/VI/060/045/2025-2026/D
Name of work : **Restoration of I.P.Passage, Concrete & Paver Block Footpath disturbed by P.U.Agency at B/30/H/2 Linton Street, 5/1 Kmber Street, 8/2/1/B Hati Bagan Road and adjacent area in Ward No. 60.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **2,99,676.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **45 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **24.02.2026 – 5 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Tender opened on: **26.02.2026 – 3 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available from **17.02.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). the website **https://etender.wb.nic.in.** (for Sl. No. 1 & 2).

Name of the Department: **Information Technology**
Tender invited & to be received by : **C.M. (IT)**
NIT No. : KMC/IT/18/2025-2026
Name of the work : **Supply, Installation and Commissioning of i5 High-End Desktop Computers for Puroshree Work under Municipal Secretary Department, KMC.** Estimated Cost : ₹ **1,71,000.00.** Earnest Money Deposit: ₹ **3,420.00.** Warranty Period : **36 Months.** Last Date & Time for submitting Bids: **28.02.2026 up to 2 p.m.** e-Tender are to be submitted at **https:// wbtenders.gov.in.**

The **Executive Engineer (Water Supply)/S.S.Unit, KMC** invites e-tender online system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-131/12/25-26/S-02/227
Name of work : **Repairing and maintenance of filtered water supply pipelines and its related other works at different places in Ward No. 131 (Br. XIV).** Estimated Amount : ₹ **2,88,628.64.** Earnest Money: ₹ **5,800.00.** Period of Completion : **180 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **26.02.2026 – 1 p.m.** Tender will be opened on: **28.02.2026 – 2 p.m.**

(2) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-117/13/25-26/M-16/228
Name of work : **Repairs to damaged portions of different DIA. S/Main & R/Main Pipe Lines, Changing of defunct S.V. with some allied works near (1) 22A, 6A, 9A/1, B.S.T.Main Road. (2) 313/3, R.B.Rd. etc in Ward No. 117 (Br. XIII).** Estimated Amount : ₹ **1,92,939.04.** Earnest Money: ₹ **3,900.00.** Period of Completion : **18 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **26.02.2026 – 2 p.m.** Tender will be opened on: **28.02.2026 – 3 p.m.**

(3) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-122/29/25-26/M15/229
Name of work : **Repairing of leakages, damaged service mains, cut & flush and allied works at Sodepur Brick Field Road, Sodepur Road near Dhawan Colony, Taj Sporting Club, Sodepur Dakkinpara Club, Laddu Company etc. in Ward No. 122, Br.-XIII.** Estimated Amount : ₹ **2,47,760.46.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion : **30 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **26.02.2026 – 12 Noon.** Tender will be opened on: **28.02.2026 – 1 p.m.** The bid forms and other details are available from **17.02.2026 – 10 a.m.** (for Sl. No. 1). **17.02.2026 – 5 p.m.** (for Sl. No. 2 & 3). The website **https://etender.wb.nic.in.** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Director General (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-tender online Item rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/GRBU/T27R/25-26 (2nd Call)
Name of work : **Complete re-winding, servicing and overhauling of 5.89 cusec submersible Pump motor unit no. 1 at New Santoshpur DPS under GRBU.** Estimated Amount : **Rate to be quoted.** Earnest Money: ₹ **7,200.00.** Period of Completion : **15 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **25.02.2026 – 5 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **18.02.2026 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** For corrigendum etc, if any, the same website has to be seen.

The **Executive Engineer (Water Supply)/Br.-XII (JU), KMC** invites e-tender for the following work: (Submission of Bid through online)
NIT No. : WS/BR-XII/108/25-26/M-13(N) (1st Call)
Name of work : **Maintenance by leak repairing of 600MM DIA filtered water pipe line at Kalikapur More on E.M.Bypass Service Road (Eastern Flank) by M.S.Jacketing in Ward No. 108, Br-XII.** Estimated Amount (including GST and CESS) : ₹ **2,51,103.30.** Earnest Money: ₹ **5,200.00.** Time of Completion : **5 days.** Last Date and Time of online submission of Tender: **24.02.2026 at 11 a.m.** Date and Time of Online Open of Tender : **26.02.2026 at 1 p.m.** For full and further details, please visit the websites **https://www.wbtenders.gov.in** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/849 (1st Call)
Name of work : **Repairing of damaged road surface at Rail Line Road from Gandhi Maidan to KMW & SA Booster Pumping Station in Ward No. 138, under Br-XV.** Estimate Amount (including GST & CESS) : ₹ **4,17,660.79.(Excl. Contingency Amt.)** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion : **30 days.** Last Date and Time of submission of all Bids : **26.02.2026 – 12 Noon.** The Bid forms and other details are available on and from : **18.02.2026 (12 Noon)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No. : VI/046/001/26-27/PITCOVER
Name of work : **Replacement of damaged/broken/missing pit covers to avoid accidents in Ward No. 46.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **365 days.**

(2) NIT No. : VI/047/001/26-27/PITCOVER
Name of work : **Replacement of damaged/broken/missing pit covers to avoid accidents in Ward No. 47.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **1,75,000.00.** Earnest Money: ₹ **3,500.00.** Period of Completion : **365 days.**

(3) NIT No. : KMC/VI/051/001/26-27/PITCOVER
Name of work : **Replacement of damaged/broken/missing pit covers to avoid accidents in Ward No. 51.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **365 days.**

(4) NIT No. : KMC/VI/052/001/26-27/PITCOVER
Name of work : **Replacement of damaged/broken/missing pit covers to avoid accidents in Ward No. 52.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **365 days.**

(5) NIT No. : KMC/VI/051/001/2026-2027/CHOKAGE
Name of work : **Urgent removal of chokages and repairing of damaged/collapsed sewers in Ward No. 51.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **1,50,000.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion : **365 days.**

(6) NIT No. : KMC/VI/052/001/2026-2027/CHOKAGE
Name of work : **Urgent removal of chokages and repairing of damaged/collapsed sewers in Ward No. 52.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **1,50,000.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion : **365 days.**

(7) NIT No. : KMC/VI/053/001/2026-2027/CHOKAGE
Name of work : **Urgent removal of chokages and repairing of damaged/collapsed sewers in Ward No. 53.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **1,50,000.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion : **365 days.**

(8) NIT No. : KMC/VI/061/001/2026-2027/PITCOVER
Name of work : **Replacement of damaged/broken/missing pit covers to avoid accidents in Ward No. 61.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,50,000.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion : **365 days.**

(9) NIT No. : KMC/VI/062/001/2026-2027/PITCOVER
Name of work : **Replacement of damaged/broken/missing pit covers to avoid accidents in Ward No. 62.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **3,50,000.00.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion : **365 days.**

(10) NIT No. : KMC/VI/046/001/2026-2027/CHOKAGE
Name of work : **Urgent removal of chokages and repairing of damaged / collapsed sewers in Ward No. 46.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **365 days.**

(11) NIT No. : KMC/VI/047/001/2026-2027/CHOKAGE
Name of work : **Urgent removal of chokages and repairing of damaged / collapsed sewers in Ward No. 47.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **1,50,000.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion : **365 days.**

(12) NIT No. : KMC/VI/053/001/2026-2027/PITCOVER
Name of work : **Replacement of Damaged/Broken/Missing Pit covers to avoid accidents in Ward No. 53.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **365 days.**

(13) NIT No. : KMC/VI/054/001/2026-2027/PITCOVER
Name of work : **Replacement of Damaged/Broken/Missing Pit covers to avoid accidents in Ward No. 54.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,50,000.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion : **365 days.**

(14) NIT No. : KMC/VI/055/001/2026-2027/PITCOVER
Name of work : **Replacement of Damaged/Broken/Missing Pit covers to avoid accidents in Ward No. 55.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **3,75,000.00.** Earnest Money: ₹ **7,500.00.** Period of Completion : **365 days.**

(15) NIT No. : KMC/VI/060/001/2026-2027/PITCOVER
Name of work : **Replacement of Damaged/Broken/Missing Pit covers to avoid accidents in Ward No. 60.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,50,000.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion : **365 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **23.02.2026 – 3 p.m.**(for Sl. No. 1 to 15). Tender opened on : **25.02.2026 – 3p.m.** (for Sl. No. 1 to 15).

(16) NIT No. : KMC/VI/APAS/01/163/61/0001 (2nd Call)
Name of work : **Repairing of drainage system and other ancillary civil work from 2A/H/19 to 2A/H/46 Chatu Babu Lane & adjacent area in Ward No. 55.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **4,62,706.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **40 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **21.02.2026 – 3 p.m.**(for Sl. No. 16). Tender opened on : **23.02.2026 – 3p.m.** (for Sl. No. 16). The Bid forms and other details are available on and from : **16.02.2026 (6 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 16). from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 16).

The **Executive Engineer (Civil)/BR-VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/VII/59/APAS/1/163/209/2
Name of work : **Improvement of drainage system and passage at 31, Gobra Gorosthan Road in Ward No. 59.** Estimate cost (including GST & CESS) : ₹ **3,49,674.54.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion : **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/VII/59/APAS/1/163/203/1
Name of work : **Improvement of drainage system and passage at 4/D, Gobra Road in Ward No. 59.** Estimate cost (including GST & CESS) : ₹ **3,49,844.04.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion : **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/VII/59/APAS/1/163/198/1
Name of work : **Improvement of passage by laying cement concrete at 1/1/H/8, Dehi Srirampur Road in Ward No. 59.** Estimate cost (including GST & CESS) : ₹ **3,49,862.38.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion : **45 days.**

(4) NIT No. : KMC/VII/59/APAS/1/163/249/2
Name of work : **Enlargement of sewer and improvement of passage at 42C/H/4, Tiljala Road in Ward No. 59.** Estimated cost (including GST & CESS) : ₹ **4,99,589.88.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **45 days.**

(5) NIT No. : KMC/VII/63/APAS/1/159/25/0001
Name of work : **Improvement of road side garden at Shakespeare Sarani in Ward No. 63.** Estimated cost (including GST & CESS) : ₹ **4,98,890.80.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/VII/59/APAS/1/163/209/1
Name of work : **Improvement of passage at by laying cement concrete at 28/3, Gobra Gorosthan Road in Ward No. 59.** Estimated cost (including GST & CESS) : ₹ **1,99,815.63.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **40 days.**

(7) NIT No. : KMC/VII/066/APAS/01/149/5/0002 (2nd Call)
Name of work : **Improvement of road by providing paver block near 52 P G J Khan Road and etc. in Ward No. 66.** Estimated cost (including GST & CESS) : ₹ **3,95,664.63.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion : **45 days.**

(8) NIT No. : KMC/VII/066/APAS/1/149/63/3 (2nd Call)
Name of work : **Improvement of Kerb and Channel near 30/7 to 30/20 Raicharan Ghosh Lane in Ward No. 66.** Estimated cost (including GST & CESS) : ₹ **1,79,638.90.** Earnest Money: ₹ **3,600.00.** Period of Completion : **30 days.**

(9) NIT No. : KMC/VII/066/APAS/01/149/68/0002 (2nd Call)
Name of work : **Improvement of Kerb and Channel at 6/9, 6/13, 6 Kustia Road and etc. in Ward No. 66.** Estimated cost (including GST & CESS) : ₹ **1,98,738.76.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(10) NIT No. : KMC/VII/066/APAS/01/149/73/0004 (2nd Call)
Name of work : **Enlargement of drainage system and restoration of passage near 42A/2 Topsia Rd and etc. in Ward No. 66.** Estimated cost (including GST & CESS) : ₹ **2,38,787.36.** Earnest Money: ₹ **4,800.00.** Period of Completion : **30 days.**

(11) NIT No. : KMC/VII/066/APAS/01/149/75/0002 (2nd Call)
Name of work : **Improvement of drainage line and restoration of passage from 9 to 14 Tiljala Ln and etc in in Ward No. 66.** Estimated cost (including GST & CESS) : ₹ **3,96,272.57.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion : **45 days.**

(12) NIT No. : KMC/VII/066/APAS/01/149/86/0003 (2nd Call)
Name of work : **Improvement of Passage at 6/2F Sapgachi 2nd Ln and surroundings in Ward No. 66.** Estimated cost (including GST & CESS) : ₹ **1,49,971.30.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(13) NIT No. : KMC/VII/059/APAS/01/163/223/0001
Name of work : **Enlargement of sewer at 28, Mahendra Roy Lane in Ward No. 59.** Estimated cost (including GST & CESS) : ₹ **4,99,972.15.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **45 days.**

(14) NIT No. : KMC/VII/059/APAS/01/163/223/0002
Name of work : **Improvement of passage (Disturbed due to Sewer) at 28, Mahendra Roy Lane in Ward No. 59.** Estimated cost (including GST & CESS) : ₹ **2,19,566.73.** Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion : **45 days.**

(15) NIT No. : KMC/VII/059/APAS/01/163/204/0002
Name of work : **Repairing of bathing platform at 37/4, 39/1/B Dr Suresh Sarkar Road in Ward No. 59.** Estimated cost (including GST & CESS) : ₹ **1,99,189.99.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **45 days.**

(16) NIT No. : KMC/VII/059/APAS/01/163/206/0001
Name of work : **Repairing of bathing platform at 2/2H, Tiljala Road and surroundings in Ward No. 59.** Estimated cost (including GST & CESS) : ₹ **1,99,833.36.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **45 days.**

(17) NIT No. : KMC/VII/59/APAS/1/163/247/1
Name of work : **Repairing of Passage at 42 F, 42G and 42H Tiljala Road in Ward No. 59.** Estimated cost (including GST & CESS) : ₹ **2,99,747.32.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **45 days.**

(18) NIT No. : KMC/VII/59/APAS/1/163/232/4
Name of work : **Enlargement of sewer at 11/2, Rai Charan Pal Lane in Ward No. 59.** Estimated cost (including GST & CESS) : ₹ **3,49,620.72.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion : **45 days.**

(19) NIT No. : KMC/VII/59/APAS/1/163/232/5
Name of work : **Improvement of passage at 11/2, Rai Charan Pal Lane (Disturbed Due to Sewer) in Ward No. 59.** Estimated cost (including GST & CESS) : ₹ **1,36,250.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion : **45 days.**

(20) NIT No. : KMC/VII/58/APAS/01/163/138/0001
Name of work : **Repairing of patch work of passage at 36/1/1, Pulin Khatic Road and its surrounding area in Ward No. 58.** Estimated cost (including GST & CESS) : ₹ **2,99,604.62.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **45 days.**

(21) NIT No. : KMC/VII/59/APAS/1/163/204/1
Name of work : **Improvement of drainage system and passage at 37/5, Dr. Suresh Sarkar Road in Ward No. 59** Estimated cost (including GST & CESS) : ₹ **4,49,894.65.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion : **45 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **24.02.2026 upto 5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 21). Tender will be opened on **26.02.2026 at 5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 21). The Bid forms and other details are available on and from : **17.02.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 21). from the website **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app** (for Sl. No. 1 to 21). **(2250/25-26)**

BERUGRAM GRAM PANCHAYAT
BOWAI : PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender No:-07/ BGP/2025-26, Dated-14/02/2026.
The Prodhan, BERUGRAM GRAM PANCHAYAT invites e-tender for the 9 (Nine) different works at different places. Document download/sell date from 16/02/ 2026 from 18.00 hrs. up to 23/02/ 2026 up to 09.00 a.m. Bid submission starting from 16.02.2026 from 18.00 a.m. up to 23.02.2026 up to 10.00 a.m. Bid Opening Date 25.02.2026 at 1.00 p.m. For details please contact at GP office and visit website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Berugram Gram Panchayat

Onda-II Gram Panchayat
Onda, Bankura
Notice inviting e-Tender No. 1) NIeT-11/2025-26 (Tender ID- 2026_ZPHD_1006489) Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 3 (THREE) works. last date of documents download & bid submission **23rd feb 2026 at 6.30 p.m** for details plese visit website **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat
Onda, Bakura

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং ঃ বিএমএফ-০৩-০৫-ফ্যাব্রিকেশন ২৪০০, তারিখ ঃ ১১.০২.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, বগি ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরি, পূর্ব রেলওয়ে, ৮৮/১, অধর দাস রোড, বজবজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১৩৭ কর্তৃক **টেন্ডার নংঃ বিএমএফ-০৩-০৫-ফ্যাব্রিকেশন ২৪০০** -এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/ সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** বগি ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরি, পূর্ব রেলওয়ে, বজবজ-এ আউটসোর্সিং -এর মাধ্যমে এলএইচবি বগি ফ্রেম ফ্যাব্রিকেশনের কাজ। **দরপ্রস্তাব প্রদানের পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৪,৭০,৫৪,৪০০.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৩,৮৫,৩০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ১২০ দিন। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময় ঃ** ১১.০২.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা ২৯ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ১৯.০২.২০২৬। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০৩.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা। যে ওয়েবসাইটে বিশদ পাওয়া যাবে ঃ **www. ireps.gov.in**
MISC-397/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways. gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

KUMIRMORAH GRAM PANCHAYAT
Under Chanditala–I Block
KUMIRMORAH, HOOGHLY.
Email:kumirmorahgp@gmail.com
e-NIT No. KGP/568/2025-26, Date:-20.02.2026
The Prodhan, Kumirmorah Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Kumirmorah Gram Panchayat for the 2(Two)Nos. different works. Fund: 15th CFC (Tied Grant). Last date of submission of Bid (online) 18.02.2026 up to 4.00 PM. Time & date for opening technical Bid/Bids online 19.02.2026 at 4.00 P.M. For details please visit website **https:// etenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Kumirmorah Gram Panchayat.

Office of the Kapasharia Gram Panchayat
Notice Inviting E-Tender
Online Tenders are invited from experienced and resourceful bidders for the following works: **175/KGP, Sl. No. 1 to 7.** Last date of uploading of asking documents as per NIT (online) on or before **26/02/2026 up to 11 AM**. Date of Opening of Tender (online)for Technical on **28/02/2026 at 11 A.M.** & Financial **at 1 P.M.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Kapasharia Gram Panchayat

OFFICE OF THE PURULIA-I DEVELOPMENT BLOCK
At-Chakda, Kotloi, Purulia, 723102.
Memo. No. 509/BDO/P-I — Dated: 16/02/2026
Notice
Block Development Officer, Purulia-I Development Block invites E-tender as follows: **NIeT No.- WBPUR/EO/Niet-46/25-26** dt. 16.02.2026, for 01no. schemes **(Tender ID 2026_DM_5012217_1 to 2026_DM_5012217_5) under BEUP, 15th FC & APAS** within the jurisdiction of Purulia-I Development Block. Last Date of tender submission is 23.02.2026 up to 06:55 pm respectively. Details may be obtained from website: https:// tenders.wb.gov.in.
Sd/-
Block Development Officer
Purulia-I Development Block

রুপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড
45/B, শুভম কমপ্লেক্স, ১ম A মেইন, জেপি নগর ৩য় ফেজ, বেঙ্গালুরু – 560078
সোনা নিলাম বিজ্ঞপ্তি
ঋণগ্রহীতা ও সাধারণ জনগণকে জানানো যাচ্ছে যে, নির্দিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে বন্ধক রাখা সোনা, ঋণ পরিশোধ না করার কারণে নিলামে তোলা হবে।
LOS ID: **3298832**
নিলামের তারিখ: **[20/03/2026]**
অনলাইন লিঙ্ক: **https://www.auctiontiger.in/**
নির্ধারিত তারিখে নিলাম না হলে, রুপীক কোনও অতিরিক্ত নোটিশ ছাড়াই পরবর্তীতে ই-নিলাম বা ব্যক্তিগত বিক্রি করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন - 1800 419 8000
এসডি/- অনুমোদিত অফিসার — রুপিক ক্যাপিট্যাল প্রাইভেট লিমিটেড

অসমে প্রস্তাবিত টুইন-টিউব আন্ডারওয়াটার টানেল হবে ভারতের প্রথম রেল-কাম-রোড টানেল ঃ মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) ব্রহ্মপুত্র নদের তলদেশ দিয়ে গহপুর-নুমলিগড় প্রস্তাবিত টুইন-টিউব আন্ডারওয়াটার টানেল হবে ভারতের প্রথম রেল-কাম-রোড টানেল। কেন্দ্রীয় সরকারের

অনুমোদিত ১৮,৬৬২.০২ কোটি টাকার এই আন্ডারওয়াটার টানেল প্রকল্প সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমের সামনে বিস্তারিত উপস্থাপনা করতে গিয়ে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা।আজ রবিবার রাজ্য সচিবালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রস্তাবিত টুইন-টিউব আন্ডারওয়াটার টানেলকে অসমের জন্য বড় জয় এবং রাজ্যের জন্য এক রূপান্তরমূলক প্রকৌশল মাইলফলক হিসেবে বর্ণনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী জানান, দুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। তিনি বলেন, ভারতের প্রথম রেল-কাম-রোড আন্ডারওয়াটার টানেলটি ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর চতুর্থ রেল-কাম-রোড। প্রকল্পটি জার্মানি ও ডেনমার্কের মধ্যে নির্মীয়মাণ ফেহমার্নবেল্ট লিংক-এর পর বিশ্বে দ্বিতীয়। ৩৩.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এই করিডরটি উত্তর তীরের ১৫-এ নম্বর জাতীয় সড়কে অবস্থিত গহপুরকে দক্ষিণ তীরের ৭১৫-এ নম্বর জাতীয় সড়ক অবস্থিত নুমলিগড়ের সঙ্গে যুক্ত করবে। এর মধ্যে থাকবে ১৫.৭৯ কিলোমিটার দীর্ঘ জলের নিচে টানেল এবং ১৭.৯১ কিলোমিটার অ্যাপ্রোচ রোড, গোহপুরের পাশে ১০.১৫ কিমি এবং নুমলিগড়ের পাশে ৭.৭৬ কিমি। নির্মাণকাল নির্ধারণ করা হয়েছে পাঁচ বছর, জানান ড. শর্মা।

তিনি জানান, এর নির্মাণব্যয় ধরা হয়েছে ১১,৯৮২.৩৬ কোটি টাকা, আর মোট মূলধনী ব্যয় ১৮,৬৬২.০২ কোটি টাকা। ব্যয়ভার ৮০ঃ২০ অনুপাতে বহন করবে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। নির্মাণব্যয়ের ওপর প্রযোজ্য এসজিএসটি-র ৫০ শতাংশ বহন করবে অসম সরকার, যার পরিমাণ প্রায় ৫৩৯ কোটি টাকা।

টুইন-টিউব কাঠামোয় দুটি পৃথক টিউব থাকবে, প্রতিটিতে দুই লেনের মহাসড়ক। একটি টিউবে রেল-কাম-রোড সুবিধা থাকবে, যেখানে সড়কের ভেতরেই রেললাইন স্থাপন করা হবে। সাধারণ সময়ে টানেলটি চার লেনের সড়ক হিসেবে ব্যবহৃত হবে। জরুরি পরিস্থিতিতে একটি টিউব রেল চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হবে, তখন সেটি দুই লেন সড়ক ও একটি রেললাইন হিসেবে পরিচালিত হবে। নিরাপত্তার জন্য প্রতি ৫০০ মিটার অন্তর ক্রস প্যাসেজ থাকবে। নদীর তলদেশ থেকে প্রায় ৫২ থেকে ৫৭ মিটার (প্রায় ১৭০ থেকে ১৮৭ ফুট) গভীরে টানেলটি নির্মিত হবে। রেলপথের ক্ষেত্রে গহপুরের পাশে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের রঙিয়া ডিভিশনের অধীন রঙিয়া-মুরকংসলেক সেকশনের সঙ্গে এবং নুমলিগড়ের পাশে তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীন ফারকাটিং-মরিয়নি লুপ লাইন সেকশনের সঙ্গে এই টানেল যুক্ত হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রকল্পটি প্রথমে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকার শুধুমাত্র সড়ক টানেল হিসেবে পরিকল্পিত ছিল। পরে যখন বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী মোদীর সামনে উপস্থাপন করা হয়, তখন রেল উপাদান যুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়, যার ফলে এটি বর্তমান রেল-কাম-রোড প্রকল্পে রূপ নিয়েছে এবং মোট ব্যয় দাঁড়িয়েছে ১৮,৬৬২ কোটি টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অব ইন্ডিয়া (এনএইচএআই, বা নাহাই)। সড়ক পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে এনএইচএআই ডিএলসি এবং রেল পরিচালনা করবে ভারতীয় রেলওয়ে। রাজ্য সরকার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং ভারতীয় রেলওয়ে সহ সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সমন্বয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা। প্রভাবের দিক তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে গহপুর থেকে নুমলিগড়ের ২৪০ কিলোমিটার সড়ক, যা পাড়ি দিতে প্রায় ছয় ঘণ্টা সময় লাগে, তা কমে ৩৪ কিলোমিটারে নেমে আসবে এবং সময় লাগবে মাত্র প্রায় ২০ মিনিট। এতে গড় ভ্রমণগতিও দ্বিগুণ হবে। টানেলটি কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান এড়িয়ে বিকল্প রুট প্রদান করে পরিবেশ ও নৌ-চলাচল সুরক্ষিত রাখবে। এছাড়া এটি সীমান্ত সংযোগ ও আন্ত ঃসীমান্ত বাণিজ্য জোরদার করবে, নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর থেকে অরুণাচল প্রদেশের ইটানগরের দূরত্ব ২৬০ কিমি থেকে প্রায় ১৭০ কিমিতে নামিয়ে আনবে, অসম ও অরুণাচল প্রদেশের মধ্যে উচ্চগতির সংযোগ স্থাপন করবে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পর্যটন বাড়াবে এবং নির্মাণকালে প্রায় ৮০ লক্ষ মানব-দিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। এটিকে এক ঐতিহাসিক প্রকৌশল মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই টানেল অসমের দীর্ঘমেয়াদি সংযোগব্যবস্থা, লজিস্টিক দক্ষতা ও কৌশলগত সক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করবে।

দেড় বছর পর খুলনায় আওয়ামি লিগ কার্যালয়ে নেতাকর্মীদের প্রবেশ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শ্রদ্ধা নিবেদন

খুলনা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)ঃ দীর্ঘ ১৮ মাস পরিত্যক্ত থাকার পর খুলনায় আওয়ামি লিগের দলীয় কার্যালয়ে প্রবেশ করেছেন একদল নেতাকর্মী। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র দুদিন পর আজ রবিবার বিকালে দলীয় কার্যালয়ে প্রবেশ করেছেন নেতা ও কর্মীরা। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকাল প্রায় পৌনে পাঁচটার দিকে সোনাডাঙা থানা আওয়ামি লিগের যুগ্ম সম্পাদক টিএম আরিফের নেতৃত্বে একদল নেতা ও কর্মী নগরীর দলীয় কার্যালয়ের নীচের তলার কলাপসিবল গেটের তালা খুলে দোতলায় প্রবেশ করেন। তাঁরা কার্যালয়ের সামনের খোলা চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে শেখ মুজিবুর রহমান এবং শেখ হাসিনার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। এ সময় তাঁরা 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান দিয়ে কিছুক্ষণ অবস্থান করার পর পুনরায় কার্যালয়ে তালা লাগিয়ে চলে যান। ছিলেন রাশেদ সরদার, জাহাঙ্গির হোসেন সহ পরিচিত বেশ কয়েকজন। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের সময় ক্ষুব্ধ জনতা এই কার্যালয়টিতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছিল। সে থেকে দীর্ঘ দে। বছর ধরে ভবনটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। আজ ঘটনাটি ঘটার পর-পরই স্থানীয়রা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছবি ও ভিডিও লাইভ প্রচার করলে তা দ্রুত ভাইরাল হয়। খবর পেয়ে উসুক জনতা ও সংশ্লিষ্টরা ঘটনাস্থলে ভি। জমাতে শুরু করেন। এদিকে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আহমদ হামিম রাহাত। তিনি বলেন, ' শেষ হওয়ার মাত্র দু দিনের মাথায় আদালতের নির্দেশে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ একটি সংগঠনের এমন তপরতা আমাদের উদ্বিগ্ন করেছে। সব ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রম স্থগিত থাকা সত্বেও এই দুঃসাহস দেখানোর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো মহলের ইন্ধন রয়েছে।' তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, নিষিদ্ধ গোষ্ঠীর এ ধরনের অপতপরতা বন্ধ না হলে ছাত্র-জনতা আবারও রাজপথে নামতে বাধ্য হবে। ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সংশ্লিষ্ট ।

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, Debki Prasad (Good Name- PAN & Aadhar Card), W/o.- Ramesh Prasad, D/o.-Rupchand Chowdhury, R/o.- 17, Stn. Rd. Station Pally, P.O.- Dankuri, Hooghly-712311, that in my some docs. my nick name has been wrongly recorded as Dabasree Prasad in place of Debki Prasad. vide an Affidavit No.17024, dtd. 07.08.2025, before the Ld. 1st Class, Judicial Magistrate, Calcutta. That, Debki Prasad & Dabasree Prasad (Nick Name) both are same & one identical person.

NAME CHANGE

I Moktar Hosen (old name) W/O Mokateyar Hossain resident of Vill Rasulpur PO Shibkrishnapur.Ps Kushmandi Dist South Dinajpur West Bengal Pin 733132 do hereby declared that I have changed my name from Moktar Hosen to Mamluka Khatun and henceforth I shall be known as Mamluka Khatun (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/02/2026.My name Mamluka Khatun & Mokter Hosen both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I Harej Mandal (old name) S/O Basiruddin Sk resident of VILL Islampur Natunpara PO + PS Islampur Dist Murshidabad West Bengal Pin 742304 do hereby declared that I have changed my name from Harej Mandal to Harez Sk and henceforth I shall be known as Harez Sk (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore Court on 13/02/2026. My name Harez SK & Harej Mandal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Hafejrasedul Alam Laskar S/o Haji Shaokat Alam Laskar residing at Vill.Manikpur, P.O. Delta Mill, P.S. Sankrail, Dist.Howrah-711309 West Bengal, India West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Hafejrasedul Alam Laskar instead of Hafiz Rasudul Alam Laskar and my wife's actual name Parvin Sultana Khatun instead of Parven Sultana vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Sadar Howrah vide Affidavit Dated 14-12-2022. Hafejrasedul Alam Laskar and Hafiz Rasudul Alam Laskar both are same and one identical person. Parvin Sultana Khatun and Parven Sultana both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,SK AINUL ALAM S/o Sk abul fajal residing at Vill-Paschim Kumirmora,Ostagarpara P.S.-Chanditala. Dist-Hooghly Pin-712704 (W.B.) West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name SK AINUL ALAM instead of SK INUL ALAM, my wife's actual name Sk Saharina begum, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Serampore dated on 02/02/2026. SK AINUL ALAM and SK INUL ALAM , my wife's actual name Sk Saharina begum both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SHAIK RAJU, S/o SHAIK SIDDIQI, residing at - Vill-Kharsarai Muslimpara, P.O – Kharsarai, P.S-Chanditala, Dist – Hooghly, West Bengal, Pin-712304, do hereby solemnly affirm and declare my correct name SHAIK RAJU, S/o SHAIK SIDDIQI instead of SHAIK RAJAB ALI, S/o SHAIK SIDDIQI as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, at Serampore , affidavit No- 813 dated on 14.01.2026. That SHAIK RAJU, S/o SHAIK SIDDIQI and SHAIK RAJAB ALI, S/o SHAIK SIDDIQI is the same one and identical person

NAME CHANGE

I, Ramoni Kanta Halder (old name) son of Purna Halder, residing at Vill: Takshali, P.O. –Beara, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743251, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ramani Halder (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 13/02/2026. Ramoni Kanta Halder (old name) and Ramani Halder (new name) both are same and one identical person.

DECLARATION

MD SALIM s/o Md Nasiruddin and SARWARI SHAMSAD w/o md salim. of C-3-69/121. Santoshpur Road, P.s- Rabindra Nagar, Kolkatta-700066 Deed No - 010102/2025 Purchased a Land in Mouza - Garden Reach. R.S sheet No. 3, Ris st R.S& L.R DAG NO-65. L.R Khatian NO.168 area 02. cottas from Power of Attorney holder ATASI MONDAL WIO Avijit mondal.P.O.A.0040/2019 date 21.01.2019. if any body has any objection on mutation of said land.please introm office of B.L & L.R.O, Kolkata K.M.C Building Room No 328 of 5, S.N Baneryee Road. Kolkata-700013 in in writing over email bilroatm@gmal.com within one month from date of this advertisment.

DECLARATION

WE. MD SHAKIL Son of Late SK Shamshad and MUSKAN KASHISH wife of Md Shakil of C-3-69/121 Santoshpur Road Pis - Rabindra Nagar Kolkata - 700066 Deed NO-010103/2025 Purchased a land in Mouge Garden Reach R.S. sheat no.3, R.S & L..R. DAG NO-65, LR Khatian No. 168 area 01 Cottas from Power of Attorney holder ATASI MONDAL, w/o Avijit mondal. POA NO.0040/2019 date 24.1.2019. if anybody has any objection on Mutation of said Land Please inform office of BL& LRO, Kolkataa K.M.C Building Room No. 328 of 5, S. N Banerjee Road. Kolkata - 700013 in writing over email bilroatm@gmal.com within one month from date of this advertisment.

NAME CHANGE

I, Aindrila Bhattacharjee (old name) wife of Syamal Goswami, residing at 132/1, Madral Road, Near Battala Shani Mandir, Subarnanagar, Barrackpore, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743129, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Aindrila Goswami (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 13/02/2026. Aindrila Bhattacharjee (old name) and Aindrila Goswami (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,Clara Gomes @Dipti Gomes W/o Late Ashim Gomes Residing at 3/C,Chatu Babu Lane, Beniapukur,Intally, S.O.-Entally, Kolkata,WB-700014.My Son's birth certificate my name recorded as Dipti Gomes.That my name Dipti Clara Gomes as per The telegraph school awards for excellence.But original and correct name is Clara Gomes as per Aadhar that I declared vide an affidavit before the Ld.1st class judicial magistrate at Sealdah. date-16.02.2026.Affidavit no 5217.That Clara Gomes @Dipti Gomes,Dipti Gomes and Dipti Clara Gomes both are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Boby Bibi (old name) W/o- Md Kajimul Saikh residing at Pirpara, Charianantapur, Kaliachak, Dist-Malda, Pin-732201 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from BOBY BIBI to BOBY KHATUN and henceforth I shall be known as BOBY KHATUN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 16/02/2026. BOBY BIBI (old name) and BOBY KHATUN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Pinkue Parui (old name) W/o- Animes Parui residing at Bhayna purbapara, Bhayna, Hanskhali, Dist-Nadia, Pin-741502 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from PINKUE PARUI to PINKI PARAI and henceforth I shall be known as PINKI PARAI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 16/02/2026. PINKUE PARUI (old name) and PINKI PARAI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Santa (old name) W/o- Biswarup Mondal residing at Sattarpur, Chaitanyapur, Beldanga, Dist-Murshidabad, Pin-742134 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SANTA to SANTANA MONDAL and henceforth I shall be known as SANTANA MONDAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 16/02/2026. SANTA (old name) and SANTANA MONDAL (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Munsi Saidulla S/o Md Anam residing at Ram Para, Badsha Para, P.O.-Dakshindihi, P.S.-Jangipara, Dist-Hooghly, Pin-712706 West Bengal, India West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name Md Anam instead of Moah Anamat Ullah alias Anam alias Anam Munsi, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Sadar Hooghly vide Affidavit Dated 26-12-2025. Md Anam, Moah Anamat Ullah, Anam and Anam Munsi all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Bablu Das (Old Name) S/o Late Bhola Nath Das Residing at 28/A, Nafar Chandra Das Road, P.o+P.s - Behala, District - Kolkata, Pin - 700034, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Bablu Kumar Das (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 16-02-2026. Bablu Das(Old Name) and Bablu Kumar Das (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Latika Paul, Rita Paul (Old Name) D/o Nepal Chandra Mukherjee Residing at 26/M Duttabad Road, Salt Lake Bidhannagar CC Block S.O, Bidhannagar CC Block, District - Kolkata, Pin - 700064, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Rita Mukherjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 1195 Dated 29-01-2026. Latika Paul, Rita Paul (Old Name) and Rita Mukherjee (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Baharul Mondal (Old Name) S/o Jaharali Mondal Residing at Vill - Kalupur Dakshinpara, Vtc+P.o - Duttapulia, District - Nadia, Pin - 741504, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Baharulhaqe Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 53/2026 Dated 16-02-2026. Baharul Mondal (Old Name) and Baharulhaqe Mondal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Santosh Kumar Biswas (Old Name) S/o Sudhir Biswas Residing at Bockchara Baikara, Baikara, Gaighata, District - North 24 Parganas, Pin - 743245, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Santosh Biswas (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 52/2026 Dated 16-02-2026. Santosh Kumar Biswas (Old Name) and Santosh Biswas (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rajesh Verma (Old Name) S/o Raj Kumar Verma Residing at 7/2, Pran Krishna Tarkalankar Lane, Shibpur, District - Howrah, Pin - 711102, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Rajesh Kumar Verma (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 48/2026 Dated 16-02-2026. Rajesh Verma (Old Name) and Rajesh Kumar Verma (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rima Verma (Old Name) D/o Rajesh Kumar Verma Residing at 7/2, Pran Krishna Tarkalankar Lane, P.s - Shibpur, District - Howrah, Pin - 711102, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Rima Kumari Verma (New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate (1st Class) at Howrah vide affidavit no 3698/26 Dated 27-01-2026. Rima Verma (Old Name) and Rima Kumari Verma (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sk Jakir Hossain (Old Name) S/o Sk Sabur Ali Residing at Sekhpara, Paigachhi, Balagarh, District - Hooghly, Pin - 712512, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sk Jakir Ali (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 47/2026 Dated 16-02-2026. Sk Jakir Hossain (Old Name) and Sk Jakir Ali (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sankar Das (Old Name) S/o Late Paresh Chandra Das Residing at Chharuhat, Nilganj Bazar, Amdanga Chharuhat, District - North 24 Parganas, Pin - 700121, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Shankarchandra Das (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 46/2026 Dated 16-01-2026. Sankar Das (Old Name) and Shankarchandra Das (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anjali Ajit Dutia (Old Name) W/o Ajit Kumar Dutia Residing at 34, Rowland Road, Flat - 3A, P.o - Elgin Road, P.s - Ballygunge, District - Kolkata, Pin - 700020 West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Anjali A Dutia (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 09-02-2026. Anjali Ajit Dutia(Old Name) and Anjali A Dutia (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ROKHSANA KHATOON @ RUKHSANA KHATOON (Old Name), W/O- MOHAMMAD JAWED AKHTAR, Residing at Santa Dangal Punjabi Para, PO- Burnpur, PS- Hirapur, District - Paschim Barddhaman, Pin - 713325, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as RUKHSANA JAWED (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 16-02-2026. ROKHSANA KHATOON @ RUKHSANA KHATOON (Old Name) and RUKHSANA JAWED (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MUMTAZ AHAMAD (Old Name) S/o MD ISHAQUE Residing at Kajichak Domhani, PS- Domhani, District - Paschim Barddhaman, Pin - 713334 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as MUMTAZ AHMAD (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 16-02-2026. MUMTAZ AHAMAD(Old Name) and MUMTAZ AHMAD (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Jawed Shaikh (Old Name) S/o Gayasuddin Residing at 21/1/1C H/7 Mominpore Road, Khiddirpore, District - Kolkata, Pin - 700023, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Mohammad Jawed Shaikh (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 16-02-2026. Md Jawed Shaikh (Old Name) and Mohammad Jawed Shaikh (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Samiruddin Mohammed (Old Name) S/o Nabi Box Residing at 100/H/22 Dilkhusa Street, Circus Avenue, District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Md Samiruddin (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 51/2026 Dated 16-02-2026. Samiruddin Mohammed (Old Name) and Md Samiruddin (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Incharul Mondal (Old Name) S/o Hosen Mondal Residing at Kulgachi, Daluabari, P.o - Daluabari, District - Nadia, Pin - 741504, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Inchharul Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 79/2026 Dated 10-02-2026. Incharul Mondal (Old Name) and Inchharul Mondal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sujan Bala S/o Late Mahendra Bala Residing at Naoda, Kamalpur, Vtc - Garapota, P.o - Garapota-Nadia, District - Nadia, Pin- 741502, West Bengal India, that my deceased father who previously known as Mahendra Nath Bala (Old Name) shall henceforth be known as Mahendra Bala (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 49/2016 dated 16-02-2026. I declare that my deceased father Mahendra Nath Bala (Old Name) and Mahendra Bala (New Name) is same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kanan Baba (Old Name) W/o Late Mahendra Bala Residing at Nawda Kamalpur, Garapota, Garapota-Nadia, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Kanan Bala (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 50/2026 Dated 16-02-2026. Kanan Baba (Old Name) and Kanan Bala (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kamal E Haque (Old Name) S/o Fiyazul Haque Residing at 13A, Phears Lane, P.o+P.s - Bowbazar, District - Kolkata, Pin - 700012, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Kamal Haque (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 16-02-2026. Kamal E Haque(Old Name) and Kamal Haque (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Manani Dhar (Old Name) D/o Manojendranath Ray W/o Dipankar Dhar Residing at 14/5, Sahapur Colony, P.o+P.s - New Alipore, District - Kolkata, Pin - 700053, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Manini Ray (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 16-02-2026. Manani Dhar (Old Name) and Manini Ray (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abdul Mannan Sanful (Old Name) S/o Kajem Ali Sanfui Residing at Vill+P.o - Sitakundu, P.s - Baruipur, District - South 24 Parganas, Pin - 743387, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Abdul Mannan Sanfui (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 16-02-2026. Abdul Mannan Sanful (Old Name) and Abdul Mannan Sanfui (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Fazila Bibi (Old Name) W/o Abdul Mannan Sanfui Residing at Vill+P.o - Sitakundu, P.s - Baruipur, District - South 24 Parganas, Pin - 743387, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Fajila Bibi (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 16-02-2026. Fazila Bibi(Old Name) and Fajila Bibi (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mayuri Hari, W/o. Sankar Hari, D/o Ganesh Hari, residing at Sarkar Para, Pandanga, Ward-16, P.O. & P.S.-Nabadwip, Dist.- Nadia, Pin- 741302, W B. declared before the J.M. (1st Class) at Nabadwip, Nadia, vide affidavit no. 256, Dt.- 13/11/24, that in the Birth Certificate of my daughter Megha Hari wherein my name spelling has been wrongly recorded as "Asha Hari", it required to be rectified as "Mayuri Hari".

NAME CHANGE

I,MST MAKTUMA KHATUN (old name) W/O - MD MOSARAF HOSSAIN residing at Piprakhali PO - MADHUPUR PO - NOWDA Dist - Murshidabad Pin-742121. West Bengal, do hereby declare that i have changed My name from MST MAKTUMA KHATUN (old name) to MAKTUMA KHATUN (new name) and henceforth, I shall be Known as MAKTUMA KHATUN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore court dated on 16/02/2026. MAKTUMA KHATUN (new name) & MST MAKTUMA KHATUN (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nazrul Shekh (old name) son of Mochababari Sekh, residing at Vill: Bijara, Baghnapara, Kalna, Dist : Barddhaman, Pin: 713501, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Nazrul Seikh (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 13/02/2025. Nazrul Shekh (old name) and Nazrul Seikh (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohmmad Hussain Asthanvi (old name) son of Mohmmad Yasin Asthanwi, residing at 7/2K, Abinash Chowdhury Lane, Kolkata - 700046, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Hussain Asthanwi (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 13/02/2026. Mohmmad Hussain Asthanvi (old name) and Md Hussain Asthanwi (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I BANDANA DALAI W/O MONARANJAN DALAI residing at Vill-Chhota Chaulkhola, P.O.- Chaulkhola, P.S.-Ramnagar, East Medinipur-721455, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SHANTIBALA DALAI as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 13/02/2026. BANDANA DALAI and SHANTIBALA DALAI both are same and identical person.

NAME CHANGE

I TITLI GHOSH W/O ABADEEP DAS residing at BG-1/36, Dhanmath, P.O.-Deshbandhu Nagar, P.S.-Baguiati, North 24 Parganas-700059, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as TITLI GHOSH DAS as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 27, Dated 13/02/2026. TITLI GHOSH and TITLI GHOSH DAS both are same and identical person.

NAME CHANGE

I SK BADSA and SK BADSA ALI S/O SEKH NUR MAHAMMAD residing at Vill-Mahammadpur, P.O.-Kadampukur, P.S.-Rajarhat, North 24 Parganas-700135, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SEKH BADSHA ALI as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barasat, Dist-North 24 Parganas vide affidavit Dated 20/01/2026. SK BADSA and SK BADSA ALI and SEKH BADSHA ALI both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Yousuf Arif (Old Name) son of Fakhruddin Barwaniwala Resident of 39,Sree Dhar Roy Road,Kolkata-700039.W.B have changed my name and shall henceforth be known as Yusuf Barwaniwala (New Name) as declared by the affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 16.02.2026.That Yousuf Arif (Old Name) and Yusuf Barwaniwala (New Name) both are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ASIMA KHATUN (old name) W/O - SAFIKUL ISLAM residing at SAUTAPARA PO - HAZARPUR NABAGRAM PS - KANDI DIST - MURSHIDABAD PIN -742136. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ASIMA KHATUN (old name) to ASIMA BIBI (new name) and henceforth, I shall be Known as ASIMA BIBI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 16/02/2026. ASIMA BIBI (new name) & ASIMA KHATUN (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Golok Sk (old name) S/O - Late Ahammed Sk residing at 14 Bihari Dr lane Po & Ps - Berhampore Dist - Murshidabad Pin -742101. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from Golok Sk (old name) to Sk Salauddin Ahamed (new name) and henceforth, I shall be Known as Sk Salauddin Ahamed (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the SDEM 1 Class at Berhampore (Msd) court on 19/12/2025. Sk salauddin Ahamed (new name) & Golok Sk (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Salauddin Ahamed&Golok Sk & Md Salauddin Ahamed& Salauddin amed (old name) S/O - Late Ahammed Sk residing at 14 Bihari Dr Lane Po & Ps - Berhampore Dist - Murshidabad Pin -742101. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from Salauddin Ahamed&Golok Sk &Md Salauddin Ahamed&salauddin amed (old name) to Sk Salauddin Ahamed (new name) and henceforth, I shall be Known as Sk Salauddin Ahamed (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the SDEM 1 Class at Berhampore (Msd) court on 19/12/2025. Sk salauddin Ahamed (new name) & Salauddin Ahamed&Golok Sk &Md Salauddin Ahamed & salauddin amed (old name) both name are same and one identical person and my father name ahammed sk and ahmed sk and ahammed, is one single and same identical person.

NAME CHANGE

I, SHAHANAZ KHATUN (old name) W/O - RAJAB ALI residing at HARIHARPARA Po & Ps - HARIHARPARA Dist - Murshidabad Pin -742166. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SHAHANAZ KHATUN (old name) to SAHANAZ KHATUN (new name) and henceforth, I shall be Known as SAHANAZ KHATUN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore court dated on 16/02/2026. SAHANAZ KHATUN (new name) & SHAHANAZ KHATUN (old name) both name are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Ajijul Ali (পুরাতন নাম) পিতা Sk Saugad , গ্রাম পোঃ- মাড়োখানা থানা- খানকুল জেলা - হুগলী, পিন -৭১২৪১৭ পশ্চিমবঙ্গ স্থায়ী বাসিন্দা। এল ডি. ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সদর হুগলী কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা Sekh Ajijul Ali (নতুন নাম) পরিচিত হলাম। গত ১৩ঃ২. ২০২৬ তারিখে (SL- NO 5483) এফিডেভিট বলে Ajijul Ali (পুরাতন নাম) এবং Sekh Ajijul Ali (নতুন নাম) উভয়েই একই ব্যক্তি হইলাম ।

অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের মাধ্যমে

অসম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেলওয়ের পরিকাঠামোর রূপান্তর

মালিগাঁও, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রেল মন্ত্রণালয় ভারতীয় রেলওয়েতে আধুনিক, যাত্রী-বান্ধব রেল পরিকাঠামোর এক নতুন যুগের সূচনা করার জন্য অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম (এবিএসএস) চালু করেছে। এই স্কিমের অধীনে দীর্ঘমেয়াদী, পর্যায়ক্রমে রেলওয়ে স্টেশনগুলির ব্যাপকভাবে বিকাশ করার পরিকল্পনা রয়েছে, যেখানে প্রতিটি নির্বাচিত স্টেশনের জন্য বিস্তারিত মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত করা হবে এবং যাত্রীদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রবেশদ্বার হিসেবে অসম এই অঞ্চলের সবচেয়ে বেশি লাভান্বিত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যেখানে পুনর্বিকাশের কাজ প্রধান নগর কেন্দ্র এবং গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক শহর উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হয়বরগাঁও রেলওয়ে স্টেশনটি অসমের প্রথম সম্পূর্ণ অমৃত ভারত স্টেশনে পরিণত হয়েছে এবং মে ২০২৫-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এটি উদ্বোধন করেন। পুনর্নির্মিত এই স্টেশনটি যাত্রী

সুযোগ-সুবিধা ও পরিকাঠামো উন্নত করার জন্য পদ্ধতিগত ভাবে বাস্তবায়িত করা হবে। এই স্কিমের অধীনে, স্টেশন অ্যাক্সেস এবং চলাচলের জায়গা উন্নত করা, অপেক্ষা কক্ষ এবং শৌচাগার উন্নত করা, যেখানে প্রয়োজন সেখানে লিফট এবং এসকেলেটর স্থাপন করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি করা এবং বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই সুবিধা প্রদানের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। আধুনিক প্যাসেঞ্জার ইনফমেশন সিস্টেম, এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ, বিজনেস মিটিং-এর জন্য নির্দিষ্ট স্থান, ল্যান্ডস্কেপিং এবং উন্নত স্টেশন সম্মুখভাগ, পুনর্বিকাশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই স্কিম ৩৯এক স্টেশন এক পণ্য৩৯ কিয়স্কের মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উসাহিত করেছে, যার ফলে স্থানীয় জনসাধারণের জন্য নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি হয়। অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আওতাধীন অসম এবং সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেলওয়ে ভূদৃশ্যকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জোনে পুনর্বিকাশের জন্য মোট ৯২টি স্টেশন চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ৬০টি স্টেশন এই স্কিমের আওতায় নেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে অসমের ৫০টি স্টেশন, ত্রিপুরায় ৪টি এবং সিকিম, মেঘালয, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মিজোরাম এবং নাগাল্যান্ডের প্রতিটিতে ১টি করে স্টেশন রয়েছে। সুযোগ-সুবিধা, পরিকাঠামো এবং ডিজাইনের ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। বিরাসত বিকাশ নীতির উপর নির্মিত এই স্টেশনটি আধুনিক সুযোগ-সুবিধাগুলিকে অসমীয়া সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সাথে নির্বিঘ্নে মিশ্রিত করেছে। এটি কেবল একটি ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবেই নয়, বরং দিব্যাঙ্গজনের জন্য সঠিক পরিকাঠামো সহ বিশ্বমানের সুযোগ- সুবিধাযুক্ত একটি প্রাণবন্ত শহর কেন্দ্র হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে। অসমে, একাধিক ডিভিশনে কাজের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে, ফকিরাগ্রাম স্টেশন ৮৮, কোকরাঝাড় ৭৮, ধুবড়ী ৮০ এবং গৌরীপুর ৮২ কাজ সম্পূর্ণ করেছে। রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে, মাজবাট রেলওয়ে স্টেশন ৯৮ সম্পূর্ণ হয়েছে, যেখানে বিশ্বনাথ চারিয়ালী স্টেশন ৯৭ অগ্রগতি অর্জন করেছে। লামডিং ডিভিশনের অধীনে, চাপরমুখ স্টেশন ৮৫ অগ্রগতি অর্জন করেছে। এদিকে, তিনসুকিয়া ডিভিশনে, উত্তর লখিমপুর স্টেশন এবং সিমলুগুড়ি জংশন প্রতিটি ৬৫ ভৌত অগ্রগতি অর্জন করেছে। মেঘালয়ে, রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে মেন্দিপথার স্টেশনের পুনর্বিকাশে ৭৩ অগ্রগতি হয়েছে। অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম, দ্রুতভাবে উন্নয়নশীল দেশের চাহিদা পূরণ করার জন্য ভারতের রেলওয়ে পরিকাঠামোকে রূপান্তরিত করার দিকে একটি বড় পদক্ষেপ।

টাটানগর-কাটিহার-টাটানগর হোলি স্পেশাল

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারীঃ নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুসারে টাটানগর-কাটিহার-টাটানগরের মধ্যে হোলি স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছেঃ০৮১৮১ টাটানগর-কাটিহার হোলি স্পেশাল ট্রেনটি ০২.০৩.২০২৬ থেকে ৩০.০৩.২০২৬ পর্যন্ত প্রতি সোমবার টাটানগর থেকে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ০৭.৩০ মিনিটে কাটিহারে পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮১৮২ কাটিহার-টাটানগর স্পেশাল ট্রেনটি ০৩.০৩.২০২৬ থেকে ৩১.০৩.২০২৬ পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার কাটিহার থেকে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ০৪.৩০ মিনিটে টাটানগরে পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটি দক্ষিণ-পূর্ব রেলের চান্ডিল, মুরি এবং বোকারো স্টিল সিটিতে স্টপেজ করবে।

মালদায় জোড়া আসনে মৌসম? জয়ের সংশয়ে জেলা কংগ্রেসে বাড়ছে চাপা অস্বস্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মালদার রাজনীতিতে ফের চর্চার কেন্দ্রে মৌসম বেনজির নুর। যাঁকে ঘিরে একসময় আশার আলো দেখেছিলেন জেলা কংগ্রেস

নেতারা, আজ তাঁকেই নিয়ে দানা বাঁধছে সংশয়। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রার্থী বাছাই ঘিরে মালদার কংগ্রেস শিবিরে শুরু হয়েছে জোর কানাঘুষো। একটি আসনে লড়ে হারার ঝুঁকি এড়াতে তাঁকে কি জোড়া আসনে প্রার্থী করা হবে? এমন ভাবনাই নাকি জেলা কংগ্রেস কমিটির তরফে প্রদেশ নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে খবর। প্রদেশ কংগ্রেস এবং দিল্লির হাইকমান্ডের চূড়ান্ত অনুমোদন মিললেই মালদার সুজাপুর ও মালতিপুর- এই দুই বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই প্রার্থী হতে পারেন প্রাক্তন সাংসদ মৌসম বেনজির নুর। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই প্রস্তাবের নেপথ্যে রয়েছে গভীর অনিশ্চয়তা। কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান, তারপর আবার কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন- পরপর দলবদলের ঘটনায় সাধারণ ভোটারদের একাংশের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। নিচুতলার কর্মীদের মধ্যেও ক্ষোভ ও অস্বস্তি রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। দলবদলের এই ইতিহাস মৌসমের রাজনৈতিক ভাবমূর্তিকে কতটা প্রভাবিত করেছে, তা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠছে জেলা কংগ্রেসের অন্দরে। প্রয়াত এবিএ গনি খান চৌধুরির ভাগ্নী হিসেবে একসময় যাঁর রাজনৈতিক পরিচিতি ছিল উজ্জ্বল, সেই মৌসমকেই এখন ঘিরে সংশয়ের মেঘ। মালদায় কংগ্রেসের সংগঠনগত দুর্বলতা নতুন নয়। বরকত গনি খান চৌধুরির সময়ে যে সংগঠন শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়েছিল, গত কয়েক বছরে তা অনেকটাই ক্ষয়প্রাপ্ত। বামেদের সঙ্গে জোট না থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সিপিএম পাশে থাকলে হয়তো কিছু বামপন্থী ভোট কংগ্রেসের ঝুলিতে আসতে পারত। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে 'হাত' শিবির কার্যত একলা লড়াইয়ের পথে। সেই অবস্থায় প্রার্থীদের জামানত রক্ষা করাই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে বলেও আশঙ্কা। জেলার মোট ১২টি বিধানসভা আসনের একটিও কংগ্রেসের জন্য নিশ্চিত নয় বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এই অনিশ্চয়তা শুধু বিরোধীদের মূল্যায়ন নয়, গনি পরিবারের অন্দরেও নাকি একই শঙ্কা কাজ করছে। জেলার রাজনীতিতে গনি পরিবারের প্রভাব এখনও অস্বীকার করা যায় না। সাংসদ ইশা খান চৌধুরী, যিনি বর্তমানে জেলা কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্বও সামলাচ্ছেন, তিনিই নাকি মৌসমকে দলে ফিরিয়ে এনে তাঁর কাঁধে ভর করে সংগঠনে নতুন গতি আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই কৌশল কতটা ফলপ্রসূ হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এবারের নির্বাচনে এসআইআর ইস্যু যে বড় ভূমিকা নিতে চলেছে, তা স্পষ্ট। এই আবহে তৃণমূল ও বিজেপি যখন সম্মুখসমরে নেমে পড়েছে, তখন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বকে সেভাবে মাঠে সক্রিয় দেখা যাচ্ছে না- এমনই মত রাজনৈতিক মহলের। ফলে ভোটের ময়দানে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে বেগ পেতে হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে। এই পরিস্থিতিতে মৌসমকে জোড়া আসনে প্রার্থী করার প্রস্তাব কার্যত কংগ্রেসের আত্মবিশ্বাসের ঘাটতিকেই সামনে এনে দিচ্ছে বলে মনে করছেন অভিজ্ঞ মহল। একটি আসনে জয় নিয়ে সংশয় থাকলে দু'টি আসনে লড়াই করে অন্তত একটি আসন নিশ্চিত করার কৌশল- এমন ভাবনাই কি জেলা নেতৃত্বকে এই প্রস্তাব দিতে প্ররোচিত করেছে? যদিও এই বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি সাংসদ ইশা খান চৌধুরী। জেলা কংগ্রেস সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই সম্ভাব্য প্রার্থীদের একটি তালিকা প্রদেশ নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং তাতেই মৌসমের নাম দু'টি কেন্দ্রের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে - ভোটাররা কী ভাবছেন? দলবদলের পর মৌসম কি আবার আগের মতো গ্রহণযোগ্যতা ফিরে পেয়েছেন? নাকি রাজনৈতিক অস্থিরতার ছাপ তাঁর ইমেজে স্থায়ী দাগ কেটেছে? মালদার কোতোয়ালি বাড়ির অন্দর থেকে শুরু করে চায়ের দোকানের আড্ডা- সর্বত্রই এখন এই আলোচনা।

ধান উৎপাদনে বাঁকুড়া এবছর রাজ্যের শীর্ষস্থানে

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ধান উৎপাদনের নিরিখে বাঁকুড়া এবছর রাজ্যের শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলার 'ধানের ভাণ্ডার' হিসেবে পরিচিত পূর্ব বর্ধমানকে পিছনে ফেলে এই সাফল্য অর্জন করেছে ওই জেলা। কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এ বছর বাঁকুড়ায় ধানচাষের আওতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। মোট প্রায় ৩.৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধানচাষ হয়েছে। গড় ফলন হয়েছে প্রতি হেক্টরে প্রায় ৫ টন। ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে এতদিন পূর্ব বর্ধমান ছাড়াও মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলি, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাগুলি রাজ্যে অগ্রগণ্য ছিল। সেই তালিকায় এ বার গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিল বাঁকুড়া।

উত্তরের নদীগুলিতে জলধারণ ক্ষমতা বাড়াতে সেচ দপ্তরের উদ্যোগ

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তরবঙ্গের নদীগুলির জলধারণ ক্ষমতা বাড়াতে সেচ দপ্তর নতুন মডেলে রাজ্যের কোষাগার থেকে কোনও খরচ না করিয়েই পলি তোলার কাজ শুরু করতে চলেছে। সেচমন্ত্রী মানস ভূঁইয়া জানান, এই 'নো কস্ট' মডেলে বনাঞ্চলের বাইরে মোট ১১৪.৭৬ কিলোমিটার নদীপথে বর্ষার আগেই ড্রেজিং করা হবে। বর্ষার পরে আরও ২৪.৩৫ কিলোমিটার নদীপথে পুনরুজ্জীবনের কাজ হবে। পাশাপাশি বন দপ্তরের তরফে ৭৮.০৩ কিলোমিটার নদীপথে ড্রেজিংয়ের দায়িত্ব নেওয়া হবে। এর সঙ্গে ভাঙনপ্রবণ নদীতীর ধরে মোট ১৩৬ কিলোমিটার এলাকায় গাছ লাগানো হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বর্ষার পরে আরও ৬৩ কিলোমিটার এলাকায় বৃক্ষরোপণ করা হবে। গত বছরের ৪ ও ৫ অক্টোবর প্রবল বৃষ্টিতে ভুটান থেকে নেমে আসা আন্তঃসীমান্ত নদীগুলিতে হড়পা বানের জেরে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় বাঁধ ভাঙন ও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

Tender Reference No:- BAGHAR-II GP/15TH FC UNTIED/312 Date:-16/02/2026
Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of REPAIRING OF ICDS BUILDING at 2 (Two) different places. NAME OF FUND: 15TH FC UNTIED. Bid submission end date 23/02/2026 upto 18.00 P.M. Bid Opening Date (Technical) 27/02/2026 at 09.00 A.M. For details please visit website: https://wbtenders.gov.in.
Sd/- Pradhan
Baghar-II Gram Panchayat
Baghar * Purba-Bardhaman

Notice Inviting Tender No WBPHE/EE/28/HUG/2025 -26/ISAL E SWAB-2026
E-Tender is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte for Holy programime of ISAL-E-SWAB 2026 Bid submission Closing Date 26.02.2026 up to 03.00 pm. For Details, corrigendum/addendum, participating contact undersigned office
Sd/-
Executive Engineer
Hooghly Division, PHE Dte.

e – Tender Notice
e- Tender are invited for works as follows:
1. Name of work:- Annual maintenance work related with High Mast Lighting System installed at Santragachi Bus Terminus under HRBC for 12-Months.
Tender ID - 2026_HRBC_1007832_1
e-NIT No. HRBC/JPM(E)/NIT/18/25-26
2. Name of work:- Urgent replacement of damaged electrical cable and necessary E.I work at exit point -2 of Toll plaza under HRBC.
Tender ID - 2026_HRBC_1007916_1
e-NIT No. HRBC/JPM(E)/NIT/19/25-26
Last date of submission of bid (online) is **24.02.2026** up to 10.00 AM.
Other details may be seen from the website:https://wbtenders.gov.in.
Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

NARUGRAM GRAM PANCHAYAT
(Raina-I Panchayat Samity)
NOTICE INVITING e-TENDER No.:: WB/BWN/RAINA-1/NGP/ 2025-26/09 1st Call
E-Tender are invited by the Prodhan, Narugram Gram Panchayat Raina-I Panchayat Samity,for **Cons. of Plastic Bitumenus Road**. **TENDER ID – 2026_ZPHD_1007175_1**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Narugram Gram Panchayat

TARAKESWAR MUNICIPALITY
CORRIGENDUM E-TENDER NOTICE
The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender of the following tender ID of SBM works under Tarakeswar Municipality :
Construction of CT-PT under SBM of Tarakeswar Municipality

Sl. No.	Tender for	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date
1	2026_MAD_994710_5	23.02.26	25.02.26
2	2026_MAD_994710_6	23.02.26	25.02.26
3	2026_MAD_994710_9	23.02.26	25.02.26
4	2026_MAD_994710_10	23.02.26	25.02.26
5	2026_MAD_994710_11	23.02.26	25.02.26
6	2026_MAD_994710_12	23.02.26	25.02.26
7	2026_MAD_994710_14	23.02.26	25.02.26
8	2026_MAD_994710_17	23.02.26	25.02.26
9	2026_MAD_994710_18	23.02.26	25.02.26
10	2026_MAD_994710_19	23.02.26	25.02.26

Details information will be available from the website-
http://wbetenders.gov.in
Sd/- **Chairman,**
Tarakeswar Municipality

জনতা উন্নয়ন পার্টির জেলা কার্যকর্তা গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ জনতা উন্নয়ন পার্টির কার্যালয়ে জেলা কার্যকর্তা গঠন অনুষ্ঠিত হলো সোমবার। এদিন উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সভাপতি অধ্যাপক সেখ কলিমুদ্দিন, কলকাতা থেকে আগত রওসন সেখ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। এদিন মূলত জেলার বিভিন্ন ব্লক ভিত্তিক কার্যকর্তাদের নাম ঘোষণা করা হয়। সাংবাদিক বৈঠক করে জেলা সভাপতি সেখ কলিমুদ্দিন বলেন, জনতা উন্নয়ন পার্টির মধ্যে হিন্দু, মুসলিম সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষ যুক্ত। এটি একটি ধর্ম নিরপেক্ষ দল। যাদের মূল লক্ষ্য পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকার আদায় করে নেওয়া। দলের সর্বোচ্চ নেতা হুমায়ুন কবির বেলডাঙায় বাবরি মসজিদ গড়ছেন। এটা কোন সরকারি অর্থে তৈরি হচ্ছে না। বাবরি মসজিদ কেন তৈরি করতে চাইলেন হুমায়ুন কবির সাহেব? এর উত্তর সবার জানা। বাবরি মসজিদ নিয়ে সমগ্র মুসলিম সমাজের একটা আবেগ জড়িয়ে আছে। এর সঙ্গে কোন রাজনীতির সম্পর্ক নেই। মুখ্যমন্ত্রী যদি, দীঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরি করতে পারেন, কলকাতায় দুর্গা মন্দির তৈরি করতে পারেন, আবার কোন জায়গায় মহাকাল মন্দির তৈরি করতে পারেন, তাহলে মসজিদ তৈরি করতে দোষ কোথায়। রাম মন্দির তৈরি হয়ে গেল, অথচ বাবরি মসজিদ তৈরি হলো না। সেকারণেই আমাদের সর্বোচ্চ নেতার এই প্রচেষ্টা। এছাড়াও, ওয়াকফ আইন, এস আই আর, ওবিসি এ সহ বিভিন্ন আইন প্রনোয়নে জটিলতার মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে টার্গেট করা হয়েছে। স্পিকারের ইমপিচমেন্ট প্রসেসে কারা কারা বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক দলের পাশে দাঁড়িয়েছে আমরা দেখেছি। আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে। আমাদের দলের সঙ্গে আই এস এফ, সিপিএম এবং মিম পার্টির সঙ্গে কথা হয়েছে। আগামী বিধানসভায় আমাদের ১২ জোটের দল রাজ্যের ২৯৪ টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করাবে এবং তাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী হবেন হুমায়ুন কবির।

প্যাঙ্গোলিনের আঁশ সহ গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মেঘালয় থেকে প্যাঙ্গোলিনের আঁশ নিয়ে এসে জমিয়ে রাখার কাজ চলছিল বহুদিন ধরে। আন্তর্জাতিক পাচারের ছক কষেছিল পাচারকারীরা। তবে বন দফতরের অভিযানে সবটা ভেস্তে গেল। প্যাঙ্গোলিনের আঁশ-সহ জলদাপাড়া বন বিভাগের কর্মীদের জালে তিনজন। প্যাঙ্গোলিনের আঁশযুক্ত শরীর ও মৎস্যাকৃতি গঠনের হয়। এরা বিপদের আভাস পেলে নিজের শরীর গুটিয়ে নেয়। সাধারণত এরা পিঁপড়ে খেয়ে জীবনধারণ করে। একটি প্যাঙ্গোলিনের আঁশ পাচারকারী চক্রের খোঁজ পেয়ে অভিযানে নামে বন দফতর। রবিবার রাতে হাতেনাতে তিনজনকে পাকড়াও করে বনকর্মীরা। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে, রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তীর নেতৃত্বে জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের দক্ষিণ রেঞ্জ এই অভিযান চালায়। রবিবার রাতে আলিপুরদুয়ারের সোনাপুর-জয়গাঁ রোড থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করে বন কর্মীরা। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, ১৯৭২ (সংশোধন ২০২২) এর অধীনে প্যাঙ্গোলিন আঁশ অবৈধভাবে রাখার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মোট ১.৭১০ কেজি প্যাঙ্গোলিন আঁশ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অসমের একজন এবং কোচবিহারের দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম শাহজাহান আলি, সুরজিত দাস, মুকুল রহমান। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, আঁশ মেঘালয় থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলি ভুটান বা নেপালে পাচারের ছক কষা হয়েছিল। অভিযুক্তদের সোমবার আদালতে তোলা হয়।

শিবরাত্রিতে ভক্তিস্রোতে ভাসল জল্পেশ মন্দির! অসম-নেপাল থেকেও ভক্তের সমাগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কড়া নিরাপত্তার চাদরে মোড়া জল্পেশ মন্দিরে। রেকর্ড সংখ্যক ভিড় মহাশিবরাত্রিতে। উৎসবে জমজমাট মন্দির প্রাঙ্গণ। মহাশিবরাত্রিতে ভক্তিস্রোতে মেতে উঠেছে

জলপাইগুড়ির জল্পেশ মন্দির। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শৈবধাম জল্পেশ মন্দিরে সোমবার সকাল থেকেই উপচে পড়ছে ভক্তদের ভিড়। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই দূরদূরান্ত থেকে আসা পুণ্যার্থীদের ঢলে মুখরিত মন্দির চত্বর। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকে অবস্থিত এই প্রাচীন শিবতীর্থে মহাশিবরাত্রি মানেই ভক্তি, নিষ্ঠা আর আবেগের এক অনন্য মিলন। সকাল থেকেই শিবলিঙ্গে জল ঢালতে ও পুজো দিতে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন পুণ্যার্থীরা। ধৈর্য আর বিশ্বাসে ভর করে একে একে তাঁরা প্রবেশ করছেন গর্ভগৃহে। প্রশাসন সূত্রে দাবি, এ বছর ভিড়ের সংখ্যা আগের সব রেকর্ড ছাপিয়ে যেতে পারে। প্রতিবছরের মতো এ বছরও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী রাজ্য অসম এবং প্রতিবেশী দেশ নেপাল থেকেও ভক্তরা আসেন মহাদেবের মাথায় জল ঢালতে। মহাশিবরাত্রিকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে দশ দিনব্যাপী জল্পেশ মেলা। ভক্তিমূলক পরিবেশনা। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে রঙিন আলোয় সাজিয়ে তোলা হয়েছে গোটা মন্দির এলাকা। নিরাপত্তার দিকটিও বিশেষভাবে নজরে রাখা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি মোতায়েন রয়েছে ভলান্টিয়ার ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা। সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে চলছে সার্বক্ষণিক নজরদারি। উল্লেখ্য, জল্পেশ মন্দির সারা বছরই শিবভক্তদের কাছে এক আকর্ষণের কেন্দ্র। বিশেষ করে শ্রাবণ মাসে এখানে ভক্তসমাগম চোখে পড়ার মতো। মহাশিবরাত্রির দিনে সেই ভক্তিস্রোত যেন আরও গভীর, আরও আবেগময় যা জল্পেশকে এক জীবন্ত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় পরিণত করে।

হাওড়ার দীপাঞ্চলবাসীদের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে

অভিজিত হাজরা, হাওড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দীর্ঘদিন ধরেই কংক্রিটের সেতুর স্বপ্ন দেখছিলেন হাওড়ার দ্বীপাঞ্চলবাসীরা। স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য রাজ্যের প্রশাসনিক দপ্তর গুলিতে আবেদন জানিয়ে আসছিলেন দীপাঞ্চলবাসীরা। প্রতি বৎসর দীপাঞ্চলের বাসিন্দারা বন্যার কবলে পড়ে। এলাকাবাসীদের কংক্রিটের সেতু নির্মাণের স্বপ্ন এবার বাস্তবায়িত হচ্ছে। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে দ্বীপাঞ্চলকে যুক্ত করার জন্য কংক্রিটের সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই দীপাঞ্চলের দিকে ওই ব্রীজের স্লাব লাগানোর কাজ শেষ হয়েছে। সেতু নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। দ্বীপাঞ্চলবাসীরা বলছেন, 'সেতু নির্মাণের জন্য যেভাবে দ্রুতগতিতে কাজ হচ্ছে, তাতে করে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না'। এতদিন দ্বীপাঞ্চল এলাকাবাসীরা মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য নৌকার উপর নির্ভরশীল ছিল। নৌকার জন্য অপেক্ষা করতে হত দীর্ঘক্ষণ। এবার আর নৌকার উপর নির্ভরশীল থেকে নৌকার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না বলে দ্বীপাঞ্চল বাসীদের আশা। গ্রামীণ হাওড়া জেলার শেষপ্রান্ত জয়পুর থানা এবং আমতা ২ নং ব্লক তথা আমতা বিধানসভা কেন্দ্রে ভাটোরা এবং ঘোড়াবেড়িয়া - চিৎনান এই দু'টি গ্রাম পঞ্চায়েত অবস্থিত। আর এই দু'টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা রূপনারায়ণ নদ, মুন্ডেশ্বরী নদী এবং হুড়হুড়িয়া খাল দ্বারা বেষ্টিত। এই দু'টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ৭০ হাজার মানুষের বসবাস। হুগলি এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে এই দ্বীপাঞ্চল থেকে নদী পেরিয়ে অল্প সময়ের ব্যবধানে যোগাযোগ করা যায়। ভাটোরা এবং ঘোড়াবেড়িয়া - চিৎনান এই দু'টি পঞ্চায়েতের সঙ্গে মূল ভূখণ্ড কুলিয়া - কে যুক্ত করার জন্য এলাকার বাসিন্দারা বহুদিন ধরেই কংক্রিটের সেতু নির্মাণের জন্য

প্রশাসনিক দপ্তর গুলিতে আবেদন করে আসছিলেন। সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হলেও এই সেতু নির্মাণের নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস আমলে, পরবর্তী সময়ে বাম আমলে ও নির্বাচনের প্রাক্কালে সেতু নির্মাণের আশ্বাস বারংবার দিয়ে ভোট বৈতরণী পার হয়েছেন। নির্বাচন শেষ প্রতিশ্রুতি ঠান্ডা ঘরে। বামফ্রন্ট আমলে ও ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে শুরু করে বিধানসভা নির্বাচন, লোকসভা নির্বাচনের আগে দ্বীপাঞ্চল বাসীদের সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নির্বাচন শেষ। যেমন পরিস্থিতি ছিল তাইই থেকে যায়। অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। দ্বীপাঞ্চল বাসীদের ভুলিয়ে রাখার জন্য একাধিকবার সেতুর শিলান্যাস হয়েছে। কিন্তু শিলান্যাসের শীল পোঁতা হয়েছে। তারপর একটি ও ইঁট পড়েনি। ২০১১ সালে ৩৪ বছরের রাজত্বে থাকা বামফ্রন্টকে পরাস্ত করে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের ক্ষমতায় আসীন হয়। ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল কংগ্রেস দ্বীপাঞ্চলকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে জোড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমতায় একটি সভা থেকে কংক্রিটের সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তার সেই প্রতিশ্রুতির কংক্রিটের সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে সেতু নির্মাণের কাজ চলছে। ২০১৮ সালের জুন মাসে হাওড়া জেলার রিভিউ মিটিং থেকে সেতুটি তৈরি করার বিষয়ে সেচ দফতরকে রিপোর্ট দিতে বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেচ দফতরের রিপোর্টের ভিত্তিতে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সেতু নির্মাণের অনুমোদন মেলে। সেতুটির দৈর্ঘ্য ১৭৮ মিটার এবং চওড়ায় ১২ মিটার। সেতুর দু'ই প্রান্তে অর্থাৎ ভাটোরার দিকে ২৩০ মিটার এবং কুলিয়ার দিকে ২২৫ মিটার অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি হচ্ছে। সেতু ও অ্যাপ্রোচ নির্মাণের জন্য মোট খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা। বছর খানেক আগে সেতু নির্মাণের কাজের সূচনা করেছিলেন রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মন্ত্রী পুলক রায়। সেতু নির্মাণ প্রসঙ্গে আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত পাল বলেন, মুখ্যমন্ত্রী দ্বীপাঞ্চল মানুষদের তাদের স্বপ্নের কংক্রিটের সেতু নির্মাণের কথা দিয়েছিলেন। সেই কথা তিনি রাখলেন।

তমলুকে উচ্চশিক্ষায় বিনামূল্যে কোচিং দেওয়ার উদ্যোগ নিল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এগিয়ে এল রাজ্য সরকার। যোগ্যশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিশেষ কোচিংয়ের ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। রবিবার, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক রাজকুমারী সান্ত্বনাময়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে এই কোচিং ক্যাম্পের উদ্বোধন হয়। এই কেন্দ্রে প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী প্রশিক্ষণ নেবেন। এই কোচিং কর্মসূচি পরিচালনা করছে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ বিভাগ। সহযোগিতায় আছে স্কুলশিক্ষা বিভাগ এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর। জেলায় মোট সাতটি সেন্টারে প্রায় ৩৫০ জন ছাত্রছাত্রী প্রশিক্ষণ নেবেন। রবিবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী, তমলুক পুরসভার চেয়ারম্যান বৈদ্যনাথ সিনহা, ভাইস চেয়ারম্যান সুফিয়া বেগম, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শর্মিষ্ঠা আদক প্রমুখ।

E-Tender Notice
Online Bids are invited for the Year 2025-26 from the bonafied contractors for Listed Works under 15 th F.C and APAS Fund on respect of **NIT No- 91/SUSU/ 2026, 92/SUSU/2026, 93/ SUSU/2026, 94/SUSU/2026,** Dated- **13.02.2026**. Last Date of Paper submission on **23.02.2026** for detail information contact to the undersigned.
Sd/- Prodhan
Susunia Gram Panchayet

e-Tender Notice
e-tender are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Aus-II PANCHAYAT SAMITY, Dist. Purba Bardhaman, from resourceful/bonafide contractors with experience and requisite credential vide **NIeT No- EGP/ 105 Dt-13/02/2026**. Last Dt. of application **24/02/2026 up to 16:00 IST.** For details visit the **website https:// www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Eral Gram Panchayat

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that my client Sri Samar Kumar Adhikary alias Samar Adhikary, son of Late Kalipada Adhikary, residing at Vill – Madhya Jhorehat, P.O. – Jhorehat, P.S. – Sankrail, District – Howrah, Pin – 711304, has sold 06 (six) katha 00 chittak 00 sq. ft. Sali land through his duly constituted Power of Attorney holder Sri Rahul Adhikary, residing at the same address. The said Power of Attorney is registered in Book IV, CD Volume No. 1, Pages 5314 to 5322, being No. 00499 of 2012 in the office of A.D.S.R., Ranihati.
Further, he has sold 16 (sixteen) katha 00 chittak 00 sq. ft. Sali land comprised in J.L. No. 30, L.R. Khatian No. 2540, R.S. Dag No. 1151 corresponding to L.R. Dag No. 1238 of Mouza – Jhorehat, P.S. – Sankrail, under Banipur Gram Panchayat – II, along with 8 ft. wide Kancha common passage, in favour of Sri Subodh Shaw (S/o Late Debi Dayal Shaw) and Sri Punam Kumar Gupta (S/o Late Ramashankar Gupta) by a registered Sale Deed executed before D.S.R., Howrah–I, Book No. 1, Volume No. 0501–2025, Pages 31914 to 31937, being No. 050100902 of 2025.
Any person having objection, claim, or interest regarding the said property or sale is requested to contact the Sankrail B.L.R.O. Office within 30 (thirty) days from the date of publication of this notice, failing which no claim shall be entertained thereafter.

e-Tender Notice
e-tender are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Aus-II PANCHAYAT SAMITY, Dist. Purba Bardhaman, from resourceful/bonafide contractors with experience and requisite credential vide **NIeT No- EGP/ 106 Dt-13/02/2026.** Last Dt. of application **24/02/2026 up to 16:00 IST.** For details visit the **website https:// www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Eral Gram Panchayat

Thanamakua Gram Panchayt
Sankrail,Howrah
54/15TH CFC/TGP/2025-26, 2026_ZPHD_1004741_4, 2026_ZPHD_1004741_3, 2026_ZPHD_1004741_2, 2026_ZPHD_1004741_1. Publish Date: **12-Feb-2026 12:00 PM**. Bid Submission End Date: **20-Feb-2026 12:05 PM**. Bid Opening Date:- **23-Feb-2026 12:10 PM**. **53/ 15TH CFC/TGP/2025-26. 2026_ZPHD_1003596_7, 2026_ZPHD_1003596_6, 2026_ZPHD_1003596_5, 2026_ZPHD_1003596_4, 2026_ZPHD_1003596_3, 2026_ZPHD_1003596_2, 2026_ZPHD_1003596_1**
SD/-PRADHAN
THANAMAKUA GRAM PANCHAYAT

PWD (GOVT. OF WB)
TENDER NOTICE
Executive Engineer, PWD, Howrah Division invites on line Tender for the works: 1. Emergent repairing of roof with Waterproofing Treatment to the Old Collectorate building Howrah during the year 2025 26. Estimated Amount Put to Tender: Rs.4,99,232/- 2. Emergent refurbishment of dilapidated road from Choto Boharia Swasan to Barapara in the District of Howrah during the year 2025-2026. Estimated Amount Put to Tender: Rs.4,98,184/- 3. Repair and maintenance of road along with restoration of flank and other allied work from 3.00 kmp of Makardah Bazar to Begri Chowrasta Road in the district of Howrah during the year 2025-26. Estimated Amount Put to Tender: Rs.4,99,046/- 4. Restoration of carriageway on Salkia Chanditala Road from 9.45 km to 9.80 km in patches and some allied work during the year 2025-2026 Estimated Amount Put to Tender: Rs.4,98,456/- 5. Emergent replacement of damaged roof shed with some allied works at steel godown at Lichubagan Stack yard, during the year 2025-26. Estimated Amount Put to Tender: Rs.4,99,581/-
NOTICE INVITING TENDER (ON LINE) NO. WBPWD/EE/HD/NIeT-109/2025 26
Tender ID: 2026_WBPWD 1008027_1/2/3/4/5.
Bid Submission Start date (online) **17.02.2026 up to 10.00 A.M**
Bid Submission Last date (online) **24.02.2026 up to 1.30 P.M**
Corrigendum if any will be published in website only. Details of Tender documents may be downloaded from: **http:// wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer
Howrah Division, PWD

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
No. WB-HMC/TN/ED/WS/19/25-26 **Date: 13.02.2026**
ই- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী এইচএমসি এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে (বার্ষিক) পুরাতন ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যমান পাইপ প্রতিস্থাপন সহ নতুন স্থাপন করা এইচডিপিই পাইপ দ্বারা জল সরবরাহের উন্নয়নের জন্য একই ধরণের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্বনামধন্য সম্পদশালী এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার (নির্ধারিত ফর্মে) আহ্বান করছেন। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ (অনলাইনে) ০২.০৩.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০ টা।
৩০১(৩) / ২৫-২৬
১৬।২ ।২০২৬
সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

Office of the
SANKRAIL GRAM PANCHAYAT
VILL.+P.O.-SANKRAIL, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No:-WB/HZP/SANK/SGP/NIeT 25/25/APAS
For and on behalf of the Sankrail Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for 8(Eight) Nos. different works. Document download/sale start date from 16/02/2026 at 10.00 PM. Bid Submission starting from 16/02/2026 at 10.00 PM. Last date of submission of Bid on 21/02/2026 at 03.00 P.M. Bid Opening Date (Technical) 23/02/2026 at 3.00 P.M. For Details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Prodhan
Sankrail Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার নোয়াপাড়া কারশেডে ডেপুটি সিই/কন-I অফিসে মেট্রো রেলওয়ে ট্রেনিং অ্যাকাডেমির জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ের ২য় তলের মডিফিকেশন/নবীকরণ এবং সংশ্লিষ্ট কাজ তৎসহ সম্পর্কিত কাজ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৩২,০৬,৫৩২.৯০ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ৬৪,১০০ টাকা, **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ০৬ মাস, **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১০.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। যদি কোনো পরিমার্জন/সংশোধন থাকে, তবে তা কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে। **সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৫৫০-২০২৬ (ওপেন)**
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ADITYA BIRLA CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড
নিবন্ধিত অফিসঃ ইন্ডিয়ান রেয়ন কম্পাউন্ড, ভেরাভাল, গুজরাট - ৩৬২ ২৬৬।
কর্পোরেট অফিসঃ ১২ তলা, আর টেক পার্ক, নিরলন কমপ্লেক্স, হাব মলের কাছে, গোরেগাঁও (পূর্ব) মুম্বাই-৪০০ ০৬৩, এমএইচ।
ডিমান্ড নোটিশ
আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটিজেশন এবং পুনর্গঠন এবং সিকিউরিটি প্রয়োগের ধারা ১৩(২)-এর অধীনে সুদ আইন, ২০০২ (আইন) যা সিকিউরিটি স্বার্থ (প্রয়োগ) বিধি, ২০০২ (নিয়ম) এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত
আদিত্য বিড়লা ফাইন্যান্স লিমিটেড এবং আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেডের মধ্যে একত্রীকরণের ফলে, ১১.০৩.২০২৪ তারিখের একত্রীকরণ প্রকল্প অনুসারে, যা ২৪.০৩.২০২৫ তারিখে জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল - আহমেদাবাদ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কিত আদিত্য বিড়লা ফাইন্যান্স লিমিটেড কর্তৃক গৃহীত সমস্ত SARFAESI পদক্ষেপগুলি একত্রীকরণকৃত কোম্পানি আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল ইটি-তে স্থানান্তরিত হয়েছে।
অতএব, **আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড** (ABCL)-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে, আইনের অধীনে এবং বিধি ৩ সহ পঠিত আইনের ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে চাহিদা নোটিশ জারি করেছেন, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাদেরকে নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। নিম্নস্বাক্ষরকারী যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করেন যে ঋণগ্রহীতা / ঋণগ্রহীতারা চাহিদা নোটিশ(গুলি) প্রদান এড়িয়ে যাচ্ছেন, তাই নিয়ম অনুসারে নোটিশটি সংযুক্ত এবং প্রকাশের মাধ্যমে জারি করা হচ্ছে। চাহিদা নোটিশ(গুলি) এর বিষয়বস্তু এখানে নীচে উদ্ধৃত করা হলঃ
উপরোক্ত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত, আবারও, উক্ত ঋণগ্রহীতার / আইনগত উত্তরাধিকারী/ আইনগত প্রতিনিধি(গুলি) কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট নোটিশ / গুলি প্রদানের তারিখ থেকে **৬০ দিনের মধ্যে,** এখানে উল্লেখিত পরিমাণ, কলাম (d) এ উল্লিখিত তারিখ থেকে ঋণ চুক্তি এবং অন্যান্য নথিলেখার সাথে পঠিত, পরিশোধ এবং/ অথবা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত নীচে বর্ণিত সুদ সহ, ABCL-কে তাদের নিজ নিজ নামে পরিশোধ করতে হবে। ঋণের বকেয়া পরিশোধের জন্য নিরাপত্তা হিসেবে, উক্ত ঋণগ্রহীতা কর্তৃক নিম্নলিখিত সুরক্ষিত সম্পদ(গুলি) যথাক্রমে ABCL-এর কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(দের) নাম এবং ঠিকানা	চাহিদা বিজ্ঞপ্তি তারিখ এবং এনপিএ তারিখ	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১	**১. মেসার্স ডি. ডি. অটোমোবাইলস** এর মালিক মিঃ মঙ্গল মণ্ডল, ঠিকানাঃ ৩৩, নাটাগড় মেইন রোড, সোদপুর, পানিহাটি, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১১৩। **২. মিঃ মঙ্গল মণ্ডল,** পুত্র সোনিল মণ্ডল, ঠিকানাঃ ৩০২, ১২৫ /১, বোধিকানন, অঙ্কন অ্যাপার্টমেমেটে পানিহাটি, শহর- মুড়াগাছা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিনকোড- ৭০০১১০ **যোগাযোগ**-৮২৪০৫৭৩০৮৩ **ইমেলঃ** Mongal.mondal@980gmail.com। এছাড়াও ঠিকানাঃ মিঃ মঙ্গল মণ্ডল, ঠিকানাঃ ৩৩, নাটাগড় মেইন রোড, সোদপুর, পানিহাটি, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১১৩। **৩. মিসেস সম্পা মণ্ডল,** স্ত্রী মিঃ মঙ্গল মণ্ডল, কন্যা শুভাংশু সরকার, ঠিকানাঃ ৩০২, ১২৫ /১, বোধিকানন, অঙ্কন অ্যাপার্টমেন্ট পানিহাটি, শহর- মুরাগাছা, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিনকোড- ৭০০১১০। যোগাযোগঃ ৮৫৮৪৯৮২২৫৫ ইমেলঃ Sampa.mandal@gmail.com এছাড়াও ঠিকানায়ঃ শ্রীমতি সম্পা মন্ডল ঠিকানা- ৩৩, নাটাগড় মেইন রোড, সোদপুর, পানিহাটি, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১১৩। **লোন অ্যাকাউন্ট নং** ABKOLSTS000000768525	০৯.০২.২০২৬ এবং ০৩.০২.২০২৬ মোট O/s. বকেয়া পরিমাণ। ৬০,৩০,৯৩৯ /- টাকা ০৯.০২.২০২৬ তারিখের হিসাবে	সম্পত্তির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল ৬টি ছাতক ৩০ বর্গফুট জমির পরিমাপ, যার ১ম তলা, ২ তলা এবং ৩ তলা ৩০০ বর্গফুটের কাঠামো রয়েছে। কমবেশি একসাথে মৌজার অংশ তৈরি করে তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা কাঠামো সহ - নাটাগড়, জে.আই. নং ১৫, তৌজি নং ১৫৫, আর.এস. নং ১০১, পৌর ওয়ার্ড নং ৩৬ এর অধীনে, আর.এস. দাগ নং ২০০৮, জং খতিয়ান নং ৩১ এর অধীনে, প্রজাই খতিয়ান নং ৩৮৫, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৮২, পরিবর্তিত খতিয়ান নং ২০৭৮, খতিয়ান নং ২২০৭ (নতুন), থানা- ঘোলা নাউ খড়দহ, জেলা। উত্তর ২৪ পরগনা, পিনকোড- ৭০০১১৩, ওয়ার্ড নং ৩৩, পানিহাটি পৌরসভার অধীনে, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১১৩ নিম্নরূপে সীমানাযুক্ত- উত্তরঃ পারুল বণিক ও শ্রী বসু বণিকের সম্পত্তি, দক্ষিণঃ ইন্দ্রলোক ইউনিয়ন সমিতি, পূর্বঃ পারুল বণিক ও শ্রী বসু বণিকের সম্পত্তি, পশ্চিমঃ নাটগড় প্রধান সড়ক।
২	**১. মেসার্স রাইসা গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি,** এর স্বত্বাধিকারী শ্রী মিনাউল ইসলামের মাধ্যমে, গ্রাম -গোবর্ধনপুর, পাড়া-গোবর্ধনপুর, থানা- দেগঙ্গা, থানা- গোবর্ধনপুর, মৌজা-৭৯, দাগ- ২৯০২, বারাসত প্রথম পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩৪২৩। **এছাড়াওঃ** মেসার্স রাইসা গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, থানা- মৌজা- তেলিয়া, জে.এল. নং। ৮৫, এল.আর. খতিয়ান নং-১৩০-এ হাজির, বর্তমানে এল.আর. খতিয়ান নং ৪৫০, অধীন এল.আর. দাগ নং ২১৫ /৩০৫, থানা- দেগঙ্গা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিনকোড-৭৪৩৪২৫। **২. শ্রী মোঃ মিনাউল ইসলাম,** পুত্র মহিউদ্দিন, এঃ দেগঙ্গা, তেলিয়া, মিনাখা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিনকোড- ৭৪৩৪২৫। যোগাযোগঃ ৯১৬৩৫৩৭৪৯৯ ইমেইলঃ Mdminaulislam2000@gmail.com **এছাড়াও** প্রতি ঃশ্রী মোঃ মিনাউল ইসলাম, মৌজা- তেলিয়া, জে.এল. নং ৮৫, অ্যাপারেটিং থেকে এল.আর. খতিয়ান নং ১৩০, বর্তমানে এল.আর খত্তিয়ান নং ৪৫০, এল.আর দাগ নং অধীনে. ২১৫ / ৩০৫, থানা- দেগঙ্গা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিনকোড-৭৪৩৪২৫। ৩. মিসেস নাইমাতুন ইরিনা, স্ত্রী মোঃ মিনাউল ইসলাম, এছাড়াঃ দেগঙ্গা, তেলিয়া, মিনাখা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিনকোড-৭৪৩৪২৫ যোগাযোগঃ ৯৩৮২৩৭৮৩৪৯ ইমেইলঃ Mdminaulislam@gmail.com এছাড়াও এখানেঃ মিসেস নাইমাতুন ইরিনা, এঃ মৌজা- তেলিয়া, জে.এল. নং. ৮৫, অ্যাপারেটিং থেকে এল.আর. খতিয়ান নং ১৩০, বর্তমানে এল.আর. খতিয়ান নং ৪৫০, এল.আর দাগ নং অধীনে. ২১৫ /৩০৫, থানা- দেগঙ্গা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিনকোড-৭৪৩৪২৫ লোন অ্যাকাউন্ট নং ABKOLSTS000000859623 & ABKOLSTS000000860990	০৯.০২.২০২৬ এবং ০৩.০২.২০২৬ মোট O/s. বকেয়া পরিমাণ। ২১,৮০,৩৪০ /- টাকা ০৯.০২.২০২৬ তারিখের হিসাবে	প্রায় ২৫ ডেসিলাম পরিমাপের সমস্ত জমির টুকরো এবং পার্সেল একসাথে একটু বেশি বা কম একই রকম, সিমেন্টের মেঝে সহ আবাসিক কাঠামো প্রায় ১৩৯৩ বর্গফুট। মৌজা-তেলিয়া, জে.আই. নং ৮৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৫০ এর সাথে সম্পর্কিত, এল.আর.দাগ নং ২১৫ /৩০৫ এর অধীনে, পি.এস. দেগঙ্গা, দেগঙ্গা ২ এর স্থানীয় সীমানার মধ্যে, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪২৫ এর গ্রাম পঞ্চায়েত নিম্নরূপঃ মিনাউল ইসলাম ও অন্যান্যদের উত্তর জমি, দক্ষিণঃ ওলিয়ার রহমান ও অন্যান্যদের জমি, পূর্বঃ আংশিকভাবে ৮ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ এবং আংশিকভাবে ২০৯, পশ্চিমঃ প্লট নং বি, মো. হাসানুর মল্লিক।

অতিরিক্ত সুদের সাথে, উপরে উল্লিখিত তারিখের সংশ্লিষ্ট চাহিদা নোটিশে আরও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত হারে অতিরিক্ত সুদ, অর্থপ্রদান এবং / অথবা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি। যদি উক্ত ঋণগ্রহীতা ABCL-কে পূর্বোক্ত হিসাবে অর্থপ্রদান করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ABCL উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং প্রযোজ্য বিধি অনুসারে উপরোক্ত সুরক্ষিত সম্পদ / স্থাবর সম্পত্তির বিরুদ্ধে মামলা করবে, সম্পূর্ণরূপে উক্ত ঋণগ্রহীতা/ আইনগত উত্তরাধিকারী/ আইনগত প্রতিনিধির ঝুঁকিতে, খরচ এবং পরিণতি সম্পর্কে।
উক্ত আইনের অধীনে উক্ত ঋণগ্রহীতার/ আইনগত উত্তরাধিকারী/ আইনগত প্রতিনিধিদের উপর উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ/ স্থাবর সম্পত্তি, বিক্রয়, লিজ বা অন্য কোনওভাবে ABCL-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ। দয়া করে মনে রাখবেন যে এটি ধারা ১৩(৪) এর অধীনে একটি চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি। ২০০২ সালের আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪) এর ১৩(২) ধারা। বলা বাহুল্য, ABCL ঋণগ্রহীতা (দের) বিরুদ্ধে তাদের ঝুঁকি, দায়িত্ব এবং খরচের উপর সম্পূর্ণরূপে উল্লিখিত যেকোনো বা সমস্ত অধিকার প্রয়োগ করার অধিকার রাখবে।
স্থান ঃ উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ
তারিখঃ ১৭.০২.২০২৬
স্বা /- অনুমোদিত কর্মকর্তা
আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড

বিজ্ঞপ্তি
DSP MUTUAL FUND
আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েআরনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Tuesday, 17th Feb 2026	Hotel Immperial Inn, Jalpai More, Burdawan Road, Darjeeling, West Bengal	7:00 PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

ভিএআর-মুক্ত ফুটবল ‘নিখুঁত’ নয়... ‘জনপ্রিয়’!

আনুবীক্ষণিক প্রযুক্তিই কি মুছে দিচ্ছে সৌন্দর্য?

নিজস্ব প্রতিবেদন

আধুনিকতম ফুটবল প্রযুক্তির হাতে বন্দি? নাকি প্রযুক্তি না থাকলেই বিপদ? খেলার ময়দানে এই দ্বন্দ্ব নতুন নয়। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু ম্যাচ আবার সেই পুরনো তর্কটাই সামনে এনে দাঁড় করাল-ভিএআর ছাড়া ফুটবল কি বেশি উপভোগ্য? ভুল-ভ্রান্তির মধ্যেই লুকিয়ে ফুটবলের খাঁটি রোমাঞ্চ? ইংল্যান্ডে এফএ কাপে গত শনিবার নিউক্যাসল ইউনাইটেড মুখোমুখি হয় অ্যাস্টন ভিলার। প্রতিযোগিতার এই পর্বে ভিএআর কাজে লাগানো হয় না। কিন্তু নিট ফল কী দাঁড়াল? এককথায় বললে, বইল বিতর্কের বন্যা। টমি আব্রাহামের গোল অফসাইড ছিল কি না, তা নিয়ে উঠল সওয়াল। লুকাস ডিনের হ্যান্ডবল পেনাল্টি দেওয়া উচিত কি না, সেটাও প্রশ্নের জন্ম দিল। দর্শকরা গ্যালারি থেকে চিৎকার শুরু করলেন, ‘রেফারি মোটেও যোগ্য নন!’ আর স্টুডিওতে বসা অ্যালান শিয়ারার রাগ চেপে বলে উঠলেন, ‘রেফারি নিজেদের কাজটা ঠিকমতো করলেই তো ঝামেলা মিটে যায়!’ সংক্ষেপে, এই একটি ম্যাচ যেন দেখিয়ে দিল-ভিএআর না থাকলেও বিতর্ক থামে না। বরং, ভুল সিদ্ধান্ত আরও স্পষ্টভাবে, প্রবলভাবে চোখে পড়ে। তবু এতকিছুর মধ্যেও একটা জিনিস ছিল-গোল হলে সঙ্গে সঙ্গে নির্বাধ উদ্যাপন। খেলোয়াড়দের সন্দেহ নেই, সমর্থকদের শঙ্কা নেই... গোলটা কেড়ে নেওয়া হবে না। এই নির্ভেজাল আমোদ কি অনেক অনুরাগীর কাছে ত্রুটিমুক্ত খেলার চেয়েও মূল্যবান? ম্যাচ শেষে নিউক্যাসলের কোচ এডি হাও কিন্তু স্বীকার করলেন, তিনি দ্বিধাগ্রস্ত, একটা স্পষ্ট পক্ষ নিতে অপারগ। ‘গোল হলে সঙ্গে সঙ্গে উদযাপন-ওই অনুভূতিটা আমি এখনও ভালোবাসি। কিন্তু প্রথম গোলটার সময় ভিএআর থাকলে ভালো হত!’ মন্তব্য তরুণ ম্যানেজারের। বিশেষজ্ঞদের বড় অংশ অবশ্য এতটা ধোঁয়াশায় নেই। একবাক্যে জানালেন, এই দ্বন্দ্বটাই আসল। এই দ্বিধাই ফুটবলের আসল মজা! উয়েফা-র রেফারিং প্রধান রবার্তো রোসেত্তি সম্প্রতি সতর্ক করেছেন-ভিএআর যেন অতিরিক্ত ‘মাইক্রোস্কোপিক’ বা ‘আনুবিক্ষণিক’ না হয়ে পড়ে! তাহলে খেলার আসল সুগন্ধ যাবে উবে, মুছে যাবে দ্বিধাতুর সৌন্দর্য! হিসেব বলছে, এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গড়ে প্রতি ম্যাচে প্রায় ০.৪৫ বার ভিএআর হস্তক্ষেপ করছে। লা লিগা, বুন্দেসলিগা, সেরি আ-কোথাও প্রযুক্তির ‘নাক গলানো’র হার কম নয়। রোসেত্তির কথায়, ‘‘আমরা ফুটবলকে ভালোবাসি, যেমনটা সে আছে, সেই চেহারায়। খেলাটা থামিয়ে থামিয়ে দেখা, লাইনের উপর লাইন টানা-এভাবে চলতে পারে না!’’ অর্থাৎ, বক্তব্য পরিষ্কার-অফসাইডের মতো তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্তে প্রযুক্তি কার্যকর। কিন্তু হ্যান্ডবলের মতো ‘সাবজেক্টিভ’ সিদ্ধান্তে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ সমস্যার সৃষ্টি করছে। তাই উঠছে প্রশ্ন-ফুটবল কি অতিরিক্ত বিশ্লেষণের চাপে তার স্বাভাবিক গতি হারাচ্ছে? ফুটবলের একদল সমর্থক চান ১০০ শতাংশ নির্ভুলতা। তাঁদের যুক্তি-ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্তে শিরোপা নির্ধারিত হওয়া অনুচিত। অন্যদলের বক্তব্য-ভুলচুক তো খেলার-ই অংশ। ক্রিকেটে যেমন ‘আম্পায়ারস কল’ আছে, ফুটবলেও মানবিক ভুল মেনে নেওয়া সঙ্গত। কিন্তু সমস্যা হল, ভিএআর থাকলেও বিতর্ক থামে না। এক ম্যাচে মিলিমিটার ব্যবধানে অফসাইড ধরা পড়ছে। আবার অন্য খেলায় স্পষ্ট হ্যান্ডবল নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। ফলে সমর্থকেরা ভাবছেন-প্রযুক্তি থাকতেও যদি বিতর্ক হয়, তবে লাভ কী? রোসেত্তি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলেছেন-হ্যান্ডবলের ব্যাখ্যা একেক লিগে একেক রকম। প্রিমিয়ার লিগে তুলনামূলকভাবে শিথিল নিয়ম, অন্য লিগে কঠোর। এতে ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় বিভ্রান্তি তৈরি হয়। তাঁর বক্তব্য, ‘‘একটাই টেকনিক্যাল ভাষা দরকার। একটাই মানদণ্ড।’’ অর্থাৎ, শুধু প্রযুক্তি নয়-ব্যাখ্যাতেও ঐক্য চাই। কর্নার বা দ্বিতীয় হলুদ কার্ডেও ভিএআর চালু হবে কি না-এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা আইএফএবি শিগগির পাকা সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু রোসেত্তির এতে স্পষ্ট আপত্তি। যুক্তি-খেলা শুরু করতে দেরি হলে ফুটবলের আবেগ নষ্ট হয়। মন্তব্য, ‘‘ফুটবল মানেই গতি, তীব্রতা, আবেগ!’’ তাই জমেছে প্রশ্ন-আমরা কী চাই? নিখুঁত কিন্তু খানিকটা যান্ত্রিক ফুটবল? নাকি ভুলভ্রান্তি-সমেত অবাধ আবেগময় ফুটবল? দুঃখের বিষয়, মাঝামাঝি কোনও সমাধান নেই। ভিএআর তুলে দিলে ভুল সিদ্ধান্ত থাকবে। ভিএআর রাখলে আবেগের নিয়ত ক্ষয়। এডি হাওয়ের মতো অনেকেই তাই দ্বিধাগ্রস্ত। আমরা গোলের পর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ওঠার আনন্দ চাই, আবার অন্যায় সিদ্ধান্তে হারতেও অনিচ্ছুক। শেষ পর্যন্ত ফুটবল নিখুঁত হবে না। প্রযুক্তি থাকুক বা না থাকুক, বিতর্ক চলবেই। সম্ভবত আমাদেরই মানিয়ে নিতে হবে-খেলার সঙ্গে, ভুলের সঙ্গে, প্রযুক্তির সঙ্গে। কারণ ফুটবল কেবল ফলাফল নয়। এটা আবেগের খেলা। আর আবেগ কখনও পুরোপুরি ‘মাইক্রোস্কোপিক’ হতে পারে না।

‘স্লেজিং নয়, স্কিলে জিতব!’

সাফ বার্তা সূর্যর, ভিডিও সামনে আনল বিসিসিআই

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ মাঠে আগুনঝরা ম্যাচ। কিন্তু ড্রেসিংরুমের স্পষ্ট নির্দেশ-কোনও স্লেজিং নয়। টি-২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নামার আগে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব সতীর্থদের বলে দেন, মুখে নয়, জবাব দিতে হবে ব্যাট-বলে। সেই ‘বিহাইন্ড দ্য সিন’ ভিডিওই এবার প্রকাশ করেছে বিসিসিআই। আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে ৬১ রানের দাপুটে জয়ের পর এই ‘বিটিএস’-বার্তা নতুন করে আলোচনায়। যেখানে সূর্যকে বলতে শোনা যায়, ‘‘ওভার বদলের সময় দৌড়বে, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। আমাদের ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে। স্কিল দিয়েই জিতব!’’ বার্তা পরিষ্কার-মাইন্ড গেম নয়, ফোকাস শুধুমাত্র ক্রিকেটে। ম্যাচের আগে নানা বিতর্ক ঘিরে সরগরম ছিল এই দ্বৈরথ। পাকিস্তান শিবিরের বয়কট-জল্পনা, ‘নো-হ্যান্ডশেক’ নীতি মিলিয়ে চাপা উত্তেজনা! তবে মাঠে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি। কোনও মৌখিক বাকযুদ্ধ নয়, অপ্রয়োজনীয় নাটক নয়। অবশ্য সূর্যর এই আবেদনের আরও একটি কারণ থাকতে পারে। পাক অধিনায়কের সঙ্গে করমর্দন না করা নিয়ে এমনিতেই বিতর্ক হয়েছে। যা শুরু হয়েছে এশিয়া কাপ থেকে। ওই টুর্নামেন্টেই পাক পেসার হ্যারিস রউফের সঙ্গে বাকযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় অভিষেক শর্মাকে। এবার বিশ্বকাপের আগেও পাকিস্তানের বয়কট নাটক ছিল। সব মিলিয়ে সূর্য এমন কোনও বিতর্ক চাননি, যা নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটারদের সাফল্যের থেকে বেশি চর্চা হয়। ভারত শুরু থেকেই নিয়ন্ত্রণ টেনে নেয়। ব্যাট হাতে সুর বেঁধে দেন ঈশান কিষাণ। ৪০ বলে ৭৭ রানের স্মরণীয় ইনিংস। মন্থর উইকেটেও স্ট্রাইক রেট প্রায় ২০০। সেই ভিতের উপর দাঁড়িয়ে ভারত তোলে ১৭৫। মাঝের ওভারে তিলক বর্মা ও শেষদিকে সূর্যকুমার নিজে ইনিংস গুছিয়ে দেন। জবাবে পাকিস্তান শুরু থেকেই ব্যাকফুটে। জসপ্রীত বুমরাহ, হার্দিক পাণ্ডিয়া, বরুণ চক্রবর্তী ও অক্ষর প্যাটেল-চার দিক থেকে নাগাড়ে আক্রমণ। প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট নেন। যার জেরে ১১৪ রানে থামতে বাধ্য হয় পাকিস্তান। একপেশে জয়ের সৌজন্যে টি-২০ বিশ্বকাপে ভারত-পাক হেড-টু-হেড আপাতত ৮-১। একই সঙ্গে সুপার এইটে জায়গা নিশ্চিত করেছে টিম ইন্ডিয়া।

সামির দুরন্ত স্পেল, সুদীপের ম্যারাথন ইনিংস! জম্মুর বিরুদ্ধে লড়াই জারি বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ কল্যাণীর বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি গ্রাউন্ডে রঞ্জি ট্রফি সেমিফাইনালে দাপট দু’তরফেই। প্রথমে ব্যাট হাতে সুদীপ ঘরামি, পরে বল হাতে মহম্মদ সামি। দ্বিতীয় দিনের শেষে লড়াইয়ে এগিয়ে বাংলা। তবে ম্যাচ এখনও খোলা। যে কোনও দিকেই চূড়ান্ত ফলাফল হেলে যেতে পারে। দ্বিতীয় দিনের শুরুতে বাংলা ছিল ২৪৯৫। সেখান থেকে ইনিংস টেনে নিয়ে যান সুদীপ ঘরামি। কোয়ার্টার ফাইনালের ত্রিশতরানের পর সেমিফাইনালেও সেঞ্চুরি। শেষ পর্যন্ত ১৪৬ রানের ম্যারাথন ইনিংস খেলে সাজঘরে ফেরেন। আকিব নবির বলে সুদীপ আউট হতেই ভেঙে পড়ে বাংলার লোয়ার অর্ডার। সুমন্ত গুপ্ত ৩৯ রানের লড়াকু ইনিংস খেললেও শেষ পাঁচ উইকেটের দ্রুত পতন। যার জেরে গোটা টিম অলআউট ৩২৮ রানে (৯৭.১ ওভার)। শুরুটা মজবুত হলেও বড় স্কোরে পৌঁছনোর সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগাতে ব্যর্থ বাংলা শিবির। ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় জম্মু ও কাশ্মীর।

নতুন বলে আগুন ঝরান মহম্মদ সামি। শুভম খাজুরিয়া ও ইয়াওয়ার হাসানকে দ্রুত আউট করেন। স্কোর দাঁড়ায় ১৩২। পরে আরও একটি উইকেট ছিনিয়ে নেওয়ায় সামির দিনশেষে পরিসংখ্যান ৩৬০ (১৩ ওভার)। চাপ জমতে থাকলেও জম্মু শিবির প্রত্যাঘাত হানে। শুভম পুন্দর ও অধিনায়ক পরস দোগরা ইনিংস সামলানোর চেষ্টা চালান। দ্বিতীয় সেশনে জুটি গড়ে তোলায় কিছুটা স্থিতি ফেরে। তবে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট পড়তে থাকায় পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব হয়নি। আপাতত জম্মু-কাশ্মীর ১৯৮৫ (৫১ ওভার)। কনহাইয়া ওয়াধাওয়ান ও আবিদ মুস্তাক ক্রিজে অপরাজিত। বাংলার থেকে এখনও ১৩০ রানে পিছিয়ে। দ্বিতীয় দিনটা কার্যত বোলারদের। সকালে বাংলার ব্যাটিং লাইন আপে ধস, বিকেলে জম্মু-কাশ্মীর টালমাটাল। আকাশ দীপ ও সুরজ জয়সওয়াল সামিকে সাহায্য করেছেন। তবে ম্যাচ এখনও রোমাঞ্চকর জায়গায়। আগামিকাল, তৃতীয় দিনে জম্মু যদি প্রথম ইনিংসের লিড নেয়, তাহলে চাপে পড়বে বাংলা। আবার দ্রুত বাকি পাঁচ উইকেট তুলতে পারলে সামিদের সামনে ফাইনালের দরজা অনেকটাই খুলে যাবে।

পাকিস্তান ক্রিকেটের ‘সবচেয়ে অন্ধকার সময়’, পিসিবি-র ‘রাজনীতি’তে তিতিবিরক্ত ইউসুফ

সংবাদ সংস্থা, ইসলামাবাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ ভারতের কাছে ৬১ রানের হারের পর শুধু ড্রেসিং রুম নয়, কাঁপছে পাকিস্তান ক্রিকেটের ভিতও। টি-২০ বিশ্বকাপে কলম্বোয়

পরাজয়ের ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই এবার কড়া মন্তব্য করলেন প্রাক্তন অধিনায়ক মোহাম্মদ ইউসুফ। তাঁর সোজাসাপটা দাবি-রাজনীতি আর ব্যক্তিগত স্বার্থ দূরে না সরালে পাকিস্তান ক্রিকেটের পতন থামবে না। সাম্প্রতিক অবস্থাকে দেশের ক্রিকেট ইতিহাসের ‘সবচেয়ে অন্ধকার সময়’বলতেও দ্বিধা করেননি প্রাক্তন ব্যাটার। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘এক্স’-এ ইউসুফ লেখেন, ‘পাকিস্তান ক্রিকেট থেকে রাজনৈতিক প্রভাব আর ব্যক্তিগত এজেন্ডা দূর করতে না পারলে আমরা আর আগের জায়গায় ফিরতে পারব না। এটা আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার সময়। অযোগ্য ব্যক্তিদের সরাতে হবে-বোর্ড থেকে, দল থেকেও।’ এই মন্তব্যে সরাসরি নাম না নিলেও ইঙ্গিত স্পষ্ট-পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভির দিকে। যিনি একই সঙ্গে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও। তাঁর নিয়োগের পর থেকেই বোর্ডের একাধিক সিদ্ধান্ত ঘিরে ‘রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে’র অভিযোগ উঠেছে। এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়ার সময় তৈরি হয়েছিল বিতর্ক। টিম ইন্ডিয়া নকভির হাত থেকে স্মারক নিতে অস্বীকার করায় তিনি মঞ্চ থেকে সরিয়ে দেন ট্রফি-যা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটমহলে ব্যাপক সমালোচিত হয়। যদিও দেশে ফিরে সরকারি সম্মান ও ব্যাপক জনাদর পান নকভি। বছর ঘুরতে না ঘুরতে নতুন টুর্নামেন্ট। এবার টি-২০ বিশ্বকাপ। যা শুরুর আগে ভারত ম্যাচ বয়কটের সম্ভাবনা নিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক করেন নকভি। আইসিসি কর্তাদের সঙ্গে একাধিক আলোচনার পর শেষমেশ সেই সিদ্ধান্ত বদলানো হয়। কিন্তু অনেকের মতে, এই বয়কট-নাটক দলের মনোসংযোগে প্রভাব ফেলেছে। কলম্বোয় আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে ভারত ১৭৫৭ তোলে। জবাবে পাকিস্তান গুটিয়ে যায় ১১৪ রানে। এই হারের ফলে সুপার এইটে ওঠা অনিশ্চিত। নেট রান রেট তলানিতে। নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ কার্যত ‘করো বা মরো’। এই প্রেক্ষিতে ইউসুফের বক্তব্যে স্পষ্ট-সমস্যা শুধু মাঠে নয়, প্রশাসনিক স্তরেও। প্রশ্ন উঠছে, পাকিস্তান ক্রিকেট সত্যিই রাজনৈতিক প্রভাবের জালে জড়িয়েছে? নাকি এটা কেবল হতাশার বহিঃপ্রকাশ? উত্তর যাই হোক, একটা বিষয় নিশ্চিত-ভারতের বিরুদ্ধে এই পরাজয় পাকিস্তান ক্রিকেটে গভীর আত্মসমালোচনার দরজা খুলে দিয়েছে। আর সেই খিড়কি দিয়েই ঢুকে পড়েছে ‘রাজনীতি বনাম ক্রিকেটে’র চড়া সুরের বিতর্ক।

ইডেনে নিশ্চিত ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ, মিলে গেল সৌরভের ভবিষ্যদ্বাণী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ রবিবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৬১ রানে জয় পেয়েছে টিম ইন্ডিয়া। গ্রুপ পর্বে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই জায়গা করে নিয়েছে সুপার এইটে। জয়ের রেশ কাটার আগেই সুখবর কলকাতাবাসীর জন্য। কয়েকদিন আগেই ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ও বর্তমান সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, ইডেনে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ হবেই। তখনও সুপার এইটে যায়নি দুই দলের কেউই। তবে মিলে গেল সেই ভবিষ্যদ্বাণী। সুপার এইটের ম্যাচে ইডেনে মুখোমুখি হবে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই মুহূর্তে ‘সি’ গ্রুপের শীর্ষে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তিন ম্যাচের তিনটিই জিতে প্রথম দল হিসেবে বিশ্বকাপের সুপার এইটে পৌঁছেছে ক্যারিবিয়ানরা। রবিবার

পাকিস্তানকে হারিয়ে কগ্রুপের শীর্ষে আছে ভারত। দ্বিতীয় দল হিসেবে সুপার এইটে জায়গা করে নিয়েছে তারা। আইসিসি-র নিয়ম অনুযায়ী এক গ্রুপেই পড়বে দুই দল। ১ মার্চ ইডেন গার্ডেন্সে মুখোমুখি হবে দুই দল। অর্থাৎ, চলতি বিশ্বকাপে এই প্রথম ভারতীয় দলের কোনও ম্যাচ খেলা হবে ইডেনে। এই ম্যাচ নিয়ে এখন থেকেই উত্তেজনা বাড়ছে কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীদের। আইসিসি-র নিয়ম অনুযায়ী আগে থেকেই চারটি গ্রুপ থেকে সম্ভাব্য আটটি দল নিয়ে সুপার এইট পর্বের গ্রুপ বিন্যাস তৈরি করা আছে। সেই অনুযায়ী এক্স ও ওয়াই গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে আটটি দলকে। এক্স গ্রুপে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের থাকা নিশ্চিত। আইসিসি-র সম্ভাব্য তালিকায় বাকি দুটি স্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়াদের সুপার এইটে যাওয়া অনেকটা নিশ্চিত হলেও সন্দেহ আছে অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে। ওয়াই গ্রুপে আইসিসি-র সম্ভাব্য তালিকায় আছে ইংল্যান্ড, নিউ জিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান। তবে এই চারটি দলের মধ্যে কেউই এখনও নিশ্চিত নয় সুপার এইটে। বরং চমক দিতে পারে আফগানিস্তান, জিম্বাবোয়ের মতো দলগুলি।

ছিটকে গেলেন হ্যাজেলউড, স্কোয়াডে যোগ দিলেন স্মিথ

সংবাদ সংস্থা, মেলবোর্ন, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ আগেই বাড়ছিল জল্পনা, এ বার তাতে সিলমোহর পড়ল। গোড়ালিতে চোটের জন্য পাকাপাকি ভাবে আইসিসি টি২০ বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন তারকা পেসার জশ হ্যাজেলউড। অস্ট্রেলিয়ার মেডিক্যাল টিমের সদস্যরা নজর রেখেছিলেন তাঁর চোটের উপরে। আশা করা হয়েছিল, টুর্নামেন্টের শেষ দিকে খেলতে পারবেন তিনি। তবে সেই সম্ভাবনা আর নেই। তাই পরিবর্ত হিসেবে ১৫ সদস্যের দলে জায়গা পেলেন অভিজ্ঞ ব্যাটার স্টিভ স্মিথ। এর আগে মিচেল মার্শের ব্যাক-আপ হিসেবে দলের সঙ্গে ছিলেন তিনি। এ বার পাকাপাকি ভাবে স্কোয়াডে জায়গা পেলেন হ্যাজেলউডের বিকল্প হিসেবে। আইসিসি-র টেকনিক্যাল কমিটির পক্ষ থেকে স্মিথকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। একটি বিবৃতিতে জানানো হয়, ‘জশ হ্যাজেলউডের পরিবর্ত হিসেবে অস্ট্রেলিয়া দলে যোগ দিয়েছেন স্মিথ। তাতে সিলমোহর দিয়েছে আইসিসি। গোড়ালির চোটের জন্য বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন হ্যাজেলউড।’ এর আগে অধিনায়ক মিচেল মার্শের ব্যাক-আপ হিসেবে দলে যোগ দিয়েছিলেন স্মিথ। প্রথম দুই ম্যাচে খেলতেও পারেননি মার্শ। তবে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ম্যাচে ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অস্ট্রেলিয়া স্কোয়াডে যোগ দিয়েছেন স্মিথ। প্রথম ম্যাচে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে জিতলেও পরের ম্যাচে বড় ধাক্কা খায়। জিম্বাবোয়ে ২৩ রানে হারিয়ে দেয় অজিদের। ফলে অস্ট্রেলিয়ার সুপার এইটে ওঠা এখন চ্যালেঞ্জের মুখে। তাই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে কার্যত ডু-অর-ডাই ম্যাচে নামছে অস্ট্রেলিয়া। তবে স্মিথ প্রথম একাদশে জায়গা পাবেন কি না, সেটাই দেখার। উল্লেখ্য দেশের জার্সিতে স্মিথ শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছিলেন ২০২৪-এ। সদ্য সমাপ্ত বিগ ব্যাশ লিগে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন তিনি। সিডনি সিক্সার্স-এর হয়ে ছয় ম্যাচে ২৯৯ রান করেন। গড় ৫৯.৮০ এবং স্ট্রাইক রেট ১৬৭.৯৭। এর মধ্যে ছিল একটি সেঞ্চুরি ও দু’টি হাফ সেঞ্চুরি।

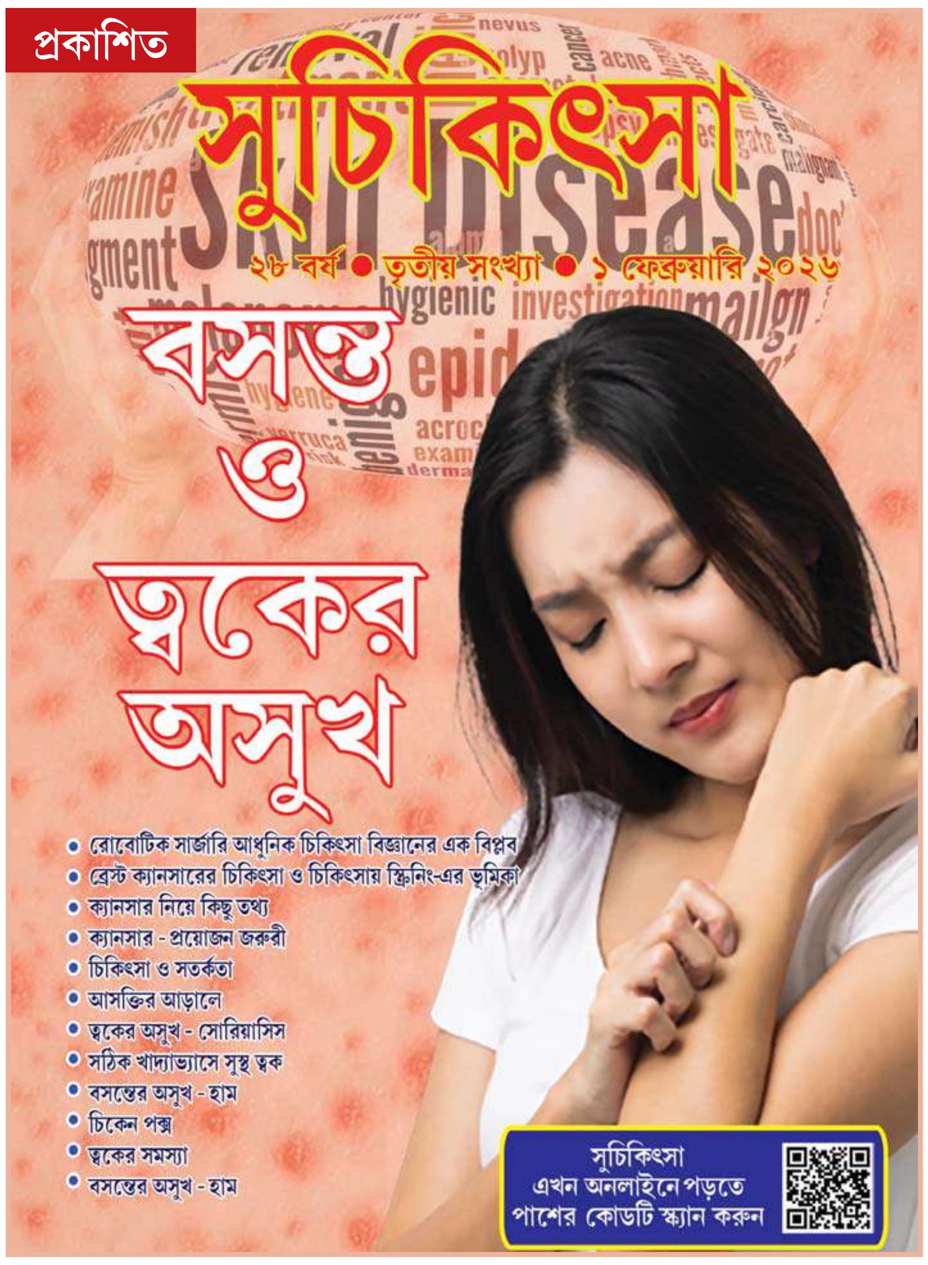

বিরল নজির রশিদের, আমিরশাহিকে হারিয়ে সুপার এইটের আশা জিইয়ে রাখল আফগানিস্তান

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারিঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আরব আমিরশাহীকে হারিয়ে এখনও সুপার এইটে যাওয়ার আশা রইল আফগানদের। সোমবার দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। ৫ উইকেটে আরবকে হারিয়ে দিলেন রশিদ খানরা। এই ম্যাচ আফগানদের কাছে জরুরি ছিল। এই ম্যাচে হারলে সুপার এইটের যুদ্ধ থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পা।তে হত রশিদদের। গতকালই বন্ধু দেশ ভারতের পাক বধের পর উদযাপনে শামিল হয়েছিলেন আফগানরা। এরপর তাঁদের নিজেদের জয়ও স্বস্তি দেবে তাঁদের। এদিন টসে জিতে আরবকে ব্যাট করতে পাঠায় আফগানরা। শুরুর দুই ওভারেই দুই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় আরব। শুরুতেই আউট হয়ে যান অরিয়াংশ শর্মা ও মহম্মদ ওয়াসিম। তারপরেই আরব ইনিংসের হাল ধরেন আলিশান শরাফু ও শোহেব খান। ৩১ বলে ৪০ রান করে মুজিব উর রহমানের বলে ক্যাচ আউট হয়ে যান শরাফু। ৪৮ বলে ৬৮ করেছেন শোহেব। আফগান বোলার আজমতউল্লাহ ওমরজাই ১৫ রান দিয়ে নিয়েছেন ৪ উইকেট। তাঁর সামনেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে আরব দল। মুজিব পেয়েছেন ২ উইকেট। রশিদ খান পেয়েছেন একটি উইকেট। ২৭ বছর

বয়সেই টি-২০ ক্রিকেটের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় লিখে ফেললেন রশিদ খান। এদিন মাঠে নেমে ৭০০তম উইকেট তুলে বিশ্বের প্রথম বোলার হিসেবে বিরল নজির ছুঁলেন আফগান লেগস্পিনার। এদিন মহম্মদ আরফানকে আউট করে ৭০০তম শিকার রশিদের। এর আগে আমদাবাদে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৬৯৮ ও ৬৯৯ নম্বর উইকেট পেয়েছিলেন তিনি। আন্তর্জাতিক, ফ্র্যাঞ্চাইজি ও ঘরোয়া-সব মিলিয়ে টি-২০ ক্রিকেটে রশিদের এই কীর্তি আক্ষরিক অর্থে ‘অ-ভূতপূর্ব’ তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে ডোয়েন ব্রাভো (৬৩১ উইকেট), তিন নম্বরে সুনীল নারিন (৬১৩)। সব মিলিয়ে টি-২০ আন্তর্জাতিকেও সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি রশিদ-১৯১। এমন বিরল সাফল্য নিয়ে রশিদের মন্তব্য যদিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ-‘‘৭০০ উইকেট নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না। দেশের হয়ে শতভাগ দিই, দল চাইলে উইকেট আসে।’’ ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে আরব তুলেছিল ১৬০ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই আউট হয়ে যান গুরবাজ। শূন্য রানে প্যাভিলিয়নে ফেরেন তিনি। আর এক ওপেনার ইব্রাহিম জাদরান ৪১ বলে করেছেন ৫৩ রান। ব্যাটে-বলে সুপারহিট পারফরম্যান্স করেছেন ওমরজাই। তাঁর ২১ বলে ৪০ রানের ইনিংসে ভর করেই চার বল বাকি থাকতেই নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছে যায় আফগানরা। আফগানিস্তান এই জয়ের ফলে রইল তৃতীয় স্থানে। তিন ম্যাচের তিনটিটেই জিতে সুপার এইটে উঠে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দ্বিতীয় স্থানে নিউজিল্যান্ড। দুই দলেরই শেষ ম্যাচ কানাডার বিরুদ্ধে। আফগানরা চাইবেন কানাডার বিরুদ্ধে জিততে। নিউজিল্যান্ড কানাডার বিরুদ্ধে হেরে পয়েন্ট নষ্ট করলেই আফগানিস্তান উঠে যাবে সুপার এইটে। এই অঙ্ক নিয়ে আপাতত জমজমাট গ্রুপ ডি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar

Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com